বাংলাদেশের ছড়া

শিশু-লালিকা ও প্রহেলিকা

শ্রীভবতারণ দত্ত, এম. এ., ডি. ফিল
কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

"Fourth Five Year Plan—Development of Modern Indian Languages. The Popular price of the book has been made possible through a subvention received from the Govt. of West Bengal."

দশ টাকা

প্রচ্ছদপট

অঙ্কন : পূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রণ : রিপ্রোডাকশন্ সিণ্ডিকেট

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত
ও পি. এম. বাক্‌চি অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড ১৯ গুলু ওস্তাগর লেন,
কলিকাতা ৬ হইতে শ্রীজয়ন্ত বাক্‌চি কর্তৃক মুদ্রিত

শ্রীমৎ সুকুমার সেনায়

অজয্যপৌরুষায়

সূচীপত্র

সঙ্কেত নির্দেশিকা

(অম্বিকাচরণ) গুপ্ত (হুগলি ভাঙ্গামোড়া হইতে সংগৃহীত।)

(আবদুল) করিম (চট্টগ্রাম হইতে সংগৃহীত।)

(কুঞ্জলাল) রায়[১] (বর্ধমান দেবগ্রাম হইতে সংগৃহীত।)

খু (কুমণির) ছ (ড়া) (যোগীন্দ্রনাথ সরকার কর্তৃক সংকলিত।)

(বসন্তরঞ্জন) রায়[২] (বাঁকুড়া বেলেতোড়, বনবিষ্ণুপুর এবং মেদিনীপুর হইতে সংগৃহীত।)

ম (হিলা) বা (ন্ধব) (আসানসোল উষাগ্রাম হইতে প্রকাশিত পত্রিকা)

রবীন্দ্রনাথ (ঠাকুর সংকলিত ছেলেভুলানো ছড়া এবং মেয়েলী ছড়া।)

স (ম্পাদক) প (রিষৎ) প (ত্রিকা।)

গ্রন্থসূচী

খুকুমণির ছড়া—১৪শ সং—যোগীন্দ্রনাথ সরকার সঙ্কলিত।

চণ্ডীমঙ্গল—বঙ্গবাসী সং।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা।

বিষ্ণুপালের মনসামঙ্গল—ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত।

মহিলা বান্ধব

The Oxford Dictionary of
Nursery Rhymes—Ed. by Iona
and Peter opie

The Oxford Nursery
Rhyme Book—Assembled by Iona
and Peter opie

শিশু-বেদ

যে রচনা কোন ব্যক্তিবিশেষের তৈরি বলে নির্দিষ্ট করা যায় না, যা কোন এক মানবগোষ্ঠীকে প্রায় অনাদিকাল ধরে জন্মে-কর্মে-চিন্তায় নিয়ন্ত্রিত করে এসেছে তাকে যদি বেদ নাম দিয়ে থাকি তবে অপৌরুষেয় ছেলেমি ছড়া-গান-গল্পকে শিশু-বেদ বললে বোধ করি খুব অসঙ্গত হয় না। ঋক্-যজুঃ-সাম-অথর্ব প্রাচীন বেদ, মুনি-ঋষি-পণ্ডিতের ধর্মকর্মের বেদ। এ বেদ একশিলা স্তম্ভের মতো ধ্রুব এবং অবিকারী। শিশু-বেদ ধ্রুব অথচ অধ্রুব, তা দৃঢ়মূল ও সজীব—অক্ষয়বটের মতো, যার বীজ বেদেরও অগোচরকালের, বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব মুহূর্তে যার পাতায় শুয়ে শিশুব্রহ্ম পায়ের বুড়ো আঙুল চুষতে চুষতে কারণার্ণবে প্লবমান ছিলেন, যে অক্ষয়বটের পাতায় পাতায় যুগ যুগ ধরে মানবহৃদয়ের আনন্দরস চিকমিকিয়ে উঠেছে, যার ফুল কত গানে কত সুরে ঝরে এসেছে, যার ফল কত শিল্পে কত চিন্তায় বিকীর্ণ হয়েছে, যার শাখা থেকে কত ইতিহাস-কাহিনী উদ্গত হয়েছে, যার ঝুরি বেয়ে কত মহৎ চিন্তা মানবচিত্তভূমিকে উর্বর করে এসেছে। বিধাতার মুখনিঃসৃত চতুর্বেদ মুনি-ঋষিদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে কবে একদা প্রকাশ পেয়েছিল। চিরকাল ধরে জীবধাত্রীর মুখবাহিত হয়ে শিশু-বেদ রবীন্দ্রনাথের দিব্যদৃষ্টির ঝলক পেয়েই আজ আমাদের গোচরে এসেছে। সুতরাং শিশু-বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ। তিনিই এ বেদে বাঙালীর আগম-নিগমের চাবি খুলে দিয়েছেন। একথা বলছি রবীন্দ্রস্তুতির জন্যে নয়, আত্মপ্রসাদের ঘোড়দৌড় থেকে তাঁর অনুগামী সাহিত্যিক ও গবেষকদের সংযত রাখবার জন্যেই।

ছেলেমি ছড়া-গান-গল্প সবকালের সবদেশের সবস্তরের সবরকমের মানবগোষ্ঠীতে গোড়া থেকে আজ পর্যন্ত কোন না কোন রকমে বিদ্যমান আছে। শিশু-বেদ হল মানুষের আদিম "সাহিত্য" যা পরবর্তী সাহিত্যের—কোন ভাষায় কিছু উদ্ভূত হয়ে থাকলে—বীজ। যে-ভাষা কখনো লেখায় গাঁথা পড়ে নি, যে ভাষায় ব্যক্তিবিশেষের কোন কিছু রচনা তার নিজের নামের ছাপ নিয়ে স্থায়ী হতে পারে নি, এক কথায় যে ভাষায় স্থায়ী সাহিত্যবস্তু জমে ওঠে নি, এমন কি জমে ওঠার সম্ভাবনাও নেই, তেমন ভাষা যারা বলে তাদেরও শিশু-বেদ আছে। কথা বলবার অস্ফুট চেষ্টাতেই মানবজাতির বিশিষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল। আদিম মানব কথা বলবার চেষ্টায় যা করত তাকে বলতে পারি শব্দের

লোকালুফি খেলা, আবোল-তাবোল কথা খেলাখেলি। সেই খেলার বশেই একদিকে বুদ্ধির অভিষেকে হিং-টিং-ছটের, মন্ত্রতন্ত্রের, উদ্ভব হয়েছিল অপর দিকে স্নেহধারার নির্ঝর বইয়েছিল ছেলেমি ছড়া-গানে। সে নির্ঝরের আকৃতি-প্রকৃতির বদল অল্পস্বল্প ঘটেছে ভাষা বদলের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সে ধারায় ছেদ কখনো পড়ে নি। (যেখানে পড়েছে সেখানে সে মানবগোষ্ঠীর ধ্বংস ঘটেছে।) আজও সর্বত্র মানব-শিশু ছেলেবেলায় মায়ের মুখে ছড়ায় গানে গল্পে ঘুমোয়, ভাবে—মনের হামাগুড়ি দিতে দিতে চিন্তার পথে চলি-চলি-পা-পা করতে শেখে। তাই শিশু-বেদ বয়স্কের সাহিত্য-ভুবন ধরে আছে বাসুকির মতো। শিশু-বেদের মধ্যে ধরা রয়েছে সমগ্র মানবজাতির জন্মপত্রিকা। মানবভ্রূণ যেমন মাতৃকুক্ষিতে অবস্থানকালে প্রাণী-পর্যায়ের সমস্ত অভিব্যক্তির মধ্যে দিয়ে এসে মানব-শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হয় তেমনি মাতৃক্রোড়ে ভূমিষ্ঠ মানব-শিশু মাতৃ-(ধাত্রী) মুখে ছড়া-গান-গল্প শুনে তার অবোধ শিশুত্বের ঘোর কাটিয়ে মানবকরূপে ক্রোড় থেকে অঙ্গনে নামে এবং অঙ্গন থেকে খেলার মুক্ত ভূমিতে বেরিয়ে আসে।

ছেলেমি ছড়া-গান-গল্পের কোন যে একটা দাম থাকতে পারে সে বিষয়ে চেতনা জেগেছিল ইউরোপে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে, যখন ইউরোপে সভ্য মানুষের বিজ্ঞানবুদ্ধি জাগরিত হয়েছে এবং সে বুদ্ধি বিজ্ঞানের বাইরেও প্রসারিত হবার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ যখন মানুষের ইতিহাস ও আচরণ বিষয়ে অকারণ অনুসন্ধিৎসা জাগতে শুরু হয়েছে। তবে ছেলেমি ছড়া-গান-গল্পের নিরপেক্ষ সাহিত্যমূল্য স্বীকৃত হয়েছে প্রায় আরও এক শ বছর পরে, উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে ও কবিতায়।[১] সেই থেকে আমাদের ভালো লাগারও শুরু।

২

আমি ছেলেবেলা থেকে অনেক ছেলেমি ছড়া-গান-গল্প শুনেছি, আরও সবাই যেমন শুনেছে তেমনিই, হয়ত কিছু বেশি। ছেলেবেলা থেকেই ছেলেমি ছড়া আমার ভালো লাগত। সে ভালো লাগায় যে লজ্জা নেই এবং সে ভালো লাগা যে আরও অনেক দূর গড়াতে পারে তা বুঝতে পেরেছি রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পড়ে। (রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়েরও নাম করব।

---

১ "বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর" কবিতাটি পড়ে দেখুন।

রবীন্দ্রনাথের সমকালে একমাত্র তিনিই কতকটা অবোধভাবে ছেলেমি ছড়ায় কিছু সাহিত্যমূল্য চাপিয়ে দিয়েছিলেন।)

শৈশবে অনেক ছড়া শুনেছিলুম ঘরে ও বাইরে। বাইরে শোনা ছড়াগুলি সব যে সুষ্ঠু ও মনোরম ছিল তা নয়, তবে তাতে বৈচিত্র্য ছিল। আমার এক পিতৃ-বন্ধু, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সৌম্য সুদর্শন অন্নদা চক্রবর্তীর টোল ছিল শালখেয়। পূজার সময় তিনি দেশে বাড়িতে আসতেন। আমাদের দুর্গাপূজায় তিনি তন্ত্রধারকতা করতেন। আমার দাদার—তাঁর সমনাম আমার ঠাকুরদাদার—সঙ্গে আমাকে দেখলেই ঠাট্টা করে এই ছড়া কাটতেন

(আমার ডাক নাম) শালা
ছেঁদা মালা দিয়ে গলে পালা।

সম্বোধনটি মোটেই ভালো লাগত না, তবে ছেঁদা মালা দিয়ে গলে পালানো কল্পনায় কিছু কৌতুক বোধ করতুম।

বয়স্করা প্রশ্নোত্তর ছড়া কেটে ধর্মজ্ঞান শিক্ষা দেবার চেষ্টা করতেন। যেমন

(আমার ডাকনাম) তোর পাছা[১] কেন ছিনে?
যা করেছেন ভগবান তাঁত বুনে বুনে।

এও ভালো লাগত না।

ঘরে শোনা ছড়ার মধ্যে একটি অত্যন্ত চমৎকার। এটি আর কোথাও শুনিনি বা পড়িনি। ১৯২৮ সালে বাংলায় মেয়েলী ভাষার আলোচনায় ছড়াটি আমি প্রথম প্রকাশ করেছিলুম। তার পরে দেখছি অনেকেই নিয়েছেন, কোথায় পেয়েছেন না জানিয়ে। আমাকে দেখে ছড়াটি বলতেন আমার এক জ্ঞাতি খুল্লপিতামহী।

তোদের হলুদমাখা গা
তোরা রথ দেখতে যা।
আমরা হলুদ কোথা পাব
আমরা উল্টো রথে যাব।

ইনি ছিলেন বিধবা, গৌরবর্ণ, কদম-ছাঁটা চুল, থান কাপড় পরা। ছড়া শুনে আমার বড় লজ্জা করত এবং দুঃখ হত। তাঁর বৃদ্ধা শাশুড়ী, বয়স নব্বুই পার হতে পারে, তখনও বেঁচে। তিনিও গৌরাঙ্গী, সর্বাঙ্গে তেল হলুদ মেখে বিছানায় বসে বা শুয়ে হাতে তালপাখা নাড়ছেন,—এই দৃশ্য চোখে পড়ত যখনই তাঁদের বাড়িতে যেতুম। দুঃখ বোধ হবার বোধ করি এও একটা কারণ ছিল।

---

১ বলা বাহুল্য ছড়ায় যে শব্দটি ছিল তা পাছা নয়, সমার্থক রাঢ়ীয় শব্দ।

৩

ছেলেমি ছড়ার সংগ্রহ কাজে রবীন্দ্রনাথই প্রবৃত্তি দিয়েছিলেন। তাঁর প্ররোচনায় এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর উৎসাহে যোগীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর অতুলনীয় সংগ্রহ 'খুকুমণির ছড়া' প্রকাশ করেছিলেন (১৩০৬)। আধুনিক ভারতীয় আর কোন ভাষায় সাহিত্যে এ বইটির প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। বইটির মর্যাদা কখনই কমবে না। খুকুমণির ছড়ার প্রকাশের পর শতাব্দীর প্রায় দুই তৃতীয়াংশ অতীত হতে চলেছে। ইতিমধ্যে "লোক" সাহিত্যে উৎসাহ বেড়েছে, "শিশু" সাহিত্যে উদ্যম জেগেছে। সুতরাং এখন একটি সম্পূর্ণতর ছড়া-সংগ্রহ প্রকাশের সময় এসেছে। কিছুকাল আগে শ্রীমান্ ভবতারণকে আমি এই কাজে হাত দিতে বলেছিলুম। তিনি আমার কথা পালন করে এই সম্পূর্ণতর সংকলনটি করেছেন। বাংলা দেশের সব অঞ্চল থেকে—যথাসম্ভব—ছড়া নিয়ে, সাধারণ পাঠকের ব্যবহারের অধিকতর উপযোগী হবে মনে করে এবং শ্রেণীবিভাগের দুরূহতা স্মরণে রেখে সংকলয়িতা এই সংগ্রহে ছড়াগুলিকে শ্রেণীবিভক্ত করেন নি। এগুলি অ-কারাদি ক্রমে সাজানো হয়েছে। শ্রেণীবিভাগ না করার ত্রুটি আমি যথাসাধ্য এখানে মিটিয়ে দিচ্ছি।

শ্রোতার বয়স এবং বক্তার অথবা শ্রোতার অথবা উভয়েরই প্রয়োজন অনুসারে ছেলেমি ছড়াকে তিন প্রধান শ্রেণীতে ফেলা যায়,—ঘুমপাড়ানি, মনভোলানি ও খেলাচালানি। ঘুমপাড়ানি ছড়া গানের মতো, তাতে সুর থাকবেই। তবে শিশু যদি নিতান্ত ছোট হয় অথবা কিছুতেই ঘুমোতে না চায় তবে ছাতপিটনোর মতো চাপড়াতে চাপড়াতে ছড়াও বলা হয়। এ ছড়া সাধারণতঃ একপদী, দ্বিপদী হতেও বাধা নেই। (যেমন মনে পড়ে আমার শৈশবে গ্রীষ্মের দুপুর বেলায় দাদা ঘুম পাড়াতেন চাপ্‌ড়ে চাপ্‌ড়ে "শিয়ালে খেলে শিয়ালে খেলে শিয়ালে খেলে" বলতে বলতে। চাপড়ের সঙ্গে 'লে'-র অনুপ্রাস মিলে গিয়ে মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলত অল্পক্ষণেই।

প্রাণচঞ্চল শিশুর চোখে ঘুম সহজে আসতে চায় না—যদি তার ক্লান্তি না এসে থাকে। তখন অনেক সাধ্যসাধনা করে দুর্লভ ঘুমকে ডেকে আনতে হয়। ডেকে আনাও যার তার কর্ম নয়, সে কাজ ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসির, এবং তাঁদেরও সাধ্যসাধনা করতে হয়, ঘুষ দিতে হয়।

ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি ঘুমের বাড়ি যেও
বাটাভরা পান দেব গাল ভরে খেও।

এই ঘুম জীবটি যে কী তার শুধু অস্পষ্ট একটু ইঙ্গিত আছে একটি ছড়ায়। ছড়াটি আমার মায়ের মুখে শোনা।

আয়রে ঘুম যায় রে ঘুম ঘুমকুচুলের পাতা
নাছদুয়ার দিয়ে ঘুম যায় দুটো মাগুর-মাথা।

ঘুম জীবটি কী মাগুর মাছের মতোই পিচ্ছিল?

('ঘুমের বুড়ি আসিছে উড়ি নয়ন-ঢুলানী',—রবীন্দ্রনাথের এই কল্পনায় নিদ্রাদেবী—মধ্য বাংলা সাহিত্যের নিদালী বা নিদাটি—ঘুমপাড়ানি বুড়ি সেজেছে। মনে হয় এর মধ্যে দার্জিলিঙের কাছে ঘুমগুম্ফার ডাইনী বুড়ির ইঙ্গিতও সুকৌশলে রয়েছে।)

মন-ভোলানি ছড়া কতক শিশুর জন্যেই সৃষ্ট, বাকিগুলি মেয়েলী ভাষা থেকে আগত। বাংলায় মেয়েদের ঘনিষ্ঠ আলাপে-প্রলাপে যখন তখন ছড়া কাটা একদা খুব চলত। এখন তার ছিটেফোঁটাও নেই। আগে যে "তোদের হলুদ মাখা গা" ছড়াটি উদ্ধৃত করেছি তা গোড়াগুড়ি মেয়েলী ছড়াই ছিল।

মন-ভোলানি ছড়ায় কবিতার রূপ পরিস্ফুটতর এবং তার ভাব, সঙ্গত হোক অসঙ্গত হোক, পরিপূর্ণ অর্থবহ। তার কাজ তো শিশুর মনকে বাইরের থেকে উপড়ে নিয়ে এসে শয্যাসীমায় আটকে রাখা। খুব শৈশবে বাবার মুখে বহুবার শোনা একটি ছড়ায় মন ভোলাবার গুণ পুরাপুরি রয়েছে।

এক যে রাখাল গরু চরায় গামছা মাথায় দিয়ে
তার মাকে ধরে নিয়ে গেল বুড়ো বাঁদরে।
মাসি কাঁদে পিসি কাঁদে চালে আছে ঝিঙ্গে
পুঁটিমাছটা গীত গায় নেউলে বাজায় শিঙ্গে।

ছড়াটিতে সব রস আছে—শান্ত (গামছা মাথায় দিয়ে রাখালের গরু চরানো), বীর ও ভয়ানক (বুড়ো বাঁদরে মাকে ধরে নিয়ে যাওয়া), করুণ (মাসি-পিসির কান্না), অদ্ভুত (পুঁটি মাছের গান গাওয়া), হাস্য (নেউলের শিঙে বাজানো) এবং উৎকট অসঙ্গতি সত্ত্বেও ছন্দের খাতিরে, তুচ্ছতা-রস (চালে ঝিঙে)। আমার শিশু-চিত্তে ছড়াটি বিশেষভাবে দাগ কেটেছিল দুটি ছবিতে, মাথায় গামছা বাঁধা রাখাল আর অপ্রত্যাশিত কিন্তু অতি পরিচিত চালে ফলা ঝিঙে। মাসি-পিসির কান্নার সঙ্গে ঝিঙের অসঙ্গতি ছড়াটিকে ছেলেমি ছড়ার চমৎকার উদাহরণ করেছে।

মন-ভোলানি ছড়ায় শুধু যে শিশুকে ভুলিয়ে শান্ত রাখে তাই নয়, খাদ্য গ্রহণে অনিচ্ছুক শিশুকে অন্যমনস্ক করে দিয়ে খাইয়েও নেয়। যে ছেলে দুধ

খাবে না তার মুখে দুধের বাটি ধরে ভুলিয়ে খাইয়ে দেবার একটা উপায় আমার সময়ে ছিল এই ছড়াটির দ্রুতবেগে দুধে চুমুক টানবার সমতালে আউড়ে যাওয়া

নদী ম'ল

বান শুকুল।

(বলে রাখি আমাদের দেশ দামোদরের কাছে।)

একটু বয়স হলে ছেলেকে ছড়া-গাঁথা-গল্প বলে খাওয়াতে হত। যেমন কাগরাণীর গল্প। গল্প সবটা এখন মনে নেই ; কিন্তু ছড়া কিছু মনে আছে। ব্যাপারটা হল, এক রাজার অনেক অনেক রাণী ছিল মানুষ এবং অমানুষ, অমানুষের মধ্যে কাকও ছিল। রাজা কাগরাণীকে ভালোবাসতেন এবং খাওয়া শেষ হলে তাকে পাতে খেতে দিতেন। রাজার প্রশ্রয়ে কাগরাণী ভাবলে সে সুয়োরাণী হয়েছে। একদিন রাজামশাইকে ভাত দেওয়া হয়েছে। তাঁর আসতে একটু দেরি হচ্ছে দেখে কাগরাণী লোভ সামলাতে না পেরে তাঁর ভাত ঠুকরেছে। রাজা এসে কাগরাণীর কীর্তি বুঝতে পেরে রেগে তাকে মেরে তাড়িয়ে দিলেন। তারপর খাওয়া হলে কাগরাণীর জন্যে এঁটো রাখলেন, কিন্তু কাগরাণী আর আসে না। তিনি চারদিকে লোক পাঠালেন তাকে খুঁজে নিয়ে আসবার জন্যে। লোকজন এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে রাজবাড়ীর পিছন দিকে গিয়ে দেখলে কাগরাণী বাঁশের মগডালে বসে আছে। রাজামশায় তাকে খেতে ডাকছেন বলে সান্ত্বনা দিয়ে আদর করে ডাকা হল। তবুও অভিমানিনী এলো না। সে বলে পাঠালে ছড়া কেটে

রাজামশাই মেরেছে
পিঠ কন্‌কন্ করেছে।
বাঁশের ডগায় উঠিছি
ঘর যাবুনি ভাত খাবুনি।

তার পরে আরও কিছু ছড়া হয়ত ছিল, এখন মনে নেই। তবে গল্পটি যে মিলনান্ত তা মনে আছে।

গল্প-ছড়ার মধ্যে শ্রোতা শিশুর নাম ঢুকিয়ে তার কৌতূহল ও উৎসাহ জাগানো হত। এমন ছড়া শিশু বার বার শুনতে চায়। যেমন আমার মায়ের মুখে শোনা

আয় রে আয় ভুঁড়ো শিয়াল
কুল পেকেছে।

আর যাব না বামুন-পাড়া
বামনী লেজ কেটেছে।
কত রক্ত পড়েছে,
কত ব্যথা হয়েছে,
অমুক[১] ওষুধ দিয়েছে,
তবে ভালো হয়েছে।

অত্যন্ত অল্পবয়স্ক শিশুর খেলার ছড়া খেলারই প্রধান আয়োজন, ছড়া বাদ দিলে খেলাই হয় না। যেমন "আঁটুল বাঁটুল…"। আর একটু বড় শিশুর খেলার ছড়া খেলার অঙ্গ, আয়োজন মাত্র নয়। যেমন

আনি-মানি জানি না
পরের ছেলে মানি না।

অথবা খুঁজে খুঁজে নারি
যে পায় তারি।

কিংবা কার কী হারিয়েছে
মদনমোহন পালিয়েছে।

বয়স্ক ছেলের খেলায় ছড়া দম রাখার উপায় মাত্র। এমনি একটি খুব ভালো ছড়া আমি ছেলেবেলায় হাডুডু খেলবার বেলায় আমার জ্ঞাতি-কাকাদের মুখে শুনেছিলুম। ছড়াটি ভালো কবিতা।

পূর্বপক্ষের আক্রমণকালে—আতা গাছে তোতা পাখি
ডালিম গাছে মৌ
কথা কও না কেন বৌ?

উত্তরপক্ষের প্রত্যাক্রমণকালে—কথা কইব কি ছলে
কথা কইতে গা জ্বলে।

ছেলেমি ছড়া ও মেয়েলী ছড়া এক হয়ে মিশেছে কোন কোন মৌলিক গার্হস্থ্য মঙ্গল অনুষ্ঠানে। যেমন কার্তিক-সংক্রান্তিতে সন্ধ্যাবেলায় কুলো বাজিয়ে মশাতাড়ানো ব্যাপারে। এ কাজ ছেলেরাই করত, হয়ত এখনো করে থাকে। এর ছড়া

---

১ শ্রোতা শিশুর নাম।

ধা রে মশা ধা

আমাদের বাড়ির যত মশা অমুকের[১] বাড়ি যা।

ছেলেমি ছড়া বিশ্লেষণ করতে পারলে অনেক দিকে আমাদের দৃষ্টি খুলে যেতে পারে। ছড়া মাত্রেই স্বয়ম্ভু নয়। তার যেমন ভাববীজ আছে, বস্তুবীজও আছে। এমন কি কোন কোন ছড়ায় সাহিত্যবীজও আছে। ছেলেবেলায় শোনা এই ছড়া

ও ললিতে চাঁপকলিতে

একটা কথা শুন্‌সে

রাধার ঘরে চোর ঢুকেছে

চুড়ো-বাঁধা মিনসে।

অনেকদিন পর্যন্ত "চাঁপকলিতে" কে বা কী তা বুঝতে পারি নি। পরে বুঝেছি ওটি একটি নাম। রাধার সখী চম্পকলতা। ছড়াটির উৎপত্তি সাক্ষাৎ-ভাবে বৈষ্ণব-পদাবলী থেকে না হতে পারে তবে এর উদ্ভব যে বৈষ্ণব-বাড়িতে তাতে সন্দেহ করি না।

এমনি আর একটি ছড়া

প্রশ্ন চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে

কদম তলায় কে রে?

উত্তর আমি রাধার কেষ্ট ঠাকুর

ঘোমটা তুলে দে রে।

অন্য দেবতাকে নিয়েও ছড়া আছে। আমি যেটি জানি তা অক্ষতভাবে উদ্ধৃত করা গেল না।

গন্‌শা করে মন্‌সা পুজো

কাত্তিক বাজায় ঢোল

গন্‌শার মা (একটা কাজ করে) ফেলেছে

গাঁ শুদ্ধ গোল।

মনে রাখতে হবে, সেকালের শব্দরুচি এখনকার মতো খুঁতখুঁতে ছিল না, ভাবরুচিও শৌখীন ছিল না। কিন্তু এর থেকে যদি ধরে নিই সেকালের ছেলে নৈতিক-শিথিলতায় প্রশ্রয় পেতো তাহলে খুব ভুল করব। কথায় খুব বেশি ক্ষতি করে না, ক্ষতি করে কাজে। ভালো মন্দ জানি না, তবে তখনকার

[১] এখানে অনুপস্থিত অথবা প্রতিপক্ষ কোন ছেলের অথবা তার অভিভাবকের নাম করা হয়।

ছেলেরা মোটামুটি এখনকার ছেলেদের চেয়ে বেশিমাত্রায় ছেলে ছিল বলে মনে হয়। আমার সে ধারণা ভুল হতে পারে।

একদা, একদা কেন সেদিন পর্যন্ত, ছড়া কাটা মেয়েদের নিজস্ব বাক্‌-ব্যবহারের এক বিশেষ অঙ্গ ছিল। এ বিষয়ে বহুকাল আগে আমি বাংলায় নারীর ভাষা প্রবন্ধে অল্প কথায় (ইংরেজী Women's Dialect in Indo-Aryan প্রবন্ধে কিছু বেশি কথায়) আলোচনা করেছিলুম। সে প্রবন্ধের পুনরুত্থাপন এখানে করছি না। এখানে শুধু একটি পুরানো মেয়েলী গল্পগর্ভ ছড়ার উল্লেখ করে এই ভূমিকা শেষ করছি।

নিজেদের মধ্যে ব্যবহৃত মেয়েলী ছড়ায় বাঁকা কথা ও ব্যঙ্গ-কটাক্ষের ছড়াছড়ি দেখা যায়। এমন অনেক ছড়ার উপভোগ্যতা এখনকার দিনেও অটুট। নীচে উদ্ধৃত এই ছড়াটি তার একটি ভালো নমুনা। ছড়াটি আজ থেকে প্রায় পৌনে দু'শ বছর আগে শ্রীরামপুরের পাদরি কেরি সংগ্রহ করেছিলেন।

ব্যাপার হল, কর্তা জেলের কাছ থেকে মাছ কিনে এনেছেন চব্বিশটা। কর্তা-গিন্নির সংসার। সুতরাং তিনি আশা করেছিলেন তাঁর পাতে অন্তত পনের-ষোলটা পড়বে। কিন্তু খেতে বসে দেখলেন, বড় এক জামবাটি ঝোল—তার মধ্যে একটিমাত্র মাছ। দেখেই কর্তার মাথায় রক্ত চড়ে গেল কিন্তু গিন্নির ভয়ে তিনি হাঁকডাক করতে পারলেন না, শুধু চাপা গলায় বললেন, একটা মাছ! আর কি হল? গিন্নি দ্বিগুণ চটেমটে মাছের এই হিসাব ফেলে দিলেন।

মাছ আনিলা ছয় গণ্ডা
চিলে নিলে দুই গণ্ডা।
বাকি রইল ষোল
তাহা ধুতে আটটা জলে পালাইল।
তবে থাকিল আট
দুইটায় কিনিলাম দুই আটি কাট।
তবে থাকিল ছয়
প্রতিবেশীকে চারিটা দিতে হয়।
তবে থাকিল দুই
তার মধ্যে একটা চাখিয়া দেখিলাম মুই।
তবে থাকিল এক
ঐ পাত পানে চাহিয়া দেখ।

এখন হইস যদি মানুষের পো
তবে কাঁটাখান খাইয়া মাছখান থো।
আমি যেই মেয়ে
তেঁই হিসাব দিলাম কয়ে॥

ছড়া এই পর্যন্তই। কাঁটাটি খেয়ে মাছটি অভুক্ত রেখে দেওয়ার মতো অসাধ্য কর্মে প্রবৃত্ত হতে কর্তা নিশ্চয়ই সাহস করেন নি। শেষ মাছটিও পূর্বগামীদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছেছিল সন্দেহ নেই।

এই ছড়াটির একটি রূপান্তর আমি ছেলেবেলায় শুনেছি। সবটা মনে নেই, শুধু শেষটুকু মনে পড়ছে।

কর্তা ভালো পুকুর থেকে মাছ ধরিয়ে এনেছেন—অনেক বাটা মাছ। ভালো করে খাবেন আশা করে খেতে বসেছেন। গিন্নি মস্ত এক জামবাটি ঝোল দিয়ে গেল। কর্তা হাত ডুবিয়ে পেলেন একটি মাছ মাত্র। তিনি ভুরু কুঁচকিয়ে গিন্নির দিকে চাইলেন। গিন্নি কাঁচুমাচু মুখ করে বললে, সাঁতলে নাবাবার সময় হাঁড়ি ভেঙে যাওয়াতে মাছগুলো সব পালিয়ে গেছে, শুধু একটা ছিল, তা-ই তোমাকে দিয়েছি। অবাক হয়ে কর্তা বললেন, সে কী কথা!

হাঁড়ি ভেঙে মাছ পালাল
ঝোল রইল বদ্ধ!

গিন্নি রাগ দেখিয়ে বললেন,

এতই যদি জান
অমুক[১] পুকুরের মাছ তবে কেন আন।

গিন্নির যুক্তির সারবত্তা কর্তা বুঝতে পেরেছিলেন কিনা জানি না। তবে ছেলেবেলায় আমরা তাতে প্রভূত আনন্দ পেয়েছি।

ছড়া কথাটির ব্যুৎপত্তি আলোচনা করে আমার এই ভূমিকা শেষ করছি। ছড়া শব্দটি পুরানো, কিন্তু এ অর্থে নয়। কবিতা, কবিতাছত্র, কবিতা-ছত্রাংশ অর্থে শব্দটির ব্যবহার উনবিংশ শতাব্দীর আগে পাই নি। তবে লোকব্যবহারে এ অর্থ ছিল সন্দেহ নেই। সাধারণ লোকে গদ্য জানত না, 'পদ্য' শব্দও অপরিচিত ছিল। মঙ্গল-গান, পাঁচালি, যাত্রা, কথকতায় গদ্য কিছু থাকলে তা শুধু গায়েন-কথকদের মন্তব্যে, সুতরাং তা সাধারণ শ্রোতার মনোযোগ টানত না। যা টানত তা হ'ল গান আর কবিতাছত্র অথবা কবিতাছত্রের অংশ আবৃত্তি। এই

১ আমাদের গ্রামের মধ্যে এই পুকুরের মাছ তখন স্বাদুতম বলে গণ্য ছিল।

শেষোক্তই "ছড়া"—শব্দটির দুই প্রতিষ্ঠিত অর্থে। (১) প্রকীর্ণ বা বিক্ষিপ্ত, ছড়ানো ; (২) গ্রথিত, গাঁথা—মালা-ছড়া। গানের মধ্যে মধ্যে ছড়ানো আর পর পর গ্রথিত—এই ছিল তখন ছড়ার বিশেষত্ব। তার পরে অর্থ হল ছুটকো ছন্দময় রচনা। হিন্দী "ফুটকল" কবিতা আর সংস্কৃত "চাণক্য" (চানা ভাজার মতো) শ্লোক ছড়ারই সমনাম ॥

কলিকাতা　　　　　　　　　　　　　　　　　　শ্রীসুকুমার সেন

সম্পাদকের বক্তব্য

নগরীর অতি-আধুনিক সভ্যতায় বাঙালী-শিশুর আধো আধো বুলি যখন Humpty Dumpty আর Jack and Jill 'এতে প্রায় স্বপ্নাচ্ছন্ন সেই সন ১৩৬৯ সালে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীসুকুমার সেন আমাকে বাংলাদেশের ছড়া সম্পাদনার নির্দেশ যখন দিলেন তখন বেশ চমৎকৃত হয়েছিলুম। কাজ শুরু করে মুগ্ধ হয়েছিলুম, সাহিত্যের ওই দিকটির প্রতি তাঁর অসীম মমতা এবং দূরদৃষ্টির কথা ভেবে। তারপর যত গভীরে গিয়েছি ততই মুগ্ধ হয়েছি আর কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছি তাঁকে—স্মরণ করি তাঁকে—এইজন্যে যে অতি-আধুনিক বাঙালী সংসারের চৌহদ্দির বাইরে চলে যাওয়া সেই মা-কাকি, মাসি-পিসি, ঠাকুর্দা-ঠাকুমার জগৎটাকে একটা বিশেষ নির্দেশ এবং দৃষ্টিকোণ থেকে নতুনভাবে আস্বাদন করবার সুযোগ তিনি আমায় দিয়েছেন। ছড়ার জগৎ হচ্ছে যৌথ-পরিবারের জগৎ। যৌথ-পরিবার সম্পর্কে কোনরকম মন্তব্য না করেই বলা যায় যে তা আজ আমাদের কাছে বিলীয়মান (নাগরিক সভ্যতায় একরকম লুপ্ত)।

আঞ্চলিক পাঠান্তর সমন্বিত যে কোনও একটি ছেলেভুলোনো ছড়ার বইএর সন্ধানে ঘুরেছি গ্যেটে ইন্‌স্টিটিউট্—আলিয়াঁস্ ফাঁসেজ্, মনীষা এবং সোভিয়েত দেশএর অফিসে এবং পরিশেষে কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের ভারতীয় ভাষা-বিভাগগুলিতে। কিন্তু কোন জায়গাতেই আমার প্রার্থিত কোন বইই আমি পাইনি, পেয়েছি সবার অকুণ্ঠ সাহায্য।

বর্তমান সঙ্কলনে, চট্টগ্রাম, চব্বিশ পরগণা, পশ্চিম দিনাজপুর, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, সাঁওতাল পরগণা এবং হুগলি—আপাতদৃষ্টিতে এই কয়টি জেলার, বাংলা ভাষায় প্রচলিত, পাঠান্তর ছাড়া, ৮৭২টি ছড়া এবং ধাঁধা সন্নিবেশিত হল। আমার পূর্ববর্তীরা উত্তরাধিকার সূত্রে যা পেয়েছেন—তা ছড়িয়ে দিয়েছেন পত্রিকাতে এবং একটি সঙ্কলনে (কিছু সংযোজন অবশ্য আমার সংগ্রহ)। তবে সবগুলিকে মিলিয়ে যথাসম্ভব তাদের পাঠান্তর দেবার চেষ্টা করে, একই সূত্রে গ্রথিত করার প্রচেষ্টাটি এই প্রথম।

ভাব, প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ছড়া ও ধাঁধাগুলিকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথমত, ছেলেভুলোনো ছড়া, দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন

খেলায় ব্যবহৃত ছড়া এবং তৃতীয়ত, প্রচলিত ধাঁধাগুলি। বলা বাহুল্য যে ছেলে-ভুলোনো ছড়াগুলি মা শিশুকে ভুলাইবার কিংবা ঘুম পাড়াইবার জন্ম আবৃত্তি অথবা গান করেন। স্বভাবতই, এইগুলির ব্যবহার সীমা শিশু-বয়সের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিভিন্ন খেলায় ব্যবহৃত ছড়াগুলির আবৃত্তিতে আরও একটু পরিণত মনের প্রয়োজন হয় এবং এগুলির আবৃত্তি বালক-বালিকারা নিজেরাই করে। ফলত, পাঠান্তরও বেশী পাওয়া যায়। ধাঁধাগুলির প্রশ্নোত্তরে কিন্তু আরও কিছুটা পরিণত মনের প্রয়োজন হয়। গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠাকে পাদটীকার কণ্টকে জর্জরিত না করে গ্রন্থশেষে টীকা, শব্দার্থ এবং নির্ঘণ্ট সংযোজিত করে দিলুম।

গ্রন্থ সম্পাদনার নির্দেশ পেয়েছি শ্রদ্ধেয় শ্রীসুকুমার সেনের কাছ থেকে—সামগ্রিক কৃপাদৃষ্টি এবং স্বীকৃতি পেয়েছি ভাষাচার্য শ্রদ্ধেয় শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে এবং অবিরাম উৎসাহ পেয়েছি উত্তরবঙ্গের বিভাগীয় কমিশনার মাননীয় শ্রীসুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। তাঁরই আগ্রহে গ্রন্থটি এবং আমার আবেদন পত্রটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভাগীয় দপ্তরে উপস্থাপিত হয়। শিক্ষাই হোক, শ্রদ্ধা-ভক্তিই হোক আর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনই হোক—সব কিছুর পাঠই আমি নিয়েছি তাঁদের কাছ থেকে। তাই ওগুলোর কোন একটাও কালির আঁচড়ে প্রকাশ করতে আমি সঙ্কোচ বোধ করছি। তাঁরা যা করেছেন এবং দিয়েছেন তা তাঁদের মহত্ত্বেরই পরিচায়ক।

ঋণস্বীকারের পালায় এসে স্মরণ করতে হয় সোদরপ্রতিম শ্রীসুভদ্রকুমার সেন, এম. এ., বাঁকুড়ার নবাসন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র রায়, এম. এ., ডি. ফিল. এবং 'মহিলা বান্ধব'এর পুরনো ফাইল-গুলির জন্য মিস্ স্মৃতি দাস, বি. এ, কে। কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি তদানীন্তন এডুকেশন সেক্রেটারি শ্রীভবতোষ দত্ত, এম. এ., পি. এইচ. ডি. এবং ডেপুটি সেক্রেটারি শ্রীগৌরচাঁদ মল্লিকের সহানুভূতিশীল ব্যবহারের কথা। আরও স্মরণ করি 'মিত্র ও ঘোষ'-এর প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্রের সহৃদয় সহযোগিতা। প্রকাশকের সহযোগিতাতেই বইটিকে যথাশীঘ্র সম্ভব প্রকাশ করা সম্ভব হল।

আজ থেকে ৭৬ বছর আগে কবি যা বলেছেন—তা যদি তিনি আজ সন ১৩৭৭ সালে বলতেন তবে তা মোটেই বাহুল্য হত না। তাই ছেলেভুলানো ছড়া সম্পর্কে কবির রচনাটি থেকে উদ্ধৃত করবার লোভ আর সামলাতে পারলুম না। ছড়া সঙ্কলন সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন তাতে ছড়ার জগতের সব কিছুই

বেশ স্পষ্ট এবং প্রতীয়মান। আরও একটি আধুনিক রচনার কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি। এটিকে বলা যায় আধুনিক মূল্যায়ন—যার মধ্যে আছে শিশু-জগতের এবং শিশু-মনের ভাব ও অনুভূতির কয়েকটি বিশিষ্ট রেখাঙ্কন। তা হল শ্রদ্ধেয় শ্রীসেনের 'বিচিত্র সাহিত্য', দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচিত 'ছেলেভুলোনো ছড়া'।

পরিশেষে কামনা করলুম,

যে সকল শিশু প্রাঙ্গণে শায়িত
যে সকল শিশু শয্যায় শায়িত
এবং যে সকল শিশু মাঙ্গল্য গন্ধ ধারণ করিয়া আছে
তাদের সকলকেই নিদ্রিত করিয়া দিতেছি।*

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভবতারণ দত্ত

* শ্রীসুকুমার সেনের 'ঋগ্বেদে ঘুমপাড়ানো গান' এর অনুসরণে প্রবাসী, ১৩২৮।

ছেলে ভুলোনো ছড়া

"......,কিন্তু এই ছড়াগুলি স্থায়ীভাবে সংগ্রহ করিয়া রাখা কর্তব্য, সে বিষয়ে বোধ করি কাহারও মতান্তর হইতে পারে না। কারণ, ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। বহুকাল হইতে আমাদের দেশের মাতৃভাণ্ডারে এই ছড়াগুলি রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে ;—এই ছড়ার মধ্যে আমাদের মাতৃমাতামহীগণের স্নেহ সঙ্গীত স্বর জড়িত হইয়া আছে, এই ছড়ার ছন্দে আমাদের পিতৃপিতামহগণের শৈশব-নৃত্যের নূপুরনিক্কণ ঝঙ্কৃত হইতেছে। অথচ, আজকাল এই ছড়াগুলি লোকে ক্রমশঃই বিস্মৃত হইয়া যাইতেছে। সামাজিক পরিবর্তনের স্রোতে ছোট বড় অনেক জিনিস অলক্ষিত ভাবে ভাসিয়া যাইতেছে। অতএব জাতীয় পুরাতন সম্পত্তি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে।

ছড়াগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে ; এই জন্য ইহার অনেকগুলির মধ্যে বাঙ্গালার অনেক উপভাষা (dialect) লক্ষিত হইবে। একই ছড়ার অনেকগুলি পাঠও পাওয়া যায় ; তাহার মধ্যে কোনটিই বর্জনীয় নহে। কারণ, ছড়ায় বিশুদ্ধ পাঠ বা আদিম পাঠ বলিয়া কিছু নির্ণয় করিবার উপায় অথবা প্রয়োজন নাই। কালে কালে মুখে এই ছড়াগুলি এতই জড়িত, মিশ্রিত এবং পরিবর্তিত হইয়া আসিতেছে যে, ভিন্ন ভিন্ন পাঠের মধ্য হইতে কোন একটি বিশেষ পাঠ নির্বাচিত করিয়া লওয়া সঙ্গত হয় না। কারণ, এই কাম-চারিতা, কামরূপধারিতা ছড়াগুলির প্রকৃতিগত ইহারা অতীত কীর্তির ন্যায় মৃতভাবে রক্ষিত নহে। ইহারা সজীব, ইহারা সচল , ইহারা দেশ কাল পাত্র বিশেষে প্রতিক্ষণে আপনাকে অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিতেছে। ছড়ার সেই নিয়ত পরিবর্তনশীল প্রকৃতিটি দেখাইতে গেলে তাহার ভিন্ন পাঠ রক্ষা করা আবশ্যক।......

......ছড়াগুলির মধ্যে মূল পাঠ কোন্‌টি, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব, এবং মূল পাঠটি রক্ষা করিয়া অন্য পাঠগুলি ত্যাগ করাও উচিত হয় না।......

ভাষার যে ক্রমশঃ কিরূপে রূপান্তর হইতে থাকে এই সকল ছড়া হইতে তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—মাঘ ১৩০১

৴৲

"আবদ্ধ হয়েছে কিন্তু স্থির থাকে নি, চাকার মত সচল হয়ে ফিরেছে। মায়েদের মেয়েদের মুখে মুখে তাঁদের অতীত দুঃখস্মৃতির বর্তমান দুঃখ বেদনার দূত হয়ে কাল থেকে কালান্তরে চলেছে।"

শ্রীসুকুমার সেন

বিচিত্র সাহিত্য, দ্বিতীয় খণ্ড—অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩

বাংলাদেশের
ছড়া

বাংলাদেশের ছড়া

১

অছিরদ্দি বাপর চিকণ ধুতি
বলদে নিল শিঙ্গত্ তুলি
অ যমুনা যমুনা উঠ উঠ
তিনটা বাইঅন কুট,
জামাইর পাতত্ সুর্কা নাই
চিরচিরাইয়া মুত।
মাইলর তোতা মরব্ কেয়া
চলরে তোতা পোইরত্ যাই
ভুট্যাই ভুট্যাই হালুক খাই।
একগুয়া হালুক মথুরা
জামাইর দেশ খান চত্তুরা।

২

অঝ্ঝরি কন্যা তঝ্ঝরি পড়ে।
বাহারে নিয়ইলে
চিলে ছোক্ মারে॥
(উঃ = মোরগের ছানা)

৩

অডি বেডি ভৈন ঝি বেডি
তোর লাই বুলি তিন দিন হাঁটি।
ঘোড়ার ঠেঙ্গে বাড়া বান্ধি
হাতির ঠেঙ্গে চইল চালি।
চইল—চালনী ঘরত্ নাই
খাজানা দিতাম মনত্ নাই।

৪

অতি দীর্ঘ দীর্ঘ নয়, বিগত প্রমাণ
এক ঠেলায় ন গেলে
তেল আন্ তেল আন্।
(উঃ = তাঁতির কাপড় বানাইবার 'নাইল'।)

৫

অনুপমা দুধের সর
চায় না যেতে পরের ঘর।
বাপ ব'ল্‌ছে "আয় আয়"
মা ব'ল্‌ছে, "থাক"
বৌ ব'ল্‌ছে, "দূর করে দাও
শ্বশুর বাড়ী যাক!"

৬

অন্ধকারে ঘুরঘুট্টি
চোয়ের মায়ের ভিরকুট্টি!
জোচ্ছনায় ফটিক্ ফোটে
চোরের মায়ের বুক ফাটে!

৭ক

অন্নপূর্ণা দুধের সর,
কাল যাব লো পরের ঘর।
পরের বেটা মারলে চড়
কান্‌তে কান্‌তে খুড়োর ঘর
খুড়ো দিলে বুড়ো বর।
হেই খুড়ো তোর পায়ে ধরি
রেখে আয়গে মায়ের বাড়ী।
মায়ে দিলে সরু শাঁখা
বাপে দিলে শাড়ী।
ঝপ ক'রে মা বিদেয় কর

রথ আস্‌চে বাড়ী।
আগে আয়রে চৌপল
পিছে যায়রে ডুলি।
দাঁড়ারে কাহার মিন্‌সে
মাকে স্থির করি।
মা বড় নির্ব্বুদ্ধি কেঁদে কেন মর
আপ্‌নি ভাবিয়ে দেখ কার ঘর কর।

৭খ

অন্নপূর্ণ দুদের সর
কাল যাব মা পরের ঘর।
পরের বেটা মারলে চড়
কাঁদতে কাঁদতে খুড়োর ঘর
খুড়ো দিলে বুড়ো বর।
হেঁই খুড়ো তোর পায়ে পড়ি
দিয়ে আয়গে বাপের বাড়ী।
মা দিলে সরু শাঁখা বাপ দিলে শাড়ী
ভাই মেলে হুড়কো ঠেঙ্গা চল শ্বশুরবাড়ী।

৮

অপর্‌থুন ঝম্‌ ঝম্‌ পড়ি আধার খায়
আপনে শিকার করি বন্ধরে খাবায়।
(উঃ = "ঝাঞি" নামক মাছ ধরিবার জাল।)

৯

অবু[১] তবু গিরিসুত[২]
মায়ে বলে পড় পুত[৩]।
পড়লে শুনলে দুধি ভাতি
না পড়লে ঠেঙ্গার গুঁতি।

১০

অভদ্রা বর্ষাকাল
হরিণ চাট্‌ছেন বাঘের ছাল
শোনরে হরিণ তোরে কই
সময় বিশেষে সকল সই !

১১

অরঙ্গ ডরঙ্গ শেলিকর পাতা
বন্ধর বউঅরে ন কৈও কথা।
আন্ধা গরুআ বান্ধা দিম্‌
যবুনারে বিভা দিম্‌।
উঠ উঠ যবুনা
ছকুড়ি বাইঅন কুট না।
জামাই-এ ন খায় ফলৈ মাছ
আঁশে আঁশে কেঁটা
কন্যার মারে কহ গৈ
কাটৌক কৈতর বাছা।

১২

অরে আমার তুমি
তোমার তরে চাল ভিজিয়ে
চিবিয়ে মলুম আমি।

১৩

অলকমণি রাজার রাণী কি বলবি আর
অলকমণির কপাল পুড়ে হ'ল ছারখার !
দুটো দুটো দাসী দিলুম পায়ে তেল দিতে
দুটো দুটো চাকর দিলুম কাঁধে করে নিতে।
আম কাঁঠালের বাগান দিলুম ছায়ায় ছায়ায় যেতে
উড়কি ধানের মুড়কি দিলুম পথে জল খেতে !

রাজা গেল রাজ্য গেল গেল সমুদয়
বাতি দিতে রাজপুরীতে নাইক কেহ হায় !

১৪

অলি অলি অলি
বাঁশ পাতার ঝলি ।
দাইর্গ্যা পুঁটি ধৈর্‌গে উজান
মণি ঘুম যাইত বুলি ।

১৫

অলি অলি অলি রে ছাবনি পাতার ঘর
ছ মাসের কালে নাম থুইয়ম্ যে কমলা লক্ষ্মীন্দর ।

১৬

অলি অলি অলিরে মোর ধূম্ কহলের ছা
তোর মা গেইয়ে পানীর লাই পড়ি ঘুম যা ।

১৭

অলি অলি বাঁশ পাতার ঝলি
উত্তর দক্ষিণর অলি বাছা ঘুম যা ।
কলা দিয়ম্ মোলা দিয়ম্ দুয়ারে বসি খাইও
সোনার ঢুলইম্ টাঁকি দিয়ম্ সুখে নিদ্রা যাইও
আয়রে পুতানির অলি বাছা ঘুম যা ।

১৮

অলি আয়রে আয় ।
দক্ষিণ দি ন আইস্য অলি
মধ্যে এক গাছ খাল ।
উত্তর দি আইস্য রে অলি
বান্ধাই দিম জাঙ্গাল ।
কলা দিয়ম্ মোলা দিয়ম্
দুয়ারে বসি খাইও
সোনার ঢুলন পাড়ি দিয়ম

পড়ি ঘুম যাইও।
অলি আয়রে আয়।

১৯

অলি আয়্রে আয়্।
বার্গ্যা বাঁশর ঢুলন রে বাছা[১]
কেরাক্ বেতর বান[২]।
অলি আয়রে আয়।
মাএ দিএ কাচ খারু
বাপে দিএ শাড়ী
সেই শাড়ী উড়াই নিয়ে
ভূমি রাজার বাড়ী।
অলি আয়রে আয়।

২০

অলি ফুলের কলি [১]
বৈল ফুলের গাঁথনি।
চাম্পা ফুলের সাইর [২]
মোর নাচে ঠাণ্ডা মণি।
কার ন্নুনাইয়া কার সোনাইয়া
কনে থুইয়ে চুল
চুলের ভিতর বৈলর মালা
লাখ টেকার মূল।

২১

আই এর্রে হরণে
লক্ষ্মী দেবীর চরণে।
লক্ষ্মী দেবী দিয়ে বল
হেডর চড়ি পড়ে কহল।
তার মাঝে সোনার দানা
সোনা নয় রূপা নয়

মধ্যে এক গুয়া টেঁয়ার ছালা।
এক গুআ টেঁয়া পাইলাম্ রে
বান্যা বাড়ীত্ গেলাম রে
বান্যা বাড়ীর কন্ ঘাঁটা
পূব দুয়ার্গ্যা মাদার কেঁড়া
মাদার কেঁড়া হেট করি
মত্যা আইএর্ বেইট করি
আইব্যা মত্যা যাইবা করি।[১]
ঘাঠ পেলাইতা যাওরে
ঘাঠর তলে বাঘর ছা
হম্মুর হাম্মুর কারে রা।
ও বাঘা খাইম্ রে
বনেতে নিবাস বনেতে নির্ম্মূল
মাথা ভরণ তেল
সহর বাণু মিলাই গেল্।

২২

আইকম বাইকম তাড়াতাড়ি
যদু[১] মাষ্টার শ্বশুর বাড়ী।
রেল কম ঝমাঝম
পা পিছলে আলুর দম।

২৩

আক্ বাড়ীর পাশে
ভুঁড় শিয়ালী নাচে।
বাড়ীর বেগুন ডোবার মাছ
তা খেয়ে খেয়ে ভোঁদড় নাচ।

২৪

আকাশ জুড়ে মেঘ ক'রেছে সূয্যি গেল পাটে
খুকু গেছে জল আন্‌তে পদ্মাদীঘির ঘাটে!

পদ্মাদীঘির কালো জলে হরেক রকম ফুল
হেঁটোর নীচে দু'লছে খুকুর গোছা ভরা চুল।
বৃষ্টি এলে ভিজবে সোনা চুল শুখানো ভার
জল আনতে খুকুমণি যায় না যেন আর।

২৫

আকাশ ডাকে হুড়্ হুড়্
খোকা চায় নীল গুড়্।
ছেলের মাথায় আমড়া পাতা
ছেলে বলে বাবা কোথা ?
বাবা গেছে কাছারি
শুক্ত মাছের তরকারি।

২৬

আকাশেতে ঝুলুমুলু পাতালেতে রোয়া
এই বছর মরিব যে তের কুড়ি পোআ।
মাঝে মাঝে মরিব যে ধেয়ম ধেয়ন গাই
বুড়া বুড়ী মরিব যে লেখা জোখা নাই।
(উঃ = ঠাঠার)

২৭

আকাশেতে ঢুলুমুলু পাতালেতে লেজ
কন্ ঈশ্বরে বানাই এড়্গে কৈল্জা ভিতর কেশ।
(উঃ = আম)

২৮ক

আগ্ডুম বাগ্ডুম ঘোড়াডুম সাজে
ঢাক মৃদং ঝাঁঝর বাজে।
বাজতে বাজতে চলল ডুলি
ডুলি গেল সেই কম্লাপুলি।
কমলাপুলির টিয়েটা
সূয্যিমামার বিয়েটা।

আয় রঙ্গ হাটে যাই
গুয়া পান কিনে খাই।
একটা পান ফোঁপ্‌রা
মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া।
কচি কচি কুম্‌ড়োর ঝোল
ওরে খুকু গা তোল্‌।
আমি ত বটে নন্দ ঘোষ মাথায় কাপড় দে।
হলুদ্‌ বনে কলুদ্‌ ফুল
তারার[১] নামে টগব ফুল।

২৮খ

আগ্‌ডুম্‌ বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম সাজে
ঢাঁই মিরগেল ঘাঘর বাজে।
বাজ্‌তে বাজ্‌তে পল ঠুলি
ঠুলি গেল সেই কম্‌লাফুলি।
আয় রে কমলা হাটে যাই
পান গুযোটা কিনে খাই।
কচি কচি কুমড়োর ঝোল
ওরে জামাই গা তোল।
জ্যোৎস্নাতে ফটিক ফোটে কদমতলায় কে রে
আমি ত বটে নন্দ ঘোষ মাথায় কাপড় দে রে।

২৮গ

আগ্‌ডুম্‌ বাগ্‌ডুম্‌ ঘোড়াডুম্‌ সাজে
লাল মির্‌গেল ঘাঘর বাজে।
বাজ্‌তে বাজ্‌তে এল ডুলি
ডুলি গেল সেই কমলাপুলি।
কমলাপুলির বিয়েটা
সুয্যিমামার টিয়েটা।
হাড় মুড় মুড় কেলে জিরে

কুসুম কুসুম পানের বিঁড়ে।
রাই রাই রাই রাবণ
হলুদ ফুলে কলুদ ফুল
তারার নামে টগ্‌গর ফুল।
এক গাচি করে মেয়ে খাঁড়া
এক গাচি করে পুরুষ খাঁড়া।
জামাই বেটা ভাত খাবি ত এখানে এসে বোস্
খা গণ্ডা গণ্ডা কাঁটালের কোষ।

২৮ঘ

আগ্‌ডুম্ বাগ্‌ডুম্ ঘোরাডুম্ সাজে
ডাহিন্ মেড়া ঘাগর বাজে।
বাজ্‌তে বাজ্‌তে লাগলো হুলি
কে কে যাবি কদমফুলি
ওন গোন্ টিয়ে টোন্।
লাল বাগানের লাল ঝটকা
লেগে যা গোয়াল ঘটকা।
হলুদ ফুলে কলুদ ফুল
আয়রে আমার টগরের ফুল।
কাকী রাঁধে কুকী খায়
হিম সময়ে দুঃখ পায়।
বনের বাঘে খায় কি—
কপ্‌লে গায়ের দুধ।
কপ্‌লে গাই নড়ে চড়ে
পান ছিটকির বাড়ি মারে।

২৮ঙ

আগ্‌ডম্ বাগ্‌ডম্ ঘোড়াডম্ সাজে
ডান মেকড়া ঘাঘর বাজে।

বাজ্‌তে বাজ্‌তে পড়লো টুরি
টুরি গেল কমলাপুরী।[১]

২৮চ

আগ্‌ডুম্‌ বাগ্‌ডুম্‌
ঘোড়াডুম সাজে
লাল ঘেঘর
ঘাগর বাজে।
বাজ্‌তে বাজ্‌তে
চল্লো ডুলি
ডুলি গেল সেই কমলাপুলি।
কমলাপুলির টিয়েটা
সূর্য্যিমামার বিয়েটা।
হাড় মড় মড় কেলে জিরে
রুস্থম কুস্থম পানের বিড়ে।
চল পিয়ারী হাটে যাই
হাটে যেয়ে কি খাই,
পান কোশাটা কিনে খাই।
একটি পান ফোঁপরা
দুসতীনে ঝগড়া।
শাস্তের উপর ধেয়ে নাচে
জল তোলাবার বয়স আছে।
দিনের ভাগে খায় কি
কেলে গোরুর দুধ
তেল কুচ্‌কুচ্‌ বেগুনভাজা কুচ্‌।

২৮ছ

আগ্‌ডুম্‌ বাগ্‌ডুম্‌ ঘোড়ার ডিম সাজে
ডান মিরগেল ঘাঘর বাজে।

বাজ্‌তে বাজ্‌তে চ'ললো ঢুলী
ঢুলী গেল সেই কমলাফুলী।
কমলাপুলি টে টা
সূয্যি মামার বে টা।
হাড় মড়্ মড়্ কেলে জিরে
রসুন কুসুম পানের বিড়ে।
আয় লবঙ্গ হাটে যাই
ঝালের নাড়ু কিনে খাই।
ঝালের নাড়ু বড় বিষ
ফুল ফুটেছে ধানের শিষ।

২৮জ

আগাডোম বাগাডোম ঘোড়াডোম সাজে
ডান মিগড়ি ঘুঁগুর বাজে।
বাজ্‌তে বাজ্‌তে পড়্‌লো ঠুলি
ঠুলি গেল মোর কমলাপুলি।
কমলাপুলির টিয়েটা
সূর্য্যিমামার বিয়েটা।
হাড় মড় মড় কাল জিরে
রসুন কসুন পানের বিঁড়ে।
আয় লঙ্গ হাটে যাই
পান সুপারি কিনে খাই।
একটি পান কোঁকড়া
মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া।
পান খাবি না খিলি খাবি
টোস্কা মেরে চলে যাবি।
নাচ দুয়োরে ব্যাঙের কুটী
ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে একটি মুটী।

২৮ঝ

আকড়ুম বাকড়ুম ঘোড়ার ডিম সাজে
ডাল ভেকুর কাঁকুড় বাজে।
কাঁকুড় বাজতে বাজতে চললো ঢুলি
ঢুলি পেল সেই কমলাফুলি।
কমলাফুলির টীয়েটা
সূয্যিমামার বিয়েটা।
আয় রঙ্গ হাটে যাই
চুখিলি পান কিনে খাই।
পানের ভিতর ফোঁপড়া
মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া।
হলুদ বনে কলুদ ফুল
মামার নামে টগর ফুল।

২৯

আগা খস্‌খস্যা
ধপে ধুম্‌ধম্যা॥
(উঃ—চালকুমড়া)

৩০ক

আগা ছোটি গোড়া আবিলাস
ফুল নাই গোটা নাই ধরে বার মাস।
(উঃ=পান)

৩০খ

আগা ঢলমল পাতা কোপিলাস
ফুল না ফল না ধরে বার মাস।

৩১

আগাত্‌ ডেম্‌ ডেম্‌
না মেলে পাতা

যে ভাঙি দিত্‌ন পারে
তে জন্মের গাধা।
(উঃ—গরুর শিং)

৩২

আগাত্‌ থর থর গোড়াত্‌ মেজা
হরিণী বিয়াইএ দ্রোপদী রাজা।
(উঃ = কালী আঁকা)

৩৩

আগাত্‌ থোর গোড়াত্‌ মেজা
আঙার বাড়ী গোরাং রাজা।
গোরাং রাজার পথত্‌ ঘর
আঙার বাড়ী খিতাব্‌ চড়্‌।
(উঃ = মাটিআ আলু)

৩৪

আগা তিতা গোটা খর
ছাল পবিত্র করি ধর।
(উঃ = বেত)

৩৫

আঙার দেয়র্‌গ্যা কৈলগাতার চাকরগ্যা
ময়ূরে পেখম ধরে
তার উপর জালালী কৈতর
পাক্রুম্‌ পাক্রুম্‌ করে।

৩৬ ক

আঙ্গুঠি পাঙ্গুঠি ঝম্মট কলাই
মেঘডুমাডুম্‌ কদমতলায়।
কদমতলায় মারলেক ঠুলি
ঠুলি গেল বিষ্ণুপুরী।
বিষ্ণুপুরী এন্‌ দেন্‌

ফটিক রাজা গুয়াসেন
কার হাতেরে রাজার কড়ি।

৩৬খ

আঙ্গুঠি পাঙ্গুঠি ঝমক কলাই
মেঘ ডুমাডুম কদমতলায়।
কদমতলায় মারলেক ছুরী
চল রাজা বিষ্ণুপুরী।
বিষ্ণুপুরী লেন্ দেন্
চটিক্ রাজা দুয়ার্ সেন
কার হাতে আঙ্গুঠি আছে বলরে রাজার যম ফেওয়া।

৩৭

আজ দুর্গার অধিবাস কাল দুর্গার বিয়ে,
দুর্গা যাবেন শ্বশুরবাড়ী সংসার কাঁদায়ে।
মা কাঁদেন মা কাঁদেন ধুলায় লুটায়ে
সেই যে মা দুধ দিয়েছেন গলা ভিজায়ে।
বাপ কাঁদেন বাপ কাঁদেন দরবারে বসিয়ে
সেই যে বাপ টাকা দেছেন সিন্ধুক ভরিয়ে।
মাসী কাঁদেন মাসী কাঁদেন হেঁসেলে বসিয়ে
সেই যে মাসী ভাত দিয়েছেন পাথর সাজিয়ে।
পিসী কাঁদেন পিসী কাঁদেন গোয়ালে বসিয়ে,
সেই যে পিসী দুধ দিয়েছেন বাটী ভরিয়ে।
ভাই কাঁদেন ভাই কাঁদেন চোখে হাত দিয়ে
সেই যে ভাই কাপড় দেছেন আলনা সাজিয়ে।
বোন কাঁদেন-বোন কাঁদেন খাটের খুরো ধরে
সেই যে বোন গাল দিয়েছেন কালামুখী ব'লে॥

৩৮

আটকৌড়ে বাটকৌড়ে
ছেলে আছে ভালো?

মার কোল জোড়া করে
বাপের দাড়ি ধ'রে নাচ।

৩৯ক

আড়ারে ঘোড়া
শিমূলের তূলা।
শিমূলের ছেলেগুলো পথে ব'সে ব'সে কাঁদে।
কেঁদনা কেঁদনা বাছারা চাল-কড়াই ভাজা দেব
ফের বার কাঁদিলে বাছা তুলে আছাড়িব।
সোনাকুড়ে পড়বি
না ছাইকুড়ে পড়বি।

৩৯খ

আড়ালে দোরালে
শিমুলের তুলো।
শিমুল গাছটি নড়ে চড়ে
খোকার শ্বশুর গয়না গড়ে।
গুয়ে পড়বি
না সোনায় পড়বি।

৪০

আতা গাছে তোতা পাখী
ডালিম গাছে মৌ
কথা কও না কেন বৌ?
কথা কব কি ছলে
কথা কইতে গা জ্বলে!

৪১

আতা পাতা লতা
সাপ দেখ' সে লো।
কি সাপটা লো?
খয়রা-কাঁটা লো।

কাকে খেলে লো ?
বেদের মাকে লো।
কে ঝাড়বে লো ?
বামুন কাকা লো।
কোথা গেছে লো ?
কলকেতাতে লো।
কি আনতে লো ?
কাজললতা লো।

৪২

আতাল পাতাল সামলা সাতাল,
শ্যামের লতি দুর্গাগতি
মায়ের দুধ কৈতরের বাচ্ছা
তুলিয়া নাচা তুলিয়া নাচা !

৪৩

আদুড়্ বাদুড়্ চালতা বাদুড়্
কলা বাদুরের বে
বাদুড় ঝুমকো নাড়া দে।
চামচিকেতে বাজনা বাজায়
খ্যাংরা কাটি দে।

৪৪

আদুরের কলা ছড়া বাদুড়ে খায়
তালতলা দে খোকনমণি বিয়ে করতে যায়।
খোকনমণি বিয়ে করে যোতুক্ পেলে কি ?
থাল পেলুম্ গাড়ু পেলুম বড় মানুষের ঝি।
বড় মানুষের ঝিকে নিয়ে উঠে দিলুম রড়
তালতলাতে পড়ে গিয়ে হাটুর গেল ছড়।

৪৫

আনি মানি জানি না
পরের ছেলের মানি না।

৪৬

আম পাতা কাঁঠাল পাতা
তেল চিবিলে পড়ে।
তোণ্ডার আণ্ডার জাদুমণি
হিলে বিলে দৌঁড়ে।

৪৭

আম পাতা জোড়া জোড়া
মারব চাবুক চড়ব ঘোড়া।[১]
ওরে বিবি ফিরে দাঁড়া[২]
আসছে আমার পাগলা ঘোড়া।
পাগলা ঘোড়া ক্ষেপেছে
বন্দুক ছুঁড়ে মেরেছে।[৩]
অল্‌রাইট ভেরি গুড্
পাঁউরুটী বিস্কুট।
মেম খায় কুট্ কুট্
সাহেব বলে ভেরি গুড্।

৪৮

আমরা দুটি ভাই শিবের গাজন গাই
ঠাকুমা গেছেন গয়াকাশী ডুগ্‌ডুগী বাজাই!

৪৯

আমার আঁধার ঘরের মণি!
লাফ দিয়ে দিয়ে খাবে আমার
শিকেয় তোলা ননী!

৫০

আমার কত দুঃখের ধন !
আমার ক্ষিদে-হরা দুখ-পসরা দুঃখ নিবারণ—
আমার কত দুঃখের ধন !

৫১ক

আমার কথাটি ফুরোলো
নটে গাছটি মুড়োলো।
কেন রে নটে মুড়োলি ?
গরু কেন খায় ?
কেন রে গরু খাস ?
রাখাল কেন চরায় না ?
কেন রে রাখাল চরাস না ?
মা কেন ভাত দেয় না ?
কেন রে মা ভাত দিস্ না ?
ছেলে কেন কাঁদে ?
কেন রে ছেলে কাঁদিস্ ?
পিঁপড়ে কেন কামড়ায় ?
কেন রে পিঁপড়ে কামড়াস ?
কুটুস্ কুটুস্ কামড়াবো
গর্ত্তর ভেতর সেঁধোবো।

৫১খ

আমার কথাটি ফুরুলো
নটে গাছটি মুড়ুলো।
কেন রে নটে মুড়ুলি ?
গরুতে কেন খায় ?
কেন রে গরু খাস ?
রাখাল কেন চরায় না ?
কেন রে রাখাল চরাস্ না ?

বৌ কেন ভাত দেয় না ?
কেন রে বৌ ভাত দিস্ না ?
কলা গাছ কেন পাত ফেলে না ?
কেন রে কলা গাছ পাত ফেলিস্ না ?
জল কেন হয় না !
কেন রে জল হ'স্ না ?
ব্যাঙ্ কেন ডাকে না ?
কেন রে ব্যাঙ্ ডাকিস না ?
সাপে কেন খায় ?
কেন রে সাপ খাস ?
খাবার ধন খাবনি
গুড়গুড়ুতে যাব নি !

৫২

আমার খুকী দুধের সর
কেম্নে যাবে পরের ঘর।
পরে মারলে গালে চড়
গাল করবে চড় চড়।
খুকী আমায় বলবে যে
হে বিধাতা আমার মরণ কর্ কর্।

৫৩

আমার খোকন বাবু লক্ষ্মী
গলায় দিব তক্তি।
কোমরে দিব হেলা
থাকুর থুকুর করে আমার বড় মানুষের ছেলা।

৫৪

আমার খোকাবাবু যায়
লাল মোজা পায়।
বড় বড় বাঘের বেটি

উঁকি দিয়ে যায়
খোকা ধীরে চলে যায়।

৫৫

আমার খোকা, যেন ছবি আঁকা
হাসি হাসি আসি, মায়ের কোলে বসি
মুখে দুধ খায়, পা দুটি দুলায়, কোলেই ঘুমায়।

৫৬

আমার খোকো যাবে গাই চরাতে
গাইএর নাম হাসি।
আমি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেব
মোহন চূড়া বাঁশী॥

৫৭

আমার ছেলে আমার কোলে
গাছের পাখী গাছের ডালে।
খোকা ডাকে আয়রে পাখী
তোরে দেখে হব সুখী।

৫৮

আমার বাছা ন খাব খই ন খাব দই
ন খাব দুধর পুলি।
বিদেশত সংবাদ দিই আমার বাছা
বাড়ীত আস্ত বুলি।

৫৯

আমার মণির মামার বাড়ীর পিছে
দুসরিয়া আতা
আতা কাটি পেলাইল কুঁইলা
নিয়ে মাথা।
শামপুকুরগ্যার তের দিন
বাঘ গেইয়ে পানী খাইত

হরিণ গেইয়ে চাইত
ঘুঙ্গ্যা উন্দুর খাপ দি বৈসে
বাঘর চোখ খাইত।

৬০

আমার মনুরাণীর বে
খাওয়ান দাওয়ান যেমন তেমন
বাজনা শোন সে।

৬১

আমার সোনার বাছা
রূপার খাঁচা
তুলে নাচা রে।
ঠকেরা দেখতে নারে
ফেটে মরে
পাড়া ছাড়ে রে।

৬২

আমি বাঁশতলার বুড়ি
নাকে মাটি খুঁড়ি।
দুষ্টু ছেলে দেখতে পেলে
পেটের মধ্যে পুরি।

৬৩

আমি সদাগরের ঝি
আমি কি অমনি রেঁধেছি।
বাড়ীর বেগুন কাঁচকলা আর পটল রেঁধেছি
চালে আছে চাল্ কুমড়ো শিকেয় আছে ঘি
আমি কি অমনি রেঁধেছি।

৬৪ক

আয় আয় চাঁদ মামা টি দিয়ে যা
চাঁদের কপালে চাঁদ টি দিয়ে যা।

মাছ কুটলে মুড়ো দেবো
ধান ভান্‌লে কুঁড়ো দেবো
সোণার থালে ভাত দেবো
রাজার মেয়ে বিয়ে দেবো
চাঁদের কপালে চাঁদ টি দিয়ে যা।

৬৪খ

আয় রে আয় চাঁদ মামা
টি দিয়ে যা
চাঁদের কপালে মোর টি দিয়ে যা।
বাঁশবনের ভেতর দিয়ে
ট্যাংরা মাছের ঘাড়ে চড়ে টি দিয়ে যা।
আয় চাঁদ আয়
সোণার মুকুট মাথায় দিয়ে
লাল সাগরের ওপর দিয়ে
বাঁশবনের ঝোপড় দিয়ে
আয় চাঁদ আয়।
চাঁদ তো শোনে না কথা হেসে ভেসে যায়
মাছ কুটলে মুড়ো দোবো
ধান ভানলে কুঁড়ো দোবো
রাঙ্গা সুতোর কাপড় দোবো
কাল গাইএর দুধ দোবো
দুধ খাবার বাটী দোবো
হাতে দোবো কলা
মনুর সাথে এসে খেলা
আয় চাঁদ আয়।

৬৫

আয় আয় তু তু
খেতে দেবো দুদু।

লেজটি তুলে নাচবি সুখে
হাসবে সোনার খুকু।

৬৬

আয় আয় রে বাছা আয়
কি লাগিয়া কান্দ বাছা কি ধন চায়।
তুলিয়া আনিব গগন ফুল
একেক ফুলের লক্ষেক মূল।
সে ফুলে গাঁথিয়া দিব যে হার
প্রাণের বাছা মোর না কান্দ আর
গগন মণ্ডলে পাতিব ফান্দ
ধরিয়া আনিব গগন চান্দ।
সে চান্দ আনি তোরে পরাব ফোটা
কালি গড়ায়্যা দিব সোনার ভেটা।
খাওয়াব ক্ষীর খণ্ড মাখাব চুয়া
কর্পূর পাকা পান সরস গুয়া।
রথ গজ ঘোড়া যৌতুক দিয়া
দুই রাজার কন্যা করাব বিয়া।
শ্রীমন্ত চাপে মোর সোনার নায়
কুঙ্কুম কস্তূরী মাখাব গায়।
খাটে নিদ্রা যাবে চামরের বায়
অম্বিকা-মঙ্গল মুকুন্দে গায়।

৬৭

আয় ঘুম আয়
তাদের শেয়ালে শশা খায়।
তারা লুণ কোথা পায় ?
আলুণ আলুণ খেয়ে
বনেতে পালায়।

৬৮

আয় ঘুম আয় কলাবাগান দিয়ে
হেঁড়ে পানা মেঘ করেছে।
লখার মা নথ পরেছে কপাল ফুটো করে
আমানি খেতে দাঁত ভেঙ্গেছে
সিঁদুর পরবে কিসে।

৬৯

আয় ঘুম ঘুম যায় ঘুম ঘুম
খোকার চোখে আয়।
ঘুমপাড়ানী মাসি পিসী
ঘুমের বাড়ী যায়
পাড়ার যত ছেলেদের ঘুম
সোনার চোখে আয়।

৭০

আয় ঘুম যায় ঘুম নেতড়া পেতড়া
আমার কোলে ঘুম যায় খোকন ঠাকুরা।
রাজ-দুয়ারে যায় ঘুম মস্ত হাতী ঘোড়া
ছাই কুণ্ডে যায় ঘুম ঝুমরা কুকুরা।

৭১

আয় ঘুমানি আয়্
ভালুকে তেঁতোল খায়্
তারা নুন কুথা পায়্ ?
শাওড়া গাছের নুন
কুসুম গাছের তেল
তারা তাই দিঁয়ে দিঁয়ে খায়্।

৭২ক

আয়্ ঘুমানি আয়্
ভালুকে তেঁতোল খায়্
নদীর বালি ঝুর্‌ঝুরানী
নুন বলে বলে খায়্।

৭২খ

আয়রে আয় আয়রে
শেয়ালে তেঁতুল খায়।
তারা কি দিয়ে তেঁতুল খায় ?
নদীর বালি নুন বলে বলে
তেঁতুল দিয়ে খায়।

৭৩

আয়্ চান্দ আয়্ আয়্।
আইলা দেম্ বাইলা দেম্
মাছ কুটি মেজা দেম্
চূড়া ঝাড়ি কুরা দেম্
কলা ছুলি বাকল দেম্
চান্দ্ কপালে পুড়ুস্।

৭৪

আয়্ চান্দ্ আয়্ চান্দ্।
কলা দিম্ মোলা দিম্
ধেয়ন গাইয়র দুধু দিম্।
গাইয়র নাম চুঙুরী
ডেকার নাম ভুঙুরী। পুড়ুস।

৭৫

আয়্ চাঁদ নড়িয়া
ভাত দেব বাড়িয়া।
মাছ কেটে মুড়ো দেব

ধান ঝেড়ে কুঁড়ো দেব
রাঙা সূতার কাপড় দেব
চ'ড়ে বেড়াতে ঘোড়া দেব
খোকার কপালে টুকু দিয়ে যা।

৭৬

আয় জল হেনে
ছাগল দেবো মেনে।
ছাগলীর মা বুড়ী
কাঠ কুড়তে গেলি
ছ'খানা কাপড় পেলি
ছ' বৌকে দিলি।
আপনি মরিস্ জাড়ে
কলাগাছের আড়ে
কলা পড়ে টুপ্ টাপ্
বুড়ী খায় গুপ্ গাপ্।
আয়রে বুড়ী কামার বাড়ী
তোকে দেব হাতা বেড়ী।
আয় রে বুড়ী কুমোর বাড়ী
তোকে দেব হাঁড়ি কুঁড়ি।

৭৭

আয় ত পুষু ধেয়ে
খোকা আমার দুধ খায়নি
মিউ মিউ করে খেয়ে।
খোকা দুধ খাবে ঘট্-ঘট্
পুষু আসে খট্ খট্।
খোকার দুধ খাওয়া হল সাঙ্গ
বিড়ালের দেখ রঙ্গ।

৭৮

আয় তো ভোঁদড় যায় তো ভোঁদড়
ঘন ঘন মাছ খায় তো ভোঁদড়
নায়ের কাছে যায় তো ভোঁদড়।

৭৯

আয় ধুব্ড়ি ছায় ধুব্ড়ি ধূবড়ি আমার গায়
চড়বড়িয়ে বেত মার্লে পড়পড়িয়ে যায়।

৮০

আয় না চাঁদ আয় না গড়িয়ে দেবো গয়না।
দু'হাতে বালা দেবো দু'কানে দুল দেবো
গলে দেবো হার তোরে কত দেবো আর
ঘুঙুর দেবো পায় তুই খুকুর কাছে আয়।

৮১

আয় পাখী লেজঝোলা
তোকে দেব দুধ কলা।
দেখে যা আমার নলিনবালা
শুয়ে কেমন কচ্ছে খেলা।
মুখে তুলেছে থুথু গাঁজ্লা
চোখে মেখেছে কালি-কাজলা
আমার নলিনকে নিয়ে করসে খেলা।

৮২

আয় বৃষ্টি ক'সে
আমরা থাকি বসে।
যা বৃষ্টি ধরে যা
লেবুর পাতা করঞ্চা।

৮৩

আয় বৃষ্টি ঝুড়িয়ে
কাক দেব পুড়িয়ে।

কাকটা মরে ধড়্ফড়িয়ে
বৃষ্টি এল চড়চড়িয়ে।

৮৪

আয় বৃষ্টি হেনে ছাগল দেবো মেনে।
ছাগ্লার মা বুড়ী কাঠ কুড়ুতে গেলি
ছ'খানা কাপড় পেলি ছ'বৌকে দিলি।
আপনি মরিস্ জাড়ে কলাগাছের আড়ে
কলা পড়ে ঢুপ-ঢাপ্ বুড়ী খায় গুপ্-গাপ্।
আয়রে বুড়ী কামার বাড়ী
তোকে দেবো হাতা বেড়ী।
আয়রে বুড়ী কুমোর বাড়ী
তোকে দেবো হাঁড়ি কুড়ি
আয় বুড়ী ঢাকা
তোকে দেবো টাকা।
আয়রে বুড়ী কল্কেতা
তোকে দেবো ছেঁড়া কাঁথা।
আয়রে বুড়ী বদ্ধমান
তোকে দেব জলপান্।
বদ্ধমানের রাঙা মাটি
বুড়ীকে ধ'রে কচ করে কাটি।

৮৫

আয় মণি সায়মণি
রতন মণির কোলে।

৮৬

আয় মেনি পুষ্ পুষ্
দুধ খাবি আয়।
মাছ মেখে ভাত দেবো
হাত দেবো গায়।

৮৭ক

আয় রে আয় ছেলের পাল মাচ মারণে যাবি
মাচের কাঁটা ফুটলে পায় দোলায় চেপে যাবি
দোলায় আছে দু'পণ কড়ি গুনতে গুনতে যাবি।
ছোট শাঁখা বড় শাঁখা ঝুমুর ঝুমুর করে
এক তোলা খএর খেয়ে দাঁত ফর্ ফর্ করে
আর এক তোলা খ-এর খেয়ে দুর্গহিনু জ্বলে।
দুর্গহিনুর জলটুকু ঝিকিমিকি করে
তাতে বসে বাপু ঠাকুর কন্যা দান করে।
কন্যা দান করতে করতে চখে এল কলু
ধর বাবা লাল গামছা মোছ বাবা মু।

৮৭খ

আয়রে আয় ছেলের পাল, মাছ ধরতে যাই
মাছের কাঁটা পায় ফুটেছে দোলায় চেপে যাই
দোলায় আছে দু'পণ কড়ি, গুনতে গুনতে যাই।
বড় শাঁখাটি ছোট শাঁখাটি ঝুমুর ঝুমুর করে
তিন কড়ার খয়ের কিনে দুগ্‌গা হেন জ্বলে।
আজ দুগ্‌গার আধিবাস কাল দুগ্‌গার বে
তিন মিন্‌ষে নেড়া ফকির কোমর বেঁধেছে
কোমরে কদম্বের ফুল ফুটে উঠেছে।
একটি নিলেন গুরুঠাকুর একটি নিলেন টে
টিয়ের বাপের বে লাল গামছা দে।
লাল গামছা খসর মসর ধোপাড় বাড়ী দে
ও ধুপুনি ও ধুপুনি কাপড় কেচে দে
তোর বিয়েতে নাচতে যাবো ঢুলকী কিনে দে।

৮৮

আয় রে আয় টিয়া পাখীটি
নিয়ে যা খোকার খাঁদা নাকটি।

৮৯

আয় রে আয় টিয়ে
আমার খুকুরাণীর বিয়ে।
আয় রে আয় সাঁঝের বায়
আমার খুকুমণি ঘুম যায়।
আমার খুকুর গলায় মতির মালা
আমার খুকুর হাতে হীরের বালা।
আমার খুকুর কানে সোনার দুল
আমার খুকুর মাথায় চাঁপা ফুল।

৯০

আয় রে আয় টিয়ে
ঘোষের পাড়া দিয়ে
খোকা আমার পান খেয়েছে
শাশুড়ী বাঁধা দিয়ে।

৯১

আয় রে আয় টিয়ে
নায়ে ভরা দিয়ে।
না' নিয়ে গেল বোয়াল মাছে
তা দেখে দেখে ভোঁদড় নাচে।
ওরে ভোঁদড় ফিরে চা
খোকার নাচন দেখে যা।

৯২

আয় রে আয় নিদান বুড়া নিদের পাড়া যাবি
বাটা ভরে পান দেবো গাল ভরে খাবি—
হাটের বাটের নিদ্ এনে খোকার চোখে দিবি।

৯৩

আয় রে আয় ভালুকে তেঁতুল খায়
শ্যাওড়া গাছে ছয় বুড়ী গড়াগড়ী যায়।

শিল নোড়াতে লাগ্‌ল কোঁদল
সরিষা মড়-মড় করে
চাল্‌ কুমড়া সাক্ষী করে পুঁই কেঁদে মরে।
কেন পুঁই কাঁদ তুমি ধূলায় পড়িয়ে ?
আমার খোকন ভাত খাবে
শুধু মাছ ভাজা দিয়ে।

৯৪

আয় রে আয় মেনি
খোকার দুধে চিনি।
দুধ খাবে না রাগ করেছে
খোকন যাদুমণি
আয় রে আয় মেনি।

৯৫

আয় রে আয় সোনার পাখী
তোরে হেরে জুড়াই আঁখি।
আন্‌বি বাছি বাছি ফল রসাল
চুষে চুষে খাবে আমার গোপাল।
তোরে দেবো দুধু ভাতি
তুই হবি গোপালের সাথী।

৯৬

আয় রে ঘুম যায় রে ঘুম
ঘুম কুচুলের পাতা।
নাছ দুয়ার দিয়ে ঘুম যায়
দুটো মাগুর মাথা।

৯৭

আয় রে চাঁদা আগড় বাঁধা
দুয়ারে বাঁধা হাতী।

চোখ ঢুল্ ঢুল নয়ন-তারা
দেখসে চাঁদের বাজী।

৯৮ ক

আয়রে পাখী আয়
আমার গোপালকে দেখসে আয়।
আয়রে পাখী হুমো
আমার গোপালকে নিয়ে ঘুমো।
আয়রে পাখী নেজঝোলা
আমার গোপালকে নিয়ে গাছে দোলা।

৯৮ খ

আয়রে পাখী আয়
আমার গোপাল ঘুমায়।
আয়রে পাখী হুমো
আমার গোপালকে নিয়ে ঘুমো।
আয়রে পাখী লেজঝোলা
তোরে খেতে দেবো চাল ছোলা।
খাবি দাবি কল্‌কলাবি
যাদুকে নিয়ে ঘুম পাড়াবি।

৯৮ গ

আয় রে পাখী লেজঝোলা
গোপালকে নিয়ে গাছে দোলা।
আয় রে পাখী হুমো
খোকাকে নিয়ে ঘুমো।
খাবি আর কলকলাবি
খোকাকে নিয়ে ঘুম পাড়াবি।

৯৯

আয় রে পাখী আয়
কালো জামা গায়।
আসতে যেতে ঘুঙুর বাজে
সোনার নূপুর পায়।

১০০

আয়রে পাখী টিয়ে
খোকা আমাদের পান খেয়েছে
নজর বাঁধা দিয়ে।

১০১ ক

আয়রে পাখী লটকুনা
ভেজে দিব তোরে বর বটনা।
খাবি আর কলকলাবি
খোকাকে নিয়ে ঘুম পাড়াবি।

১০১ খ

আয়রে পাখী টেসকনা
খেতে দেবো তোকে বড় ধনা
খাবি দাবি বসে থাকবি
খুকুকে নিয়ে খেলা করবি।

১০২

আয়রে রে আয়
কি নেগে কাঁদিসরে বাছা কি ধন তোর চাই।
খাওয়াইব ক্ষীরখণ্ড মাখাইব চুয়া
পাকা পাকা পান দিব সরেস গুয়া।

রাজার দুহিতা করাইব বিয়া
কুঙ্কুম কস্তুরী চন্দন দিয়া।
তুলে এনে দিব গগনফুল
একটি ফুলের লক্ষ টাকা মুল।
সে মূলে গড়াব হার সোনার
(আমার) যাদুরে কেঁদনা আর।

১০৩

আয় রে রে ছেলের খাতা মাছ ধরণে যাব
মাছের কাঁটা পায়ে ফুটলে দোলায় চড়ে যাব
দোলায় আছে ছপন কড়ি গুন্‌তে গুন্‌তে যাব।
ছোট শাঁখা বড় শাঁখা রুণুঝুণু বাজে
দুর্গা হেন জলটুকু ঝিকিমিকি করে
তাতে বসে বাবা খুড়ো কন্যা দান করে।
কন্যা দান কত্তে কত্তে চোখে পড়্‌ল লো
হাত পেতে নাও গামছা চোখের পুছ লো।
আজ থাক রে বর কনেরা যষ্টি মধু খেয়ে
কাল যাবে রে কনেরা সংসার কাঁদিয়ে।
আগে কাঁদে মাসী পিসী তারপর কাঁদে পর
কান্‌তে কান্‌তে গেল খুড়ো ঘর।
খুড়ো দিলে বুড়ো বর
ও খুড়ো তুই পুড়ে মর।
মা বড় নির্বুদ্ধি কেঁদে কেন মর
আপনি বুঝিয়ে দেখ কার ঘর কর।
এইখানটি খেলেছিলাম ভাড় টাঠি নিয়ে
এইখানটি রুদে দাও ময়নাকাঁটা দিয়ে।
চাঁদ উঠ্‌ল ফুল ফুট্‌ল ঝলকমলক দিয়ে
ওর বেটা পান খেয়েচে শাশুড়ী বাঁদা দিয়ে।

১০৪

আয় রে সোনামণি
খেতে দেব ননী ।
ভোজনে দেব মাছ
চাঁদ ঘুঙুর কোমরে দিয়ে
ঝমঝমিয়ে নাচ ।

১০৫

আয়রে হনু লাফিলাফি
খোকো কাঁদছে ফুঁপি ফুঁপি !
দুধ দেখলে পালিয়ে যায়
কলা খাবি তো ধর্‌বি আয় !

১০৬

আয় রে হাওয়া ফুরফুরে
দূর হ' মশা মাছি ।
খোকা যদি ঘুমাও তবে
আমি যে রে বাঁচি ।

১০৭

আয়া লটকন্‌ মারে পট্‌কন্‌ ।
(উঃ = নাসিকা দ্বারা নির্গত শ্লেষ্মাবিশেষ, শিকনি ।)

১০৮

আর কেঁদনা খুকুমণি
খেতে দেব দুধের ফেণী
তাতে চাটিম্‌ কলা
যাবে পেটের জ্বালা !

১০৯

আলতা নুড়ী গাছের গুঁড়ী জোড় পুতুলের বিয়ে
এত টাকা নিলে বাবা দূরে দিলে বিয়ে
এখন কেন কান্‌চো বাবা গামছা মুড়ি দিয়ে।
আগে কাঁদে মা-বাপ পাছে কাঁদে পর
পাড়াপড়সী নিয়ে গেল শ্বশুরদের ঘর।
শ্বশুরদের ঘরখানি বেতের ছাউনি
তাতে বসে পান খান দুর্গা ভবানী।
হেঁই দুর্গা হেঁই দুর্গা তোমার মেয়ের বিয়ে
তোমার মেয়ের বিয়ে দাও ফুলের মালা দিয়ে।
ফুলের মালা গোঁদের[১] ডালা কোন সোহাগীর বৌ
হীরে দাদার মড়মড়ে থান ঠাকুরদাদার বৌ।
এক বাড়ীতে দৈ দিব্য এক বাড়ীতে চিঁড়ে
এমন[২] করে ভোজন কর গোক্ষুনাথের কিরে।

১১০ক

আলু পাতা থালু পাতা
ভেরেণ্ডা পাতার ঝোল
সকল জামাই ভাত খেলে মা
মেজ জামাই কই ?
কাপড় দিয়েছি থানে থানে
ঘটী দিয়েছি দানে
মেজ জামাই ভাত খায় নাই
কিসের অভিমানে।

১১০খ

আলুর পাতা থালুরে ভাই ভেরেণ্ডা পাতা দৈ
সকল জামাই খেয়ে গেল মেজ জামাই কৈ ?

ওই আসছে ওই আসছে মাঠ আলো ক'রে
নেচে নেচে হেলে দুলে ঢাকাই কাপড় প'রে।
কাপড় দিলাম চোপড় দিলাম কন্যে দিলাম দানে
তবু জামাই ভাত খান না কিসের অভিমানে ?
কালো কালো মুখখানি তার কালো জামা গায়
অন্তর থেকে তীর মেরেছে নীলমণির গায় !
নীলমণিরে ভাই
গাড়ু ভরে জল দাও প্রাণ ভরে খাই !

১১০গ

আলুর পাতায় ছালুরে ভাই ভেল্লা পাতায় দই
সকল জামাই এলরে আমার খোঁড়া জামাই কই।
ওই আস্‌চে খোঁড়া জামাই টুংটুঙি বাজিয়ে
ভাঙ্গা ঘরে শুতে দিলাম ইঁদুরে নিল কান
কেঁদনা কেঁদনা জামাই গরু দিব দান
সেই গরুটার নাম থুইও পুণ্যবতীর চাঁদ।

১১০ঘ

আলতা পাতা চালতা পাতা বেনা পাতার সই
সব জামাই খেয়ে গেল ছোট জামাই কই।
এক পো ধানের মাছ কিনলুম পিঁড়েয় বসে আছি
এই চিলটা নিয়ে গেল ঠ্যাং ধরে নাচি।

১১১

আলুর ছাড়া কচুর ছাড়া
মামার বিয়া দুপুর ধারা।
মামীরে নিত আইস্যে হাড়ে তিনটে মরদ্
ভারুআ ছিড়ি পৈড়্‌গে মামী জোট পুকুরগ্যার্ পারত্।

মামাকে পার করাতে লাগে আনা আনা
মামীরে পার করাতে লাগে কানের সোনা।
মামা কাটে চিকন ফুতা
মামী কাটে পাট
অ মামী ন কান্দিয়
মামা তোমার বাপ।

১১২

আশ্বিনে অম্বিকা-পূজা বলি পড়ে পাঁঠা
কার্তিকে কালিকা-পূজা ভাই-দ্বিতীয়ার ফোঁটা।
অঘ্রাণে নবান্ন দেয় নূতন ধান কেটে
পৌষ মাসে বাউনি বাঁধে ঘরে ঘরে পিঠে।
মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী ছেলের হাতে খড়ি
ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা ফাগ ছড়াছড়ি।
চৈত্র মাসে চড়ক সন্ন্যাস গাজনে বাঁধে ভারা
বৈশাখ মাসে তুলসী গাছে দেয় বসুধারা।
জ্যৈষ্ঠ মাসে ষষ্ঠী বাঁটা জামাই আনতে দড়
আষাঢ় মাসে রথযাত্রা যাত্রী হয় জড়।
শ্রাবণ মাসে ঢেলা-ফেলা ঘী আর মুড়ী
ভাদ্র মাসে পচা পান্তা খান্ মনসা বুড়ী।

১১৩

আষ্ট ঠেং ষোল আণ্ঠু
জাল বসাইয়ে বাধা কানু
মাছ ন বাঝে কেঁজা বাঝে
(উঃ—মাকড়সা)

১১৪

আসন পিঁড়ি পান পিঁড়ি
আয় রঙ্গ রাঁধা।

হলুদ বনে কলুদ ফুল
তারা নামে টগর ফুল।
আয় রে তারা হাটে যাই
পান গুয়োটা কিনে খাই।
কচি কুমড়োর ঝোল
ওরে জামাই গা তোল!

১১৫

আস্তক লক্ষ্মী বস্তক ঘরে
খাট বিছাই দিম থরে থরে।
খাটর নীচে বাঘর ছা
যে ন মাতে তারে খা।

১১৬

আহা! কিবা মেয়ের ছ্যারি
যেন বাঁশবাগানের প্যারি।
আহা! কিবা ছেলের ছিরি ছাঁদ
যেন গোবর-গাদার কালাচাঁদ।

১১৭

আঁকড় ফুলে ঝাঁক ঝাঁক
বেঁচ ফুলের পৌঁড়ি
দুর্গা যাচ্চেন শ্বশুরবাড়ী।
আজ থাক মা দুধ পান্ত খেয়ে
কাল যাবে মা সহর কাঁদিয়ে।
পাছে যাচ্ছে ভার বাউটি
আগে যাচ্ছে ডুলি
দাঁড়ারে বাজ বাজন্দার
মায়ে বোধ করি।

নিবুর্দ্ধি মাগো কেঁদে কেন মর
আপনি বুঝিয়ে দেখ কার ঘর কর।
বাবাকে কি দিব নীলগিরি হাতী
দাদাকে কি দেব দুধ খেতে বাটি
মাকে কি দেব হেঁসেল সরা ঘটি
বৌকে কি দেব ছড়া ভক্তি কাঁঠি।

১১৮ ক

আঁটুল বাঁটুল
শিমলে সাঁটুল
শিমলে গেছে হাটে
গুয়া কাট কাটে
মালীদের মেয়েগুলো
খাটে বসে কাঁদে।
আর কেঁদো না
আর কেঁদো না
কলাই ভাজা দিব
আর কাঁদলে
দাদাকে বলে দিব।
দাদা ডাক ছাড়ি
দাদা গেছে কার বাড়ী।
ও পথেতে যেও না গো
বঁধু এসেছে
বঁধুর পান খেওনা গো
ভাব লেগেছে।
ভাব ভাব কদমের ফুল
ফুটে রয়েছে
হাত বাড়িয়ে তুল্‌তে গেলাম

দাদা রয়েছে
দাদার হাতের বাজু বন্ধন
ছুঁড়ে মেরেছে
উহু হু বড্ড লেগেছে।

১১৮ খ

আঁটুল বাঁটুল
শ্যামলা শাঁটুল
শ্যামলা গেল হাটে।
শ্যামলাদের মেয়েগুলি[১] পথে বসে কাঁদে
আর কেঁদোনা আর কেঁদোনা
চাল[২] ভাজা দেব
আর যদি কাঁদো তবে তুলে আছাড় দেব।

১১৯

আঁতুলে কুঁতুলের মাসী কুলতলাতে বাসা
পরের ছেলে কাঁদাতে মনে বড় আশা।
হাতে না মেলাম ভাতে মেলাম কল্লেম গঙ্গাপার
রেতে না কেঁদো ছেলে দিনে একটিবার।

১২০

আঁধার ঘরের মানিক
নড়বোও না—চড়বোও না
দেখবো খানিক খানিক!

১২১ ক

ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি চাম কাটে মজুমদার
ধেয়ে এল দামুদর[১]।

দামুদর ছুতরের পো
হিঙুল গাছে বেঁধে থো।
হিঙুল করে কড়মড়
দাদা দিলে জগন্নাথ।
জগন্নাথের হাঁড়িকুড়ি
দুয়োরে বসে চাল কাঁড়ি।
চাল কাঁড়তে হল বেলা
ভাত খাওসে দুপুর বেলা।
ভাতে পড়ল মাছি
কোদাল দিয়ে চাঁচি।
কোদাল হল ভোঁতা।
খা ছুতরের মাথা।

১২১ খ

ইকিড় মিকিড় চাম চিকিড়
চাম কৌটা মজুমদার
ধেয়ে এলো দামুদার।
দামুদারের হাঁড়িকুঁড়ি
চার দুয়োরে চাল কাঁড়ি।
চাল কাঁড়তে হলে বেলা
ভাত খেসেরে জামাই শালা
ভাতে পড়লো মাছি
কোদাল দিয়ে চাঁচি।
কোদাল হল ভোঁতা
খা কামারের মাথা।

১২১ গ

ইকির মিকির চাম চিকির
চাম কৌটা মজুন্দার
ধেয়ে এল বরের বাপ।

বরের বাপের হাঁড়িকুঁড়ি
গোয়ালে বসে চা'ল কুঁড়ি।
চা'ল কুঁড়তে হলো বেলা
ভাত খাবি আয় জামাই শালা
ভাতে পড়লো মাছি
কোদাল দিয়ে চাঁচি।
কোদাল হলো ভোতা
খা কামারের মাথা।

১২১ ঘ

ইকির মিকির চামে চিকির
চামে কাটা মজুমদার
ধেয়ে এলো দামোদর।
দামোদরের হাঁড়িকুঁড়ি
দোয়ারে বসে চাল কুঁড়ি।
চাল কুঁড়তে হলো বেলা
ভাত খাওসে জামাই শালা।
ভাতে পড়ল মাছি
কোদাল দিয়ে চাঁচি।
কোদাল হল ভোঁতা
খা শূয়োরের মাথা।

১২২ ক

ইচিং বিচিং জামাই চিচিং
তায় পল্লো মাকড় বিচিং।
মাকড়েরা নড়ে চড়ে
ফলের পাত বেলের পাত
ঠাকুর দিলেন জগন্নাথ!

১২২ খ

ইচিং বিচিং,
জামাই চিচিং
তায় প'ল্লো মাকড় বিচিং।
এলের পাত
বেলের পাত
ঠাকুর গেলেন জগন্নাথ।
জগন্নাথের হাঁড়িকুঁড়ি
দুয়ারে বসে' চাল কাঁড়ি।
চাল কাঁড়িতে হ'ল বেলা
খলসে মাছের ঢোকা
উড়ে বসে পোকা।
এক পাতা সুশুনি শাগ চালে শুখায়
নন্দাইকে ভাত দিতে কাঁকাল দুখায়।
হেই নন্দাই হেই নন্দাই মারো্যা না আমলার ছড়ি
কাটন কাটায়েঁ দিব খাজনার কড়ি।
বাড়িতে আছে নিমগাছটি নিম ঝুর্ঝুর্ করে
সদাই বিরালীর বিটি লিণ্ডি লিয়াই করে।
ফাল লিবি না কোদাল লিবি সত্যি করে বল
নাইত ভাশুর ভাতার ধর।

১২২ গ

ইচিং বিচিং
জামাই কিচিং
তায় প'ল্লো মাকড় বিচিং।
মাকড়েরা লড়ে চড়ে
সাত কুমড়োর ডিম পাড়ে।

এলের পাত
বেলের পাত
ঠাকুর গেলেন জগন্নাথ।
জগন্নাথের হাঁড়িকুড়ি
দুয়ারে বসে চাল কাঁড়ি।
চাল কাঁড়িতে হল বেলা
খলসে মাছের চৌকা
কিলড়ে বসে পৌকা।
এক পাতা সুশুনি শাগ চালে শুখায়
নন্দাইকে ভাত দিতে কাঁকাল দুখায়।
নন্দাই হে নন্দাই ডুমোর পেড়ে দাও
ডুমোর খাঁয়ে পেট ভর্‌ল সাঙ্গা করে দাও।
হেই নন্দাই হেই নন্দাই মারো্যা না সাট্‌নার বাড়ি
কাটন কাটায়েঁ দিব খাজনার কড়ি।
বাড়িতে আছে নিমগাছটি নিম ঝুর্‌ঝুর্‌ করে
সদাই বিরালীর বিটি লিস্তি লিয়াই করে।
ফাল লিবি না কোদাল লিবি সত্যি করে বল
নাইত ভাশুর ভাতার ধর।

১২৩

ইটা কমলের মালো ভিটা ছেড়ে দে
তোর ছাওয়ালের বিয়া বাদ্য এনে দে।
ছোট বেলায় খেলাইছিলাম খুটি মুছি দিয়া
মা গালাইছিলেন থুবড়ী বলিয়া।
এখন কেন কাঁদ মাগো ডুলির খুরা ধরে
পরের পুতে নিয়ে যাবে ডুমডুমি বাজিয়ে।

১২৪

ইন্দিও বরই গাছ উন্দিঁও বরই গাছ
ঝলমল করে
রাজা আইউক্ পাত্র আইউক্
থিয়াই ছালাম করে।
(উঃ—প্রতিমা বা মস্‌জিদ)

১২৫

উচল পইরর নীচ পার
গুরগুরি হাঁসে বজা পার্‌।
(উঃ=সূতার "উয়ালা" নামক যন্ত্রবিশেষ।)

১২৬

উঠ্‌তে সূর্য নমস্কার
পৈড়তে মাটি নমস্কার।
(উঃ=কলার "থোড়")

১২৭

উড়ি যাইতে পক্ষী পড়ি পাক খায়
আপনে আধার আনি পররে যোগাএ।
(উঃ="ঝাগ্রিও" নামক জাল।)

১২৮ ক

উতরথুন্ আইএর তোতা
পাখ লাড়ি লাড়ি
বার্গ্যা বাঁশত্ বসি তোতা
করে চাতুরালী।
বার্গ্যা বাঁশর আগা নয়
জায়ত বেতর বান।
সেই ঢুলইনে ঢুলায়
যেন পূর্ণমাসীর চান।

১২৮ খ

উতরথুন আইএর তোতা পাখ লাড়ি লাড়ি
বার্গ্যা বাঁশত্ বসি তোতা করে চাতুরালী।
মায়ে দিয়ে কাচ খারু বাপে দিল সাড়ী
সেই সাড়ী উড়াই নিলো ভোম্ রাজার বাড়ী
ভোম রাজা ভোম রাজা কি কর বসিয়া
তোঙার বাপে মারণ খাইয়ে দরবারত বসিয়া।

১২৯

উতরথুন্ আইএর্ ময়না
পাখ লাড়ি লাড়ি
বড়ই গাছত্ বৈস্তে ময়না
করের চাতুরালী।

১৩০

উতরে ঢুন্ ঢুন্ পূবে বিয়া
ভাগিনা লক্ষ্মণ যোড়া দিয়া।
লাহ্উয়ার মা বুড়ী
হাঁইছত্ বই

১৩১

উত্তরেতে মেঘ করেছে
গরু বেড়ায় উড়ে
পেয়াদা ব্যাটা পাক বেঁধেছে
সরু ধানের চিড়ে।

১৩২

উদোর মামা উদোর মামা
আমার বাড়ীত্ আইও

ডালা ভরি চূড়া দিয়ম
গাল ভরাইয়া খাইও
একটি চূড়া উনা হৈলে
মালীর বাড়ীত্ যাইও।
মালীর বউএর দাঁতহ্ ছাতা
ধোপার বউএর হাতালি মাথা।

১৩৩

উপর কানে পিপুল পাতা
নীচের কানে দুল
কোথা যাচ্ছ[১] বকুল ফুল ?
সন্ধ্যেবেলা জলকে গিয়ে
এলিয়ে প'ল চুল[২]
আমার কি হ'ল বকুল ফুল।

১৩৪

উপর ঠেইল বাকি পড়ের্
খাইতাম আছে থুইতাম নাই।
(উঃ—শিলা, বর্ষোপল।)

১৩৫

উপর ঠেক্যা কুয়র ঠেক্যা মেট্যা ডিঙির ছা
ছ চৌখ তিন কঅডি কাণ্ড দেখ্যস্ চা।
(উঃ—লাঙ্গল, কৃষক ও বলদ।)

১৩৬

উপরথুন্ পৈল
তিন ঠেং উআ করি !
(উঃ—'তিহরি' চুলার খুটা।)

১৩৭

উপর্‌থুন্ পৈল তাল
তালে মাইর্‌ল তিন কাল।
(উঃ—চালিতা)

১৩৮

উপরথুন্ পৈল্ থাল
থালে লৈএ আঠার কাল।
(উঃ—ঠাঠার)

১৩৯

উপরথুন্ পৈল বুড়ী
ছায়্ মায়্ আঠার কুড়ি।
(উঃ—বৃষ্টি)

১৪০

উপরেও মেটি নীচেও মেটি
হেণ্ডে ভিতরে সম্ সম্ বেটি।
(উঃ—হলুদ)

১৪১

উপরে ঢোল্ ভিতরে খোল্
বছর বছর নারকল্ ছোল্।
(উঃ—ঘর)

১৪২

উলু উলু উলু
লক্ষ্মীমণির বিয়ে
ধনমণিকে ডেকে আন
হলুদ বাট্‌সিয়ে।
আমার খোকনমণির বিয়ে
গায়ে হলুদ দিয়ে।

মুঠো মুঠো খৈ
ঝিনুক ঝিনুক দৈ !

১৪৩ ক

উলু উলু মাদারের ফুল
বর আস্‌ছে কত দূর ?
বর আস্‌ছে বাঘ্‌না পাড়া—
বড় বৌ গো রান্না চড়া।
ছোট বৌ গো জল্‌কে যাও
জলের ভিতর ন্যাকাজোকা
ফুল ফুটেছে চাকা চাকা !
ফুলের বরণ কড়ি
নটে শাকের বড়ি !

১৪৩ খ

উলু উলু মাদাঁরের ফুল
বর আস্‌ছে কতদূর ?
বর আসছে বাঘ্‌নাপাড়া
বড় বৌ গো রান্না চড়া।
মেজ বউ গো কুট্‌নো কোট্।
ন বউ নওা
সকল ঘরের কর্তা।
ছোট বউ গো জলকে যা
জলের ভেতর লেখাযোখা
ফুল ফুটেচে চাকা চাকা।
ফুলে বড় কঁড়ি
নটে শাগে বড়ি।
আল্লাদিনী লো আল্লাদ করিস্ না
তোদের আল্লাদ সাজে না।

ধন ধন ধন ধনিয়া
কাপড় দেব বনিয়া।
গরবিনী তোদের গরব সাজে না
তোরা গরব করিস না।

১৪৪ ক

উলু উলু মাদারের ফুল
বর আস্‌চে কতদূর।
বরের মাথায় চাঁপার ফুল
কনের মাথায় টাকা
এমন বরকে বিয়ে দেব
তার গোঁপজোড়াটি পাকা।
ভাল তো বেণী বিনিয়েচে রাণী
বেণীর আগায় সোনার ঝাঁপা
মাঝে মাঝে তার কনক চাঁপা।

১৪৪ খ

উলু উলু মাঁদারের ফুল
বর আস্‌চে কত দূর
বর আসচে বাঘনাপাড়া।
বরের মাথায় চাঁপা ফুল
কনের মাথায় টাকা
এমন বরে বিয়ে দিয়েছি
গোঁপদাড়িটা পাকা।
চোক খাক তার মা বাপ
চোক খাক তার খুড়ো
এমন বরে বিয়ে দিয়েছে
তামাকখেকো বুড়ো।

তামাকখেকো বুড়োটা কলা-আড়িকে যায়
যে কলাটা মর্তমান সেই কলাটা খায়।

১৪৫ ক

উলুকুটু ধুলুকুটু নলের বাঁশী
নল ভেঙ্গেচে একাদশী।
একা নল পঞ্চদল
কে যাবিরে কামার শাল।
কামার মাগী খাঁড় ভাঙ্গানি
খাঁড়ার উপর তোলে পানি।
অর্পণ দর্পণ
কুড়ি কিষ্টি ব্রাহ্মণ।

১৪৫ খ

উলুকুটু ধুলুকুটু
নলের বাঁশী
নল ভেঙ্গেছে কি দেশী।
একা নল পঞ্চ দল
কে যাবিরে কামার শাল
কামার মাগী ঘের ঘেরানী।
অর্পণ দর্পণ
কুঁড়ে কৃষ্ণ ব্রাহ্মণ।

১৪৫ গ

উলুকুটু ধূলুকুটু নলের বাঁশী
নল ভেঙ্গেছে একাদশী।
একা নল পঞ্চ দল
মা দিয়েছে কামারশাল
কামার মাগীর ঘুরঘুরুনি।

অর্পণ দর্পণ
কুড়িগুষ্টি ব্রাহ্মণ।

১৪৫ ঘ

উলুকেতু দুলুকেতু নলের বাঁশী
নল ভেঙ্গেছে একাদশী।
একা নল পঞ্চ দল
কে যাবি রে কামার সাগর
কামার মাগী কেরকেরানি
যেন পাট রাণী।
আক বন ডাব বন
কুড়ি কিষ্টি বেড়াবন।
কার পেটের দুয়ো
কার পেটের সুয়ো।
বলে গেছে চড়ুই রাজা
চোরের পেটে চাল কড়াই ভাজা।
কাঠবেড়ালী মদ্দা মাগী কাপড় কেচে দে
হারদোচ্ খেলাতে ডুল্‌কি কিনে দে।
ডুল্‌কির ভিতর পাকা পান
ছি হিঁদুর সোয়ামি মোচরমান।
এক পাথর কলা পোড়া এক পাথর ঝোল
নাচে আমার খুকুমণি বাজা তোরা ঢোল।

১৪৬

উলু বনে থাকে রামা
খুলুৎ খুলুৎ কাশে
উলু বান্ধে ঝাড়া বিরা
সুনন্দারে ডাকে।

সুনন্দা উঠিয়া বলে রামা কই
সুখে নিদ্রা যাইব রামা সুনন্দারে লই।

১৪৭

উহুত্ ঘড়া মধুভরা!
(উঃ = গরুর 'ওলান'।)

১৪৮

ঊর্দ্ধমুখী উঠে বীর ভূমিত দিয়া পা
মাসে মাসে ঋতুস্নান ঠোঁঠে ঠোঁঠে ছা।
(উঃ = নারিকেল)

১৪৯

এই কুল থাই মাইরলাম ছুরি
বেত কাটা গেল্ আঠার কুড়ি।
(উঃ = নাপিতের কাঁচি।)

১৫০

এই কুলেও ঝাড় অই কুলেও ঝাড়
ঝারে ঝারে বারি খার্।
(উঃ = চক্ষুর 'বাস্টল' পাতা বা ভ্রূদ্বয়।)

১৫১

এই গালে দিনু চুমু
দেরে ঐ গাল
ঘুমে ঘোর খোকা মোর
চুমুর মাতাল।

১৫২

এই ঘরথুন্ ঐ ঘরত্ যায়
ধুপুর ধুপুর আছাড় খায়।
(উঃ = ঝাঁটা বা পিছা।)

১৫৩

এই ছেলেটা ভেলভেলেটা
আমাদের পাড়ায় যাবি ?
কেলে কুকুর কিনে দোব ১
ছেঁচকি করে খাবি।

১৫৪

এই ধনটা কে রে ?
এই স্বর্গ থেকে মর্তে এসে
ছিষ্টি রেখেছে রে !

১৫৫

এই মেয়েটা হত বেটা
দিতাম সোনার কোমর পাটা।
থাক্‌তো লোকে চেয়ে
আমার বড় সাধের মেয়ে !

১৫৬ ক

এই হুনুমান কলা খাবি
জয় জগন্নাথ দেখতে যাবি
বড় বোয়ের বাবা হবি
এক ঘটি জল কোথা পাবি ?
গলা আটকে মরে যাবি !

১৫৬ খ

ও হনুমান কলা খাবি
জয় জগন্নাথ দেখতে যাবি ?
একটি করে পয়সা পাবি।

১৫৭

এক অক্ষরে দুই নাম তার নাম রি
ঝড় বাতাস হৈলে তারে জলে পেলাই দিই।
জলে পেলাই দিলে তার পেটে হয় ছা
মহম্মদ কাজিএ কহে এবে তুলি চা।
(উঃ = চাই)

১৫৮

এক আড়ি বান্ধম্ দুই আড়ি বান্ধম্
ভডাইর বাপে খায়
রাত পোহাইলে ভডাইর বাপ
গাছ কাটাত যায়।
গাছ নিল চোরে
মোরে মারল ভোঁয়রে।
কোডে পেলাইম কোডে পেলাইম
সিন্দুর গাছর তলে
সিন্দুর ভায়া দোহাই দিল।
উন্দুরে বোলে ঝাপুর্ ঝুপুর্
কুচ্যায় বোলে থিয়া
বাঁদীর পুতে বিয়া করে
এক শত টেকা দিয়া
রাজার পুতে বিয়া করে
চোমরী ঢুলাইয়া।

১৫৯

এক আঁড়ু পানিৎ লাগাইলাম ফুল
ছটাক পানি ফুটেটক্ ফুল।
(উঃ = ভাত)

১৬০

এক খড়্গ তুই দন্ত।
ডিমা পাড়ে অনন্ত
বিলত্ চরে পক্ষী
ও ধর্ম তুই সাক্ষী।
(উঃ = ইঁচা মাছ)

১৬১

এক গাছ ছনে বড়্ ঘর ছায়।
(উঃ = প্রদীপ)

১৬২

এক ছিয়লি রান্ধে বাড়ে দুই ছিয়লি খায়
ঠাকুর বেটা জগন্নাথ ঘোড়াত্ চড়ি যায়।
ঘোড়ায় বলে পাট কাপড়গ্যা বন্ধে বলে সাড়ী
সেই সাড়ী উড়াই দিলাম ভূম রাজার বাড়ী।
ভূম্ রাজা ভূম্ রাজা কি কর বসিয়া
তোমার পুতে মারণ্ খাইয়ে দরবারে বসিয়া।

১৬৩

একটি কথা আছে।—কি কথা ?
ব্যাঙলতা।—কি ব্যাঙ ?
তুড়ি ব্যাঙ।—কি তুড়ি ?
বামুনবুড়ী।—কি বামুন ?
চণ্ডী বামুন।—কি চণ্ডী ?
পিটে গণ্ডী।—কি পিটে ?
তাল পিটে।—কি তাল ?
খেজুর তাল।—কি খেজুর ?
পিক্ খেজুর।—কি পিক্ ?

সোনা পিক্।—কি সোনা ?
গু খানা।—তুই আদ্দেক ভাগ নে না!

১৬৪

এক টিয়রগ্যা মাধব ভাই
গাছত্ উঠি দমা বাই।
(উঃ = কুড়ালি)

১৬৫

এক তারা বন্ধন দুই তারা বন্ধন।
তারারা কয় ভাই—তারারা সাত ভাই
বেঁধে ফেলি বড় ভাই।
চন্দ্র গেলেন সূর্যের বাড়ী
বস্‌তে দিলেন চৌকি পিঁড়ি।
বস্‌ব না আর পিঁড়িতে
মানুষ মরে ভাতে
গরু মরে ঘাসে
তাই এসেছি তোমার বাসে।
আমার কথাটি যেন থাকে
কালকের রৌদ্রে যেন বসুমতী ফাটে!

১৬৬

এক নৌকা আলো চাল এক নৌকা ঘি
দাদা গেছে বিয়ে কত্তে সওদাগরের ঝি।
নাড়া বনে কাড়া বাজে লোকে ব'লবে কি
সরাচাটা বে ক'রেছে, মালসাচাটার ঝি।

১৬৭

এক পইরর্ চাইর খুঁটা
ফল তুল্লে গাছ হঁডা।
(উঃ = গরুর 'ওলান'।)

১৬৮

এক পইরর মাঝে কালা বিলাই নাচে
এক বুড়ী দবড়্ বায় ছকুড়ি নাটুআ নাছে।
(উঃ = খই)

১৬৯

এক পয়সার তৈল
কিসে খরচ হৈল ?
তোর দাড়ি মোর পায়
আরো দিছি ছেলের গায়
ছেলের মেয়ের বিয়ে গেছে
সাত রাত গান হ'য়েছে
কোন অভাগী ঘরে এল
বাকি তেলটা ঢেলে নিলো

১৭০

এক পাথরে বেগুন ভাজা
এক পাথরে ঘোল
নাচে তো কলা বউ
বাজে তো ঢোল।
গণেশের মা কলা বউকে
জ্বালা দিও না
একটি কলা খেলে পরে
আর পাবে না।

১৭১

এক পায়ে জুতো
কাণ ধরে মুতো।

১৭২

এক পো দুধ কিনেছি কি হবে তা বলো না ?
ক্ষীর হবে সর হবে ছানা হবে মাখন হবে
ও বৌমা আর কি হবে বলো না ?
বড় বৌ আর দিও না আর দিও না
এবলা হবে ওবলা হবে
উপেন খাবে বিপিন খাবে।
কুঞ্জলাল কোলের ছেলে
তাকে একটু দিতে হবে
সনাতন কেসো রোগা
তাকে একটু দিতে হবে
পাখীটা শুধু ছোলা খায় না
তাকে একটু দিতে হবে।
কর্তার দুধ না হলে চলে না
এ পোড়ার মুখে দই না হ'লে রোচে না
তাও একটু রাখতে হবে
ও বৌমা আর কি হবে বলো না ?

১৭৩

একবার নাচ চাঁদের কোণা
আমি মুরলী বাঁধিয়ে দেব যত লাগে সোনা।
আবার তোমার নাচন আমি জানি
জানে না ব্রজাঙ্গনা।

১৭৪

এক মুড়ার হেরে গুইএ ডিমা পাড়ে
গুই চাইতুম্ গেলুম রে
গুইএ ভিল্কি মারে।
(উঃ—তাঁতির কাপড় বানাইবার 'নাইল'।)

১৭৫

এক যে আছে একানোড়ে
সে থাকে তালগাছে চড়ে'।
দাঁত দুটো তার মূলোর মত
পিঠখানা তার কুলোর মত
কান দুটো তার নোটা নোটা
চোখ দুটো আগুনের ভাঁটা।
কোমরে বিচুলীর দড়ি
বেড়ায় লোকের বাড়ী বাড়ী।
যে ছেলেটা কাঁদে
তারে ঝুলির ভিতর বাঁধে
গাছের উপর চড়ে
আর তুলে আছাড় মারে।

১৭৬

এক যে গাছ ছিল
লতায় লতিয়ে গেল।
তায় এক কুঁড়ি ছিল
ফুল ফুল ফুল ফুটে গেল।

১৭৭

এক যে রাখাল গরু চরায়
গামছা মাথায় দিয়ে
খোকার মাকে নিয়ে গেল
ধামা ঢাকা দিয়ে!
উদ্বিড়ালে খুদ খায় চালে নাচে ফিঙ্গে
পুটিমাছে গীত গায় মাগুরে বাজায় শিঙ্গে!

১৭৮

এক যে রাজা সে খায় খাজা
তার যে রাণী সে খায় ফেনী
তার যে বেটা সে খায় পাঁঠা
তার যে বৌ সে খায় মৌ
তার যে ঝি সে খায় ঘি
তার যে চাকর সে খায় পাঁপড়
আর দেয় ঘুম
তালগাছ পড়ে ডুম্।

১৭৯

এক যে শেয়াল
তার বাপ দিচ্ছে দেয়াল!
তার বাপের নাম রতা
ফুরুল আমার রাত দুপুরের কথা।

১৮০

এ করিলাম কি
জামাইকে দিলাম ঝি!
হারালাম লো
বউকে দিলাম পো!

১৮১

এক সুয়ারি তিন বেয়ারি।
(উঃ—বেপারী)
ভাঙি দিত ন পারলে কান মোচড়ি।
(উঃ—'টেইয়া' নামক মাছ ধরিবার যন্ত্র।)

১৮২

এক সের ধানের খই ভেজে বসিয়েছি এক ডোল
এবার লোকের বড় গোল।
তিন সের ধানের চিড়ে কুট্‌লেম মেয়ের কাজেতে
তা খেলে বাজে লোকেতে।
মধুখালি লোক পাঠিয়েছি ময়দার কারণ
কিছু নুচির আয়োজন।
তেল দিয়ে ভাজ্‌ব নুচি মিশাল দেব ঘি
তোমরা খাবে তা কি!
এবার একটা আচ্ছা ফলার দেব মনের মত
খেও পেটে ভরে যত!

১৮৩

এক হাত বাঁশ
ভাঙ্গে বার মাস।
(উঃ—চুলা)

১৮৪

এক হাত লম্বা বলরাম,
দুই হাত লম্বা শিং
নাচে রে বলরাম
তা ধিন্ তা ধিন্।

১৮৫

এক হাতা দুই হাতা তিন হাতা পাতা
রাজার দিনর বৈল্যা গোটা।
রাজার দিনর হাট ঘাট
গর্ভনাতির হাতর দ্বার
বাঁশ কাটিবার খোবে যার্।

আগা পেলাম চেগাইয়া
গুড়ি পেলাম ভোগাইয়া
বাঁশ কাঁটিবার খোবে যার।
খাব খাব শীতলীর খাব
তার মধ্যে ধোড়া সাপ।
সাপ পেলাম পাকাইয়া
লড়ি আনলাম ঢাকাইয়া
লড়ি মোর বড় ভাই
আই বিলর টাই মাছ।

* * *

মামার কপিলি গাই
দিনে রাতে দুধ খাই।
সাত বউএতে সাত ছিবা
আমার্ত্তে এক ছিবা
এক ছিবা কাটিলুম
যমের ঝাঁক বান্ধিলুম্।
কালা গরু ধলা দুধ
বেচে যে পুতানির পুত।
হাটে ঘাটে দোষ নাই
গোরখ পোয়ার দোষ নাই
বাড়ীর পিছে কোত্তি
গরুর পেট ভর্ত্তি।

১৮৬

এক হৈলর্ দুই মাথা
হৈল্ গেইয়ে কৈল্গাতা।
(উঃ—নৌকা)

১৮৭

একা বুড়ী দোকা বুড়ী
তেকা বুড়ীর দাও
খোকন-মণি ঘুমায় না কো
তাকে নিয়ে যাও।

১৮৮

একে বেড়াল কালো
তায় গাঙ্ সাঁতরে এলো
তায় পাঁশ-গাদায় শুলো
রূপে জগৎ আলো!

১৮৯

এঙ্গা নাচের বেঙ্গা নাচের
আলু কচু খাই
সোনা পাগলা নাচন করের্
সুন্দর বউ পাই।

১৯০

এচক্ বেগুন পেচক হবে
ঝিঙে ধরবে মালী
সোনার যাদু মা বলবে
ঘুচবে মনের কালি!

১৯১

এচ্চি মেচ্চি ধান চৈল
ধানর ভিতর বিলাই পৈল।

পক্ষীরাজে মাছ মারে
ধোড়া সাপে লেজ লাড়ে।
এল ভাত বেল ভাত
রাজা কহে যে চুরির হাত কাট।

১৯২

এগুে থাই মাইর্‌লাম্ ছুরি
ছুরি গেল্ পাতাল ফুঁড়ি'
(উঃ—'কুচিয়া' নামক জলজীব।)

১৯৩

এতটাকা নিলে বাবা ছাঁদ্‌না তলায় বসে
এখন কেন কাঁদ বাবা গামছা মুখে দিয়ে।
আমরা যাব পরের ঘরে পর অধীন হয়ে
পরের বেটা মুখ করবে মুখনাড়া দিয়ে
তুই চক্ষের জল পড়বে বসুধারা দিয়ে।

১৯৪

এতদিন ছিল ধন কোন হিজুলির বনে ?
দুখিনীর দুঃখ দেখে এলেন ঘনে ঘনে
ষষ্ঠীতলার বানে কুড়িয়ে পেলাম ধনে।

১৯৫

এতর চিড়ি বেতর বান
যে ভাঙি দিত্ পারে তারে আধ বিড়া পাণ
(উঃ—ঝাঁটা)

১৯৬

এতল্ বেতল্ তামা তেতল
ধরতো বেতল ধরো না
ক' ধাপ খাবে বলো না ?
ইশ্ বিশ্ ধানের শিষ্
ক' ধাপ খাবি বলে দিস্ ;

১৯৭

এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর
তারি মাঝে ব'সে আছে শিব সদাগর !
শিব গেল শ্বশুরবাড়ী বসতে দিল পিঁড়ে
জলপান করতে দিল শালি ধানের চিড়ে।
শালি ধানের চিড়ে নয় রে বিন্নি ধানের খৈ
মোটা মোটা সবড়ি কলা কাগ্‌মারি দৈ।

১৯৮

এপারে ঢেউ ওপারে ঢেউ
মাঝখানে বসে আছে
গঙ্গারামের বৌ !

১৯৯

এপারেতে বেনা ওপারেতে বেনা
মাছ ধরেছি চুনোচানা।
হাঁড়ির ভিতর ধনে
গৌরী বেটী কনে।
নোকে[১] বেটা বর
টাঁকশালেতে চাকরি করে ঘুঘুডাঙ্গায় ঘর।

ঘুঘুডাঙ্গায় ঘুঘু মরে চাল ভাজা খেয়ে
ঘুঘুর মরণ দেখ্‌তে যাব এয়ো শাঁখা পরে।
শাঁখাটি ভাঙ্গল
ঘুঘুটি ম'ল।

২০০

এরন্‌ গোটা ভেরন্‌ গোটা
তিন গোদর ভাই
তিন ও গোদে যুক্তি করের
বৈদ্য বাড়ীত্‌ যাই।
উঠ উঠ বৈদ্য রে ভাত দেওরে খাই
শীতল পাটী বিছাই দেও গোদা রে নাই।

২০১

এলইন্‌ বেলইন্‌
হকল দেসে একই তেলইন্‌।
(উঃ—চন্দ্র বা সূর্য।)

২০২

এস জামাই বসো খাটে
পা ধোওগে গড়ের মাঠে
পিঠ ভাঙ্‌বো চেলা কাঠে
কেঁদে বেড়াবে মাঠে ঘাটে।

২০৩

এস পৌষ যেও না জন্ম জন্ম ছেড়ো না।
পৌষের মাথায় সোনার বিঁড়ি হাতে নড়ি কাঁকে ঝুড়ি

পৌষ আসছে গুড়ি গুড়ি।
আন্‌বো গাঙ্গের জল ঘরে বসে নেয়ো খেয়ো
বাহান্ন পৌটি হয়ো, ঘরে বসে পিটে খেয়ো
এমন সোনার পৌষ জন্ম জন্ম হয়ো।

২০৪

এস রে আমার নীলমণি
কোলে করে তোমারে খাওয়াই ননী।
চুরি কর কেন ননীচোরা
এত খেয়েও পেট হয়নি ভরা!

২০৫

এস রে আমার লক্ষ্মা ছেলে
ধুলোয় কেন পড়ি?
কেউ কি কিছু বলেছে রে
দিচ্ছ গড়াগড়ি।
দুধে ভাতে খাবে চল রে
চল আমার সোনা
যা চাইবে তাই পাইবে ধন
কেঁদ না কেঁদ না।

২০৬

ঐ চাঁদটি কাদের?
কপাল ভাল যাদের।
ঐ চাঁদটি কি করে?
বৌ নিয়ে খেলা করে।

২০৭

ও আমার ইঁদুর বাবাজী
কাপড় কেটেছ তার
ভাবনা কি ?
ও আমার ইঁদুর বাবাজী।

২০৮

ও আমার গোলাপ-সুন্দরী
গোলাপকে কে খাওয়ালে গুড়্‌মুড়ি ?
ও আমার গোলাপ-সুন্দরী !
গোপাল হাতী চড়ে ডঙ্কা মেরে
যাবেন মাছ বাড়ী
ও আমার গোলাপ-সুন্দরী !

২০৯

ও আমার জাদু বাছা কন্ বনেতে যায়
পিঁজরাতে বসি ময়না চিকন দানা খায়
উড়িয়া যাইতে ময়না ফিরিয়া ন চায়।

২১০

ও আমার নেংটি বাবাজী
মট্‌কায় বসে কাটুর কুটুর
বাওনায় বসে কর কি ?
ও আমার নেংটি বাবাজী !

২১১

ওই আসছে খোঁড়া জামাই ডিং ডিং বাজিয়ে
ক্ষীরের হাঁড়িতে দই প'ল ছাই খাক্ সে।

হাঁড়ায় আছে কাতলা মাছ ধরে আনগে
দুই দিকে দুই কাতলা মাছ ভেসে উঠেছে।
একটি নিলেন গুরুঠাকুর একটি নিলে টীয়ে
টীয়ের মার বিয়ে লাল গামছা দিয়ে।
লাল গামছায় হলো নাকো তারে এনে দে
তসর করে মসর মসর সাড়ী এনে দে
সাড়ীর ভারে উঠতে নারি শালারা কাঁদে।

২১২

ও উকুন বিবি মরি গেইয়ে
বকা সাত দিন উয়াস রৈয়ে
গাঙ্গর পানি কেনা হইয়ে
হাল্যা ময়নার চোখ কাণা হৈয়ে
মজুরর হাতত্ কাচি বান্ধি রৈয়ে
খস্যা চোবা হৈয়ে
বাঁদিনীর হাতত্ ঝাটা বান্ধি রৈয়ে
শাশুড়ীর হাতত্ পিছা বান্ধি রৈয়ে
বউঅর হাতত্ ভাতকাটি বান্ধি রৈয়ে
ময়না আয় রে আয়
মোর জাদুর সোনা মুখে
চুম দিয়ে যা।

২১৩

ও করলী করই ভাং
পেটর ভিতর নারকেল ভাং।
সাধু গেইয়ে কৈল্‌কাতা
ন আইএর্ যে কি কথা।

বটতল্ দি পালকী যার
সাধু বউএ তামসা চায়।
লাহানা হাটর পূব দি
মোকরালির ঘর
মোকরালি বিহা করে
করুণা সুন্দর !

২১৪

ও কুচিলা কুচিলা রে পিঠে তোর নাভি
ছা ন হইতে খালাস হৈল গাভী।
(উঃ = বন্দুক)

২১৫

ও কুলকুলনি গাছের আগাত্ ঢুলনি
পাঙ্গিলে হক্কলে খায়
লেডাং হই হাটত যায়।
(উঃ = তেঁতুল)

২১৬

ও খানে কে রে
আমি খোকা
মাথায় কি রে
আমের ঝাঁকা।
খাস নে কেন রে
দাঁতে পোকা
বিলুস্ নে কেন রে
ওরে বাবা।

২১৭

ও জামাই খেয়ে যারে
সাধের নূতন তরকারী
শিল ভাতে নোড়া ভাজা
কোদাল চড়্‌চড়ি।

২১৮ ক

ও নিন্দ্রালী মারে তুই আমারো
বাড়ীত আয়
আমারত্‌ আছে গুরা বাছা
লগে ঘুম যা।
ডাইলও দিয়ম চইলও দিয়ম্‌
রসাই করি খাইও
ঝড়রে নেহালি দিয়ম্‌
শুইয়া নিন্দ্রা যাইও।

২১৮ খ

ও নিন্দ্রালির মা আমার বাড়ীত্‌ আইও
গাল ভরি সুপারি দিয়ম
বাটা ভরি পান দিয়ম
বাছার চক্ষুর উপর বৈও।
ডাইলও দিয়ম্‌
চইলও দিয়ম্‌
রসাই করি খাইও।

২১৯

ও পাড়াতে যেয়ো না বঁধু এসেছে
বঁধুর পাতের ভাত খেয়ো না ভাব লেগেছে।

ভাব ভাব কদমের ফুল ফুটে রয়েছে
ঢাকন খুলে দেখ বড় বৌর খোকা হয়েছে।

২২০

ওপারে এক ময়রা বুড়ো
রথ ক'রেছে তের চূড়ো
বাঁদরে ধ'রেছে ধ্বজা
দিদি গো দেখ্‌সে মজা।

২২১

ওপারে জন্তিগাছটি জন্তি বড় ফলে
গো জন্তির মাথা খেয়ে প্রাণ কেমন করে।
প্রাণ করে আই ঢাই গলা হ'ল কাঠ
কতক্ষণে যাব রে ভাই হরগৌরীর মাঠ।
হরগৌরীর মাঠে রে ভাই পাকা পাকা ধান
পান কিনিলাম চূণ কিনিলাম
ননদ ভাজে খেলাম
একটি পান হারালে দাদাকে বলে দিলাম।
দাদা দাদা ডাক ছাড়ি দাদা নেইকো বাড়ী
সুবল সুবল ডাক ছাড়ি সুবল আছে বাড়ী।
আজ সুবলের অধিবাস কাল সুবলের বিয়ে
সুবলকে নিয়ে যাব আমি দিঙ্‌নগর দিয়ে।
দিঙ্‌নগরের মেয়েগুলি নাইতে নেমেছে
চিকন চিকন চুলগুলি ঝাড়তে লেগেছে
গলায় তাদের তক্তিমালা রক্ত ফুটেছে
পরণেতে ডুরে শাড়ী ঘুরে পড়েছে
দুই দিকে দুই কাতলা মাছ ভেসে উঠেছে।
একটি নিলেন গুরুঠাকুর একটি নিলেন টিয়ে

টিয়ের মার বিয়ে লাল গামছা দিয়ে।
অশথের পাতা ধনে গৌরী বেটি কনে
নকা বেটা বর
ঢ্যাম্-কুড়্-কুড়্ বাদ্যি বাজে চড়্ক ডাঙ্গায় ঘর।

২২২

ওপারে তিল গাছটি
তিল ঝুরঝুর করে
তারি তলায় মা আমার
লক্ষ্মী প্রদীপ জ্বালে।
মা আমার জটাধারী
ঘর নিকুচ্ছেন
বাবা আমার বুড়ো শিব
নৌকা সাজাচ্ছেন
ভাই আমার রাজ্যেশ্বর
ঘড়া ডুবাচ্ছেন।
ঐ আসছে প্যাথনা বিবি
প্যাক প্যাক প্যাক
ও দাদা ত্যাখ ত্যাখ ত্যাখ।

২২৩

"ও পারেতে কালো রং
বৃষ্টি পড়ে ঝম্ ঝম্।
এ পারেতে লঙ্কাগাছটি রাঙা টুক্‌টুক্ করে
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে।"
"এ মাসটা থাক দিদি কাঁদিয়ে ককিয়ে
ও মাসেতে লয়ে যাব পাল্কী সাজিয়ে।"

"হাড় হ'ল ভাজা ভাজা মাস হ'ল দড়ি
আয় রে নদীর জল ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।"

২২৪

ও পারেতে কুল গাছটি নৈ ছাগলে খায়
তার তলা দে আমার খোকন বিয়ে করতে যায়।
বিয়ে কর্ত্তে গিয়ে খোকন কি পায় যতুক্
হাতে পায়ে হীরের বালা মাথায় মটুক্।
শাশুড়ী এসে বলে "জামাই কেমন, না কালো"
শ্বশুড় এসে বলে "জামাই ঘর করেছে আলো!'

২২৫

ওপারে দুটো শিয়াল চন্দন মেখেছে
কে দেখেছে কে দেখেছে দাদা দেখেছে।
দাদার হাতে লাল লাঠিখান ফেলে মেরেছে
দুই দিকে দুই কাতলা মাছ ভেসে উঠেছে।
একটা নিলে কিঁয়ের মা একটা নিলে কিঁয়ে
ঢোকুমকুম্ বাজনা বাজে অকার মার বিয়ে।

২২৬

ওপারে যেও না ভাই
ফটিং টিংএর ভয়
তিন মিন্‌ষে মাথা কাটা
পায় কথা কয়।

২২৭

ওপারের কলাগাছটি লম্বা লম্বা চুল
ঢাক বাজে ঢোল বাজে কোন গাঁয়ের বর

দুষ্ট মাগী শাশুড়ী কনে বার কর।
বার করেছি বার করেছি জলের ঝারা দিয়ে
রামমণিকে নিয়ে যাবো বকুলতলা দিয়ে
বকুল ফুল কুড়ুতে পেয়ে গেলাম মালা
রাম ধনুকের বাদ্দি বাজে সীতারামের খেলা।
নাচ্‌ত বাপু সীতারাম কেঁকাল বাঁকিয়ে
আলো চাল খেতে দিব টেঁপর ভরিয়ে
আলো চাল খেতে খেতে গলা হলো কাট
হেথা কোথা জল পাবো তিরপুণীর ঘাট
তিরপুণীর ঘাটে রে ভাই ঝুরঝুরে বালি
চাঁদ মুখেতে রোদ লেগেছে তুলে ধর ডালি।
ডালিম গাছে পিরভু নাচে
তা ধেইধেই বাদ্দি বাজে।
আই গো চিন্‌তে পার
গোটা দুই অন্ন বাড়।
অন্নপূর্ণা দুধের সর
কাল যাবো মা পরের ঘর
খুড়ো দিলে বুড়ো বর
হে খুড়ো তোর পায়ে পড়ি
রেখে আয় মায়ের বাড়ী
মা দিলে সরু শাঁখা বাপ দিল বারি
ভাই নিলে হুড়কো ঠ্যাঙ্গা চল শ্বশুরের বাড়ী।

২২৮

ও পারের কুলগাছটি রামছাগলে খায়
তার তলা দিয়ে দ্রবময়ী শ্বশুরবাড়ী যায়
আগে যায়গো ভার বাউটি
পিছু যায়গো ডুলি

দাঁড়ারে কেবলা
মায়ে বোদ করি।
মা বড় নির্বুদ্ধি
কেঁদে কেন মর
আপনি ভাবিয়ে দেখ মা
কার ঘর কর।

২২৯

ও পোউআ তোর মৈষ কণ্ডে চরে ?
মুড়ার উপর।
কি খেড় খায় ?
কানাইয়ার আগা।
তোর মৈষে লাদে কেমন ?
পেরুয়া ভরা।
দুধ দে কেমেন ?
হাতয়া ভরা।
ও পোউআ.........কা মরা ?
ভাতে মরা।
ভাতে কনে ন দে ?
বউ এ ন দে।
বউঅরে ধরি মারিত ন পারস্ ?
পোআএ কান্দে।
পোআর নাম কি নাম ?
আকই বাকই।
বউঅর নাম কি নাম ?
নাটুয়া চড়ই
কেমেন নাচিবি নাচ্‌ত চাই।

২৩০

ও বাচা ন কান্দ্য রে ন ভাঙ্গ্যরে গলা
বাপে কান্দের দর্গ্যার হুকুম
দর্গ্যাও লড়ে
ভাইএ কান্দের বেলকি তলে
বেল পাতা লড়ে।
চক বাজারের দখিন দি
জমিলা বু কান্দের যে
চিকন চিকন গলা
একখান ছাম্মান যার্ রে
নৌকা কাঁড়ি দি
হিন্দু বেটা ছুয়ান ধৈর্‌গ্যে
পোঁদে আঙুল দি।
দুম দুম তালত ভাই
যমুনা কান্দের্ কিঅর লাই।

২৩১

ও বাছা ন কান্দিও না ভাঙিও গলা
কাইল বেহানে আনি দিয়ম্ চক বাজারের লোলা
চক বাজারের দক্ষিণ দিগে
তোমার মাতা কান্দের যে চিকন চিকন গলা।
হাটুআ লোকে কয় যে
ই তার বাড়ীত্ কি
ই-তার বাড়ীত্ একজনরে বান্ধি এড়্গে
মৈষর লড়াই দি।

২৩২

ও বিশে খাজনা দিসে
আজ মাসের উনত্রিশে।

২৩৩

ও বুড়ি ও বুড়ি ফুতা কাট
কাইল বেহানে অলি হাট।
অলি হাটত্ যাবি নী
চড়্কা বান্ধা দিবি নি
চড়্কা নিল হিয়ালে
বুড়ী কান্দের্ বিয়ালে।

২৩৪

ও বুড়ী ও বুড়ী ফুতা কাট্
কাইল বেহানে গজর হাট
গজর হাটত্ যাতুম্ চাম্
চড়্কা চড়্কী আন্তুম চাম্।
মামা আইএর ঘামিয়া
ছাতি ধরি লামাইয়া
ছাতির উপর কদম ফুল
ভেরুআ নাচন্ নাদান ফুল।
হাত কাটিলুম ডোঁয়া ডোঁয়া
চালত্ ফেলাইলুম্ দা
বড় ভৈনরে বিয়া দিয়ে
ছ পুতের মা।
সুন্দরী গেইয়ে পানীর লাই
বাহু লাড়া লাড়া
হাতত্ দিয়ে বাজুবন
মাদুলী ছাড়া ছাড়া।

২৩৫ক

ও বুড়ী বুড়া কুটনী
আহল্যা ভরি মুতনী

আহল্যা নিল হোঁতে
তহ বুড়ি মুতে।

২৩৫খ

পাগলি সরায় বসে— [১]
সরা গেল ভেসে পাগলি মল হেসে।

২৩৬

ও বুড়া বুড়ী কুটনী
গরু চরাতি যাবিনি
যাইম যাইম বিয়ালে
কুড়া নিল হিয়ালে।
জামাই আইলে কি বুলিম্
ধুতি পিন্ধি নিকলিম্
খাস্যা পাতা ভরি দিম্
এক্কে টানে উড়াই দিম্।

২৩৭

ও বোলাএ ন খায় খোলা ইঁচা
ও বোলার গরুএ ন খায় ধান
ও বোলা তুই পাক্কা মোছলমান।

২৩৮

ও বৌ ফুট্ করলো কি? কাঁঠাল বিচিটি
আন দেখি রে খাই পুড়ে হয়েছে ছাই।

২৩৯

ওরে আমার কাল সোনা
বউ মেরেছে তিনটে ঠোনা

তা বলে কি দুধ খাবে না ?
বেঁচে থাক্‌রে চূড়া বাঁশী
কত শত আসবে দাসী
সবাই মিলে খেলে ননী
বাঁধা গেল আমার নীলমণি ।

২৪০

ওরে আমার ধনখানি
হিচল তলার বনখানি ।
ধন ধন ধন ধনা
পাকোড়োর গাছের ফেনা
হয় না কেন ভিন্‌কা খুকী কানে দিব সোণা ।

২৪১

ওরে আমার ধন ছেলে
পথে বসে বসে কান্‌ছিলে
মা বলে বলে ডাক্‌ছিলে
ধুলো কাদা কত মাক্‌ছিলে
সে যদি তোমার মা হত
ধুলো কাদা ঝেড়ে কোলে নিত ।

২৪২

ওরে আমার সোনা
এতখানি রাতে কেন বেহন ধান ভানা ?
বাড়ীতে মানুষ এসেছে তিন জনা
বাম মাছ রেঁধেলি শোল মাছের পোনা ।

২৪৩

ওরে আমার সোনা
সেকরা ডেকে মোহর কেটে গড়িয়ে দেব দানা ।[১]

২৪৪

ওরে আমার সোনার নাড়ু
কেঁদ না রে কেঁদ না।
কোঁড়ো ভালা রে ? কৌটি যিবি রে ?
চৌকিদারো হুঁকো মারিছি
চৌকিদারো হুঁকো মারিছি !

২৪৫

ওরে ও নটে শাক
তোর দেশে কি এই বিচার
ইঁদুর বেড়ালে ধরে খায়
শুন গো মা ভগবতী
ছাগলে গিলেছে হাতী
পুঁটিমাছ তানপুরা বাজায়।

২৪৬

ওরে ওরে কুঁইলা
কোড়ে কোড়ে গেইলা।
চাইর মাথা বার ঠেং
কোড়ে কোড়ে দেইলা।
(উঃ=দুগ্ধ দোহনরত দুই লোক ও সবৎসলা গাভী।)

২৪৭

ও ললিতে চাঁপকলিতে
একটি কথা শুন্‌সে
রাধার ঘরে চোর ঢুকেছে
চূড়ো বাঁধা মিন্‌সে।

২৪৮

ওলো লো শিমূল ফুল
খাইছ কি ? চিরা গুড়।
শুকাইছ ক্যান্ ? ভাতে
ছেলে দুটি কান্দে।
ছেলে দুটির নাম কি ? এরণ ভেরণ
তোমার নাম কি ? চণ্ডীচরণ।
বউর নাম কি ? ঢেপ্‌সা গুটি
তুলোর ডাঁটি
যাইতে হবে সিদ্ধকাটি।

২৪৯

ও হলন্ত্যা গুয়া খা
ছিরিপুর বেড়াই যা।
ছিরিপুরর কন্ ঘাঁটা
পূব দুয়ার্গ্যা মাদার কেঁটা
মাদার কেঁটা হেট করি
আস্তন্ লক্ষ্মী বল করি।
আস্তন্ লক্ষ্মী যাইবাক্ কই
খাট বিছাই দে বস্তক্ গই
খাটর তলে বাঘর ছা
হাড়ুম হুড়ুম করে রা
যে ন মাতে তারে খা।

২৫০

ওঁস্ খোস বুক টান
কন্ জন্তর চাইর কান্।
(উঃ = ঘর)

২৫১

ক খ গ ঘ ঙ
কে মেরেছে বল না
মাথা হেঁট কর না
বলে দিলে খেলব না।

২৫২

কচি কচি পেয়ারা পাতা
ও ঠাকুমা যাচ্ছ কোথা
আমি যাচ্ছি কলকাতা
আনতে সোণার কাজললতা।
ওকি আমি পরতে পারি
দূর হয়ে যা শ্বশুরবাড়ী।

২৫৩

কট্‌কটেটা বলে আমি
এই গাছে আছি
যে ছেলেটা কাঁদে তার
জুল্‌পী ধরে নাচি।

২৫৪

কড়ি দিয়ে কিন্‌লাম
দড়ি দিয়ে বাঁধলাম
হাতে দিলাম মাকু
এখন 'ভ্যা' কর তো বাপু।

২৫৫

কত মুনির মনস্তাপ
কত কাত্যায়ণীর জপ

কত উপোস মাসে মাসে
তবে ধন এসেছে দেশে।

২৫৬

কত সাধ যায় গো চিতে
বেগুণ গাছে আঁক্‌শি দিতে।

২৫৭

কন্‌ কন্‌ কন্‌ ?
চালে দুই গাছ ছন্‌
লট্‌কি লট্‌কি বাতাস করে
উড়াই নিত মন।

২৫৮

কলা গাছ কুটুম [১]
বৈশেখ বাটুম
গৌরা এলো ঝি রে
তার কপালে বুড়ো গড্ডি [২] আমি দেব কি ?
অঙ্কা ভেঙ্গে শঙ্কা গেল
মদন মোহন করি [৩]
বিয়ের বেলায় দেখতে যাব
বুড়ো চাঁপ দাড়ি
বুড়ো তোর নল গেল ভেসে
তুই তামাক খাবি কিসে।

২৫৯

কহ সখি কৃষ্ণতত্ত্বকথা
কৃষ্ণ পাব কোথা ?

কৃষ্ণ মথুরায়
কৃষ্ণ পাতকী তরায়।

২৬০

কাউয়া কা কা বৈল বিচি বা খা
সুন্দরীরে বিয়া করি ঢাকা চলি যা।

২৬১

কাক ঝিঁঝি বকুল-বিচি
কাকের গলায় শিকল গাছি
শিকল ধরে দিলাম টান
ঝিঁঝি ভেঙে খান খান।

২৬২

কা কা কা কাকের ছানা
ভাত খায় না খোকন ধনা।
কাগা বগা আয় আয়
দেখসে খোকা ভাত খায়।
লক্ষ্মী আমার পেটের বাছা
চাঁদপানা মুখ
গাল বেয়ে দুধ ঝরে
টুপ টাপ টুপ।

২৬৩ ক

কাজল বলে আজল আমি রাঙ্গা মুখে যাই
কালো মুখে গেলে আমার হতমান হয়।

২৬৩ খ

কাজল বলে উজল আমি গৌর মুখে থেকে
হতমান হবে আমার গেলে কালো মুখে।

২৬৪

কাঠবেড়ালি কাঠবেড়ালী
কাপড় কেচে দে
তোর বিয়েতে নাচতে যাবো
ঝুমকো কিনে দে
ঝুমকোর ভিতর পাকা পান
বিবি হচ্ছে মোছলমান।

২৬৫

কাণকাটা কৈ মাছে তাল গাছ বায়
পোচ্ছরা বেটিবা দরবারত্ যায়।
(উঃ=টাকা)

২৬৬

কাণকাটার মা বুড়ী
বেড়ায় গুড়ি গুড়ি
এক হাতে নুনের ভাঁড়
আর এক হাতে ছুরি
যে ছেলেটা কাঁদে তার
নাকটি কেটে কানটি কেটে
দেয় গড়াগড়ি।

২৬৭

কাণামাছি ভোঁ ভোঁ
যাকে পাবি তাকে ছোঁ।

২৬৮

কাদা শাওলার পথ
বাদলা ভাঙা রথ
মোটা কাপড়ের বাসি
নিদন্তের হাসি
আমি বড়ই ভালবাসি।

২৬৯

কানাইর মাথাত্ লাল পাগড়ী
পাকাইয়াছে ছিক্কা দড়ী
সকলে বেচে দধি দুগ্ধ
কানাইয়ে গণে কড়ি।
কানাই ন যাইও গোপাল পাড়া
ভাঙিব তোমার হাতের বাঁশী
ছিঁড়িব তোমার গলার মালা।

২৭০

কান্দেরে কালারির পোয়া
জালা মিঠার লাগিয়া
অপূর্ব সন্দেশ বান্ধে
কানাইর লাগিয়া।

২৭১

কান্ধার উপর কান্ধা
যে ভাঙি দিত্ ন পারে তার বাপ হুদ্দা গাদা।
(উঃ = কলার ছড়া)

২৭২

কার ধনটি ছেলে
নাচে হেলে দুলে
হামা দিয়ে আয় রে বাছা
করব তোরে কোলে
দুদু খেয়ে সোনার যাদু
আবার যেও চলে।

২৭৩

কার পেটেরে দুয়ো
কার পেটেরে সুয়ো
বলে গেছেন কোলে রাজা
খা বুড়ি দুটো চাল কড়াই ভাজা।

২৭৪

কার বাপধন দিচ্ছে হামা
বলছে মুখে মা মা মা মা !
এ যে দেখি আমার দুলাল
চুমো দাও তো দুটি গাল।

২৭৫

কার লেগে বাড়ালেম রে কাল রে তুলসী
গৌরীর লেগে বাড়ালেম রে গৌরী এমন ঝি।
মা আমার কে লয়ে যায়
সোনা আমার কে লয়ে যায়।
মা কাঁদে বাপ কাঁদে পেটারী সাজায়ে
খেলাবার সঙ্গিনী কাঁদে ধূলায়ে লুটায়ে
এমন ইচ্ছে করে বাবা গলায় দি কাটারি।

মারে মোর কে লয়ে যায়
সোনারে মোর কে লয়ে যায়।

২৭৬

কালো নয় আমার কেলে সোনা
জলেতে ঝাঁপ দিও না
হারালে আর পাব না।

২৭৭

কালন্তর হাপে ডিমা পাড়ে
কেহএ গণিত্‌ন পারে।
(উঃ = তারা)

২৭৮

কালা কালা দাঁওনা কালা ঘাস খায়
রাইত হইলে দাঁওনা খোরইলত্‌ যায়
(উঃ = নাপিতের ক্ষুর।)

২৭৯

কালা কুঁইলা জলত্‌ ভাসে
হাড্‌ডি নাই তার মাংস আছে।
(উঃ = জোঁক)

২৮০

কালা ছাগলর গলাত্‌ দড়ি
হাটে নিলে কাড়াকাড়ি।
(উঃ = তেলের 'ডাউর')

২৮১

কালা রসি মলা বাঁধে ঢাল মিঠা দিয়া
অপূর্ব সন্দেশ বান্ধে পিতার লাগিয়া।

২৮২

কালি ঘোটন কালি ঘোটন
সরস্বতীর পায়
যার দো'তে ঘন কালি
আমার দো'তে আয়।

২৮৩

কাঁকড়ার উক্তি—
ধাওর্ যে বেটা ঠেং নাই তোর্তে
কেঁছোর উক্তি—
মাথা নাই বেটা হুনলি কারতে।
কাঁকড়ার উক্তি—
ছমাস আগে মৈর্গে যে হুন্লাম্ তারতে।
(উঃ = কাঁকড়া, কেঁছো ও ঢোল।)

২৮৪

কাঁদুনে রে কাঁদুনে কুলতলাতে বাসা
পরের ছেলে কাঁদবে বলে মনে করেছ আশা।
হাত ভাঙ্গ্ব পা ভাঙ্গ্ব করব নদী পার
সারা রাত কেঁদ না রে যাদু ঘুম' একবার।

২৮৫

কাঁধে আইএ কাঁধে যায়
বিনা দোষে মারণ খায়।
(উঃ = ঢোল)

২৮৬

কি কথা ? বেঙের মাথা।
কেমন বেঙ ? স্থরু বেঙ।
কেমন স্থরু ? বামণ স্থরু।
কেমন বামণ ? ভাট বামণ।
কেমন ভাট ? ঘোড়ার চাট।
কেমন ঘোড়া ? আচ্ছা ঘোড়া।
কেমন আচ্ছা ? বাঁদর বাচ্ছা।
কেমন বাঁদর ? মুড়ার বাঁদর।
কেমন মুড়া ? পাতা মুড়া।
কেমন পাতা ? মিছা কথা।

২৮৭

কি খাবার মনবাবু কি খাবার মন
হাটের চুঁচড়া মাছ বাড়ীর বেগুন
সে খেয়ে খোকাবাবুর এতই নাচন।

২৮৮

কি ধন কি ধন বেণে
কে দিলে তোমায় এনে।
তার নাগাল যদি পেতাম
তোমার মত সোনার বাঁদ
আর গোটা দুই চেতাম।

২৮৯

কি রান্না রেঁধেছিল পিসি [১]
পাটশাগের ঝোল
খাঁদা নাকের গড়গড়ানি [২]
পাড়া গণ্ডগোল ।

২৯০

কি লাগি কাঁদেরে বাছা কি ধন বা চায় ?
আনিয়া দিব গগন ফুল
একই ফুলের লক্ষই মূল ।
সে ফুলে গাঁথিয়া পরাবো হার
সোনার বাছা কেঁদ না আর ।
মাখাব কুঙ্কুম কস্তূরী চূয়া
রাজার মেয়ে করাবো বিয়া ।

২৯১

কিসে আদা কিসে নুন
ঠাকুরদাদার কথা শুন ।

২৯২ ক

কিসের লেগে কাঁদ খোকা কিসের লেগে কাঁদ
কিবা নেই আমার ঘরে ?
আমি সোণার বাঁশী বাঁধিয়ে দেব
মুক্তা থরে থরে ।

২৯২ খ

কিসের জন্যে কাঁদ রে যাদু
কি না দিতে পারি ?
ঠোঁট ফুলায়ে কাঁদ রে যাদু
সেই দুঃখে মরি ।

কিসের জন্যে কাঁদ রে গোপাল
কি না আছে ঘরে
সোনার ভাঁটা খেলতে দেব
মুক্তা থরে থরে।

২৯৩

কুকুরে বাজায় টুমটুমি
বানরে বাজায় ঢোল
টুনটুনিয়ে টুন্‌টুনালো
ইন্দুরে বাজায় খোল।
সাপের মাথায় বেঙনাচুনি
চেয়ে দেখ না খোকনমণি !

২৯৪

কুড়াই কাড়াই ধুপ্পুর।
(উঃ = বাড়া দেওয়া ধান ভানা।)

২৯৫

কে ধরেছে কে মেরেছে কে দিয়েছে গাল
খোকার গুণের বালাই নিয়ে মরে যেন সে কাল

২৯৬

কেন যাদু আমার কেঁদেছে
যাদুকে কি কেউ মেরেছে
নয় ত কি কেউ ব'কেছে
কোথা যাদু খেলছিলে
কে দিয়েছে কাণ মলে ?

২৯৭

কে বকেছে কে মেরেছে
কে দিয়েছে গাল ?
তাইতো খোকা রাগ করেছে
ভাত খায়নি কাল।
কে বকেছে কে মেরেছে
দুধের গতরে ?
আধসের চাল দেবো তার
গালের ভিতরে।

২৯৮

কে বলেছে মন্দ কে দিয়েছে গাল
কিসের তরে কাঁদে আমার ননীর গোপাল !
খোকন কেন কাঁদে ? খোকার মা রাঁধে।
ও খোকার মা ঘরে এসো গো
তোমার তরে কেঁদে কেঁদে খোকা সারা হল গো !

২৯৯

কে বলে রে আমার গোপাল বোঁচা
সুখ সাগরের মাটি এনে নাক করিব সোজা।
কে বলে রে আমার গোপাল কালো
পাটনা থেকে হলুদ এনে দেশ করিব আলো।
কে বলেরে আমার গোপাল নেড়া
বাঁশনী বাঁশের ঝাড় কেটে গড়িয়ে দেবো আড়া !

৩০০

কে বলে রে খাঁদা
খাঁদায় মন বাঁধা !
আমার খাঁদা নয়ত কি ?
খাঁদা নাকে নোলক গড়িয়ে দি।

৩০১

কে মেরেছে কে ধরেছে সোণার গতরে
আধকাটা চাল দেব গালের ভিতরে।
কে মেরেছে কে ধরেছে কে দিয়েছে গাল
তার সঙ্গে গোসা করে ভাত খাওনি কাল।
কে মেরেছে কে ধরেছে কে দিয়েছে গাল
তার সঙ্গে কোঁদল করে আসব আমি কাল।
মারি নাইকো ধরি নাইকো বলি নাইকো দূর
সবে মাত্র বলেছি গোপাল চরাওগে বাছুর।

৩০২

কে রে, কে রে, কে রে
তপ্ত দুধে চিনির পানা
মণ্ডা ফেলে দে রে।

৩০৩

কেঁচা অক্তে লুতুর মুতুর পাকিলে সিন্দূর
এই দস্তান যে ভাঙিত্‌ন পারে
তে হয় যে বাত্যা উন্দুর।
(উঃ = পাতিল)

৩০৪

কেঁদ না আর যাদুমণি
আন্‌বো তোমার বৌ
সোণা হেন রংটি তাহার
ঠোঁটে আলতাগোলার ঢেউ।

৩০৫

কেঁদনারে নীলমণি কাঁদলে গলা ভাঙ্গবে
রাত পোহালে বাঁশী দেব যত সোণা লাগবে।

৩০৬

কেঁদ না রে সোণার যাদু
কাঁদলে হবে কি
যে বকেছে তোমায় তার
গরম ভাতে ঘি।

৩০৭

কেঁদ না রে সোণার যাদু
মা গেছে ঘাটে
খেয়ো এখন সব দুধ যত পেটে আঁটে

৩০৮

কৈ গেছিলা? শিশির পাড়া।
কি দেখিলা? কি শুনিলা?
মানুষের মাথা গরুর মাথা
ধোপাবাড়ীর ছাই
আজ অবধি বাছার আমার
কান্দাকাটি নাই।

৩০৯

কোটি কোটি ভুঁই কোটি কোটি আইল
হেগে রুইলাম নানান শাইল
রাত হৈলে পাকেও না ফুলেও ফলে না।
(উঃ = হাট)

৩১০

কোড়াল বলে কোড়ালী এবার বড় বাণ
উঁচু করে বাঁধো ভিটে খুঁটে খাবো ধান।
ধান খাবোনা পান খাবোনা খাব সরের নাড়ু
দুই হাত ভরিয়ে দেবো স্থবর্ণের খাড়ু।
স্থবর্ণের খাড়ু না রে—এ যে দেখি রাঙ্
কোথা যেয়ে পাবো আমি পদ্মাবতীর গাঙ্।
পদ্মাবতীর গাঙ্ দিয়ে সাধুর নাও চলে
আড়াই কুড়ি ডিম লয়ে কোড়াল ডাক ছাড়ে।

৩১১

কোথায় আমার চাঁদমণি
মুচকি হাসি মুখখানি!
ঝাঁপিয়ে কোলে আয় দেখি মা
গাল ভরে দি হাজার চুমা!

৩১২

খকন খকন পায়রাটি কোন বিলেতে চর
খকন ব'লে ডাক্‌লে পরে মায়ের কোলে পড়।

৩১৩

খায় দায় পাখীটি
বনের দিকে আঁখিটি।

৩১৪

খাল কুলে কুলে লাগাইলুম্ কচু
কুর্গালে কৈল্ল' বাসা
অজাতির সঙ্গে সম্বন্ধ করি
গায়ে ন সহিল কথা।

৩১৫

খাল কূলে কূলে হেলাইয়া ঢুলে
গল্লা নাই বেটা মানুষ গিলে।
(উঃ = কোর্তা)

৩১৬

খাঁদা নাক পরলের চাক
নাক উঠেছে ঝাঁক ঝাঁক
হ্যা দেখে যা কনের বাপ
কোন্ খানটা খাঁদা নাক ?
খাঁদা কি বলতে দেব
সোণা দিয়ে নাক বাঁধিয়ে দেব।

৩১৭

খাঁদা বোচ্কা বাঁধা
গরু চরাতে যায়
কোপ্নি বাঁধা দিয়ে খাঁদা
মণ্ডা কিনে খায়।

৩১৮

খিদেয় গোপাল কাঁদে
দে গো মা তুই নবনী
কেঁদোনা কেঁদোনা বাপা কোলে এস আপনি।
তুমি আমার ধন
কোলে করে নিয়ে যাব শ্রীবৃন্দাবন।

৩১৯

খুকী আমার কৈ! খাটে শুয়ে ঐ
খুকীর আমার কোন বাড়ী ?
নষ্ট হৈল চিনি কর্পূর অম্বল হোল দৈ।

খুকীর আমার কোন বাড়ী ?
আগা পাছা ফুল বাড়ী
ডাক ডাক বোধ করি
কুলীন কন্যা দান করি।

৩২০

খুকীমণি দুধের ফেণী বও গাছের মৌ
হাড়ি ডুগডুগানি উঠান ঝাড়নি মণ্ডাখেকোর বৌ।

৩২১

খুকু এসেছে বেড়িয়ে
পায়ের ঘুঙুর হারিয়ে
গেছে গেছে হারিয়ে
আবার দেবো গড়িয়ে
দুধ আন গো জুড়িয়ে।

৩২২

খুকুনবালা টাকার ছালা
মট্‌কী ভরা ঘি
খুকুর ভাতে ভোজ হ'ল না
ছি! ছি! ছি!

৩২৩

খুকুনমণি দুধের ফেণী
কৌ গাছের মৌ
সব ছেলেদের বল্‌ব খুকুন
হাঁড়ীখাকীর বৌ।

৩২৪

খুকু বড় সেয়ানা
খেলে নিয়ে খেলানা
হাসে কাঁদে এক সাথ
পড়ে যায় চিৎপাত।

৩২৫

খুকু বল্‌তে পারে কইতে পারে
সইতে পারে না।
খেতে পারে নিতে পারে
দিতে পারে না।

৩২৬

খুকুমণির বিয়ে কাল
আধখানি মুসুরের ডাল
বর খাবে বরযাত্রী খাবে
পাড়াপড়শী এলে পাবে
নর্দমা দিয়ে ভেসে যাবে।

৩২৭

খুকু যাবে খেলা করতে সঙ্গে যাবে কে
ঘরে আছে ময়রা বুড়ো তাকে পাঠিয়ে দে।
খুকু যাবে শ্বশুরবাড়ী সঙ্গে যাবে কে
ঘরে আছে কালাচাঁদ তাকে পাঠিয়ে দে।
খুকু যাবে চান করতে সঙ্গে যাবে কে
ঘরে আছে ময়না দিদি তাকে পাঠিয়ে দে

৩২৮

খুকু যাবে শ্বশুরবাড়ী
সঙ্গে যাবে কে ?
বাড়ীতে আছে হুলো বেড়াল
কোমর বেঁধেছে।
আম কাঁঠালের বাগান দেবো
ছায়ায় ছায়ায় যেতে
শান-বাঁধানো ঘাট দেবো
পথে জল খেতে।
ঝাড়-লণ্ঠন জ্বেলে দেবো
আলোয় আলোয় যেতে
উড়কি ধানের মুড়কি দেবো
শাশুড়ী ভুলাতে।
শাশুড়ী ননদ বল্‌বে দেখে
বৌ হয়েছে কালো
শ্বশুর ভাসুর বলবে দেখে
ঘর করেছে আলো।

৩২৯

খুরোর উপর খাটখানি
তার উপরে যাদুমণি
যাদুমণি খেলা করে
গাল বেয়ে লাল ঝরে।

৩৩০ক

খুঁকুরাণীর বিয়ে দেব হপ্তমালার দেশে
তারা গাই বলদে চষে
হীরেয় দাঁত ঘষে।

রুই মাছ পটলের শাক ভারে ভারে আসে
তার মা কোণে বসে বসে বাচে
পাড়া প্রতিবাসী চাইতে এলে
বলে আর কি আমাদের আছে।
আম কাঁঠালের বাগান দেব ছায়ায় ছায়ায় যেতে
সরু ধানের চিঁড়ে দেব শাশুড়ী ভোলাতে।

৩৩০খ

খোকোমণির বিয়ে দেব
হট্টমালার দেশে
তারা গাইবলদে চষে
তারা হীরেয় দাঁত ঘষে।
রুই মাছ পালঙ্গের শাক
ভাঁড়ে ভাঁড়ে আসে
খোকোর দিদি কোণায়
বসে বাছে
কেউ দুটি চাইতে গেলে
বলে আর কি
আমার আছে।

৩৩০গ

খোকনমণির বিয়ে দেবো
হট্টমালার দেশে
তারা গাই বলদে চষে
তারা হীরেয় দাঁত ঘষে
রুই মাছ কাতলা মাছ
ভারে ভারে আসে
তাই দেখে খোকার মা
পেছন ফিরে বসে

৩৩০ ঘ

খুকুমণির বিয়ে দেবো
হাটমালার দেশে
তারা গাই বলদে চষে
তারা হীরেয় দাঁত ঘষে
তারা রূপার খাটে পা ছড়িয়ে
সোণার খাটে বসে।

৩৩১

খেজুর পাতা নল
বিঁধব কোথায় বল।

৩৩২

খোকন আমাদের ধন ছেলে
কাঁদতে জানে না
ঘুম পাড়ালে ঘুমিয়ে পড়ে
জেগে থাকে না
খাবার দিলে খেয়ে ফেলে
ছড়িয়ে ফেলে না
বই দিলে পড়ে ফেলে
ছিঁড়ে ফেলে না।

৩৩৩

খোকন আমার ধন ছেলে
পথে বসে বসে কান্‌ছিলে
মা বলে বলে ডাকছিলে
গায়ে ধূলা কত মাখ্‌ছিলে।

ষষ্ঠীতলায় এল বান
আমি কুড়িয়ে পেলাম সোণার চাঁদ।
আর বার দুই যাব
আর গোটা চার আনবো ।

৩৩৪

খোকন আমার সোনা
কোন্ পুকুরে মাছ ধরেছে
শুধুই ডানকোনা।

৩৩৫

খোকন এল বেড়িয়ে
পায়ের নূপুর হারিয়ে
গেছে গেছে হারিয়ে
আবার দেবো গড়িয়ে
দুধ আন গো জুড়িয়ে।

৩৩৬

খোকন খেলে কোনখানে
শাল পিয়ালের বনখানে।
সেখানে খোকন কি করে
থোকা থোকা ফুল পাড়ে।

৩৩৭

খোকন খোকন করে মায়
খোকন গেল কা'দের নায়
সাতটা কাকে দাঁড় বায়
খোকন রে তুই ঘরে আয়।

৩৩৮

খোকন খোকন গন্ধ কয়
খোকন ছুঁলে নাইতে হয়।

৩৩৯

খোকন খোকন ডাক ছাড়ি
খোকন শুনতে পায় না কানে
কাণবালা গড়িয়ে দেবো
ভাদ্রমাসের ধানে।

৩৪০ক

খোকন খোকন ডাক পাড়ি
খোকন আমাদের কার বাড়ি
আয় রে খোকন ঘরে আয়
দুধ মাখা ভাত কাকে খায়।

৩৪০খ

খোকন খোকন ডাক ছাড়ি
খোকন গ্যাছে গো কার বাড়ী
খোকন গ্যাছে গো খেলা করতে
কদম গাছের তলে
ডাকলে খোকন সাড়া দেয় না
ইস্কুল যাবার ডরে
আয়রে খোকন ঘরে আয়
তোর দুদ মাখা মুড়ি বেড়ালে খায়
তোর চাঁচি মাখা মুড়ি মাছিতে খায়
আয়রে খোকা ঘরে আয়।

৩৪০গ

খোকন খোকন ডাক পাড়ি
(আমার) খোকন গেছে কার বাড়ী।
আয়রে খোকন ঘরে আয়
তোর দুধ মাখা ভাত বেড়ালে খায়
তোর গুড় মাখা মুড়ি বেড়ালে খায়।

৩৪১

খোকন গেছে সেই পাড়া
ভাত হ'তেছে কড়কড়া
ব্যান্নন হ'ল বাসি
খোকন আজকে উপবাসী।

৩৪২

খোকনমণি বড় হয়ে
বসবে সিংহাসনে
কত অন্ধ আতুর বেঁচে যাবে
খোকনমণির দানে
খোকন মায়ের কথা ভুলো না
পাপ কর্ম করো না।

৩৪৩

খোকনমণি ভাঁড়ের ননী
নাম রেখেছে মায়
সদাই খোকন বিরস বদন
মণ্ডা খেতে চায়।

৩৪৪

খোকনমণি হারা
যাস্‌নে গোয়ালপাড়া

হাতের বাঁশী কেড়ে নিয়ে
বলবে মাখন-চোরা।

৩৪৫

খোকন মোহন চৌধুরী বৌটি হবে সুন্দরী
একটু ন্যাকা হাবা
রেঁধে বেড়ে ডাকবে খোকায়
ভাত খাওসে বাবা।

৩৪৬

খোকন যাবে নায়ে গুজ্‌রি ঘুঙুর পায়ে
পাঁচশ টাকার জামাজোড়া খোকন ধনের গায়ে.
মন্দা মন্দা বাতাস লাগে খোকন রাজার পায়ে।

৩৪৭

খোকন যাবে শ্বশুরবাড়ী
খেয়ে যাবে কি ?
ঘরে আছে গমের ময়দা
শিকেয় আছে ঘি
একটুখানি দাঁড়াও খোকন
জিলিপী ভেজে দি।
খোকন যাবে শ্বশুরবাড়ী
খেয়ে যাবে কি ?
ঘরে আছে তপ্ত মুড়ি
মেনা গাইয়ের ঘি।

৩৪৮

খোকন শোবে ঘরে
ঘর ঝক্ ঝক্ করে।

সোনার সিঁথি গড়িয়ে দেবো
মুক্তা থরে থরে।

৩৪৯

খোকনসোনা চাঁদের কণা
এক রত্তি ছেলে
আর কিছু ধন চায় না খোকন
মায়ের কোলটি পেলে।

৩৫০

খোকনের মা ঘরে নাই
শুয়ে ঘুম যায়
মাচার নীচে শুয়ে খোকন
আঙ্গুল চুষে খায়।

৩৫১

খোকা আমাদের কই
জলে ভাসে খই
শুকোলো বাটার পান
অম্বল হল দই।

৩৫২

খোকা আমার খোকা আমার
তুলতুলসীর পাতা
বেনা বনের গুচ্ছ আমার
রাখবে বুকে মাথা।
মৃগনাভির কৌটা আমার
খোকা ঘুম যায়

গুগ্‌গুল্‌ ধূপধূনার আবেশ
খোকার চোখে আয়।

… … …

হাত পা নেড়ে কান্না কেন কান্না কেন এত ?
চাঁদ উঠেছে ঘুমোরে তুই সোনার চাঁদের মত
একটি দিয়ে চুমো ঘুমোরে তুই ঘুমো।

৩৫৩

খোকা আমার বাবু
ঘোড়ায় চড়ে যাবু
ডুগডুগি বাজাবু
একখিলি পানের তরে
বৌ বাঁধা দিবু।

৩৫৪

খোকা আমার সোনা
চার পুকুরের কোণা
বাড়ীতে সেকরা ডেকে মোহর কেটে
গড়িয়ে দেবো দানা
তোমরা কেউ করো না মানা।[১]
খোকা আমাদের লক্ষ্মী
গলায় দেবো তক্তি
কাঁকালে দেবো হেলে
পাক দিয়ে দিয়ে বেড়াবে
বড় মানুষের ছেলে।

৩৫৫

খোকা এল কৈ
ভোজ রেখেছি খই।

গরম দুধ সবড়ি কলা
খাবে খোকা বিকেল বেলা।

৩৫৬

খোকা এল বেড়িয়ে
দুধ দাও গো জুড়িয়ে
দুধের বাটি তপ্ত
খোকা হলেন ক্ষ্যাপ্ত।

৩৫৭ক

খোকা খোকা ডাক পাড়ি
খোকা গিয়েছে কার বাড়ী
আনগো তোরা লাল ছড়ি
খোকাকে মেরে খুন করি।

৩৫৭খ

খোকন খোকন ডাক ছাড়ি
সোনার খোকন কার বাড়ি
আন গো তোরা লাল ছড়ি
খোকন মেরে খুন করি।

৩৫৮

খোকা গেছে মাছ ধরতে দেবতা এল জল
ও দেবতা তোর পায়ে ধরি খোকন আসুক ঘর।
কাজ নাইকো মাছে আগুন লাগুক মাছে
খোকনের পায়ে কাদা লাগে পাছে!

৩৫৯

খোকা গেছে মাছ ধরতে
হলদিগুড়ির মাঠে

খোকার গায়ে কাদা দেখে
আমার বুকটা ফাটে।

৩৬০

খোকা গেল মাছ ধরতে
ক্ষীর নদীর কুলে
ছিপ নিয়ে গেল কোলা বেঙ্
মাছ নিয়ে গেল চিলে।
খোকা বলে পাখীটি
কোন চিলে চরে
খোকা বলে ডাক দিলে
উড়ে এসে পড়ে।

৩৬১ক

খোকা[১] ঘুমুল পাড়া জুড়ুল
বর্গী এল দেশে
বুলবুলীতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেবো কিসে ?
ধান ফুরুল পান ফুরুল
খাজনার[২] উপায় কি ?
আর কটা দিন সবুর কর
রসুন বুনেছি।

৩৬১খ

খোকন ঘুমাল পাড়া জুড়াল বর্গী এলো দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে।
কিসের মাসী কিসের পিসী কিসের বৃন্দাবন
সারা গাছে ফুল ফুটেছে মা বড় ধন।
সাত স্বর্গের সিঁড়ি করতে রাবণ রাজা মরে
খোকনের মুখে স্বর্গ নামে যখন ঘুমের ঘোরে।

৩৬২

খোকা নাচে কোন খানে
শতদলের মাঝখানে।
সেখানে খোকা চুল ঝাড়ে
খোকা খোকা ফুল পাড়ে
তাই নিয়ে খোকা খেলা করে।

৩৬৩

খোকা নাচে গায়
খুদকুঁড়াটি পায়
খোকার মা আদুরি
নিত্য পিঠে খায়
একটুখানি পিঠের তরে
খোকারে কাঁদায়।

৩৬৪

খোকা নাচে বুকের মাঝে
নাক নিয়ে গেল বোয়াল মাছে
ওরে বোয়াল ফিরে আয়
খোকার নাচন দেখে যা।

৩৬৫

খোকা বড় ভালো
আরো দুধ ঢালো
দিও না খোকা যন্ত্রণা
দুধ খেতে আর কেঁদ না

৩৬৬

খোকাবাবু চৌধুরী
গাঁ পেয়েছে আগুড়ী
মাছ পেয়েছে পবা
আমার খোকামণির বৌ ডাকছে
ভাত খাওসে বাবা।

৩৬৭

খোকাবাবু দোলে
চুষিকাটি কোলে
লালুবাবু গালে
আসে আর ঝোলে।

৩৬৮

খোকামণি কৈ ? খাটে শুয়ে ঐ।
চিনির পাকে মণ্ডা রাখে
গামছা বাঁধা দৈ
আমার সোণার খোকা কৈ।

৩৬৯

খোকা যাবে গাই চরাতে
গাইএর নাম হাসি
আমি সোণা দিয়ে বাঁধিয়ে দেবো
মোহন চূড়া বাঁশী।

৩৭০ক

খোকা যাবে নায়ে রোদ লাগিবে গায়ে
লক্ষ টাকার মলমলি থান সোণার চাদর গায়ে

তাতে লাল গোলাপের ফুল
যত বাঙ্গালের মেয়ে দেখে ব্যাকুল।
উলোর ভুঁয়ের ময়দারে সয়দাবাদের ঘি
শান্তিপুরের কড়াই এনে লুচি ভেজে দি

৩৭০খ

খোকা যাবে নায়ে রোদ লাগিবে গায়ে
লক্ষ টাকার মলমলি থান সোণার চাদর গায়ে
তাতে লাল গোলাপের ফুল
যত বাঙ্গালের মেয়ে দেখে ব্যাকুল
সয়দাবাদের ময়দা কাশিমবাজারের ঘি
একটু বিলম্ব কর খোকাকে লুচি ভেজে দি।

৩৭১

খোকা যাবে পাঠশালে
পাততাড়ি বগলে
লেখা পড়া অষ্টরম্ভা
ফটর ফটর বলে
খোকার লম্বা কোঁচা দোলে।

৩৭২

খোকা যাবে বিয়ে কত্তে হস্তীরাজার দেশে
তারা রূপোর খাটে পা রেখে সোণার খাটে বসে
ঘন আওটা দুধের উপর পুরু সর ভাসে।
খোকামণিকে সোহাগ করে যৌতুক দিবে কি
শাল দিবে দোশালা দিবে রূপবতী ঝি।

৩৭৩

খোকা যাবে বেড়ুকণ্ডে তেলীমালীদের পাড়া
তেলীমালীরা মুখ করেছে কেন রে মাখন চোরা।
ভাঁড় ভেঙ্গেছে ননী খেয়েছে আর কি দেখা পাব
কদমতলায় দেখা পেলে বাঁশী কেড়ে নেব।

৩৭৪

খোকা যাবে রথে চড়ে
ব্যাঙ হবে সারথি
মাটির পুতুল লটর পটর
পিঁপড়ে ধরে ছাতি।
ছাতির উপর কোম্পানি
কোন কাঙ্গালের ধন তুমি।

৩৭৫

খোকা যাবে শ্বশুরবাড়ী
কি দিয়ে ভাত খেয়ে
নাদনঘাটের পাট-ট্যাংরা
নদের বেগুন দিয়ে।

৩৭৬

খোকা যাবে শ্বশুরবাড়ী সঙ্গে নিবে কি
বড় বড় ফুল বাতাসা কলসি ভরা ঘি।
শিউলিফুলের মালা গেঁথে পরবে খোকা গলে
লালজুতা পায়ে দিয়ে নাচবে তালে তালে।

৩৭৭

খোকার চুল ঝাঁকড়া
ধরতে গেলে কাঁকড়া

ফেলেছে খোকা জাল
রদ্দুরেতে সোণার বরণ
হয়ে উঠেছে লাল।
ঘরে এল যাদুধন
দুধ জুড়ুল অনেকক্ষণ।

৩৭৮

খোকা হবে নায়েব
দেখবে কত সাহেব।
খোকার পূজোয় হবে ধূম
সোণার খাটে শোবে যাদু
আয়রে যাদুর ঘুম।

৩৭৯

খোকে ঘুমালে দিব দান
পাব ফুলের ডালি
কোন ঘাটে ফুল তুলেছে
ওরে বনমালী
চাঁদমুখেতে রোদ লেগেছে
তুলে ধর ডালী।
খোকে আমাদের ধন
বাড়ীতে নটের বন
বাহির বাড়ী ঘর করেছি
সোণার সিংহাসন।

৩৮০ক

খোকো আমাদের লক্ষ্মী
গলায় দেব তক্তি।

কাঁকালে দেব হেলে
পাক দিয়ে দিয়ে নিয়ে বেড়াব
আমাদের ছেলে।

৩৮০খ

খোকো আমাদের লক্ষ্মী
গলায় দেব তক্তি
কাঁকালে দেব হেলে
হিল্লা দিয়ে বেড়াবে যেন
বড় মানুষের ছেলে।

৩৮১

খোকো আমার কি দিয়ে ভাত খাবে
নদীর কূলে চিংড়ি মাছ বাড়ীর বেগুণ দিয়ে।

৩৮২

খোকো আমার ধন ছেলে
পথে বসে বসে কান্‌ছিলে
রাঙ্গা গায়ে ধুলো মাখছিলে
মা বলে ধন ডাকছিলে!

৩৮৩

খোকো খোকো ডাক পাড়ি
খোকো বলে মা শাক তুলি।
মরুক মরুক শাক তোলা
খোকো খাবে দুধ কলা।

৩৮৪

খোকো ঘুমো ঘুমো
তালতলাতে বাঘ ডাকবে দারুণ হুমো।

৩৮৫

খোকোমণি দুধের ফেণি ডাবলোর ঘি
খোকোর বিয়ের সময় করবো আমি কি?
সাত মাগী দাসী দেব পায়ে তেল দিতে
সাত মিন্‌সে কাহার দেব দুলান দুলাতে
সরু ধানের চিঁড়ে দেব নাগর খেলাতে
রসকরা নাড়ু দেব শাশুড়ী ভুলাতে।

৩৮৬

খোকো মাণিক ধন
বাড়ী কাছে ফুলের বাগান
তাতে বৃন্দাবন।

৩৮৭

খোকো যাবে নায়ে
লাল জুতুয়া পায়ে
পাঁচশ টাকার মলমলি থান
সোণার চাদর গায়ে।
তোমরা কে বলিবে কাল
পাটনা থেকে হলুদ এনে
গা করে দিব আলো।

৩৮৮

খোকো যাবে মাছ ধরিতে ক্ষীর নদীর বিল
মাছ নয় গুগুলির পেছে উড়ছে দুটো চিল।

৩৮৯

খোকো যাবে মাছ ধরতে গায়ে লাগিবে কাদা
কলুবাড়ী গিয়ে তেল নেওগে দাম দেবে তোমার দাদা।

৩৯০

খোকো যাবে মোঁষ চরাতে খেয়ে যাবে কি
আমার শিকের উপর গমের রুটী তবলা ভরা ঘি।

৩৯১

খোকো যাবে রথে চ'ড়ে ব্যাং হবে সারথি
মাটির পুতুল নটর পটর পিঁপড়ে ধরে ছাতি
ছাতির উপর কোম্পানী কোন সাহেবের ধন তুমি।

৩৯২

খোকোর আমার নিদন্তের হাসি
আমি বড়ই ভালোবাসি।

৩৯৩

গোঁকন আমার ধন কি খেতে মন
পাকা চিংড়ী আর বাড়ীর বেগুন
আমার তাই খেতেই মন!

৩৯৪

খোঁড়া ন্যাং ন্যাং ন্যাং
কার বাড়ীতে গেছলি খোঁড়া
কে ভেঙেছে ঠ্যাং
খোঁড়া ন্যাং ন্যাং ন্যাং।

৩৯৫

গগনে পেতেছি ফাঁদ
আমি ধরে দেব পূর্ণ চাঁদ।

চাঁদ দেব চাঁদের মালা দেব
চাঁদের গাছে গোপাল চড়িয়ে দেব।
কাঁদ কেন চাঁদের তরে
সোনার চাঁদ আমাদের ঘরে !

৩৯৬

গঙ্গাজলে বিল্বদলে
জপ্ করছি কত
তাইতো সোনা চাঁদের কণা
পেয়েছি মনের মত।
ধনকে নিয়ে বন্‌কে যাবো
আর করিব কি
বিরলে বসিয়ে ধনের মুখ নিরখি।

৩৯৭

গড়গড়ের মা লো গড়গড়ের মা
তোর গড়্গড়েটা কৈ ?
হালের গরু বাঘে খেয়েছে
পিঁপড়ে টানে মৈ।

৩৯৮

গলা আছে তলা নাই
পেট আছে আঁতরি নাই।
(উঃ = 'পল' নামক মাছ ধরিবার যন্ত্র।)

৩৯৯

গাছ ছালুআ পাতা ঢালুআ
ছেইখ্‌তে হিড়া খাইতে মিডা।
(উঃ = পেঁপে)

৪০০

গাছের নামও পাতা
পাতার নামও পাতা
(উঃ = পাটীপাতা)

৪০১

গাল ফুলো গোবিন্দর মা
চাল্‌তাতলায় যেও না
চালতাতলায় গরুর ঠ্যাং
কল্‌কে নাচে ড্যাডাং—ড্যাং।

৪০২

গুরুমশাই গুরুমশাই তোমার পোড়ার বে
পাঠশালাতে জোড়া বেত নাচ্‌তে লেগেছে।
গুরুমশাই গুরুমশাই তোমার পোড়ো হাজির
এক দণ্ড সবুর করো জল খেয়ে আসি।

৪০৩

গুঁতে রে গুঁতে কে রে গুঁতে ?
খোলসে
দে মুখ ঝলসে !
গুঁতে রে গুঁতে কে রে গুঁতে ?
পুঁটি
গুঁতেরে গুঁতে, কে রে গুঁতে ?
ট্যাংরা
মার কসে খ্যাংরা।

৪০৪

গেরস্থ ভাই দেবে আগুন ?
গড়বো কাঁচি কাটবো ঘাস

খাবে গাভী দেবে দুধ
খাবে হরিণ করবে যুধ
ভাঙ্‌বে শিং খুঁড়বো মাটি
গড়বো ভাঁড় আনবো জল
ধোবো হাত
তবে আমি চড়াবো ভাত।

৪০৫

গোপাল আমার ধীর
খেতে দেব ক্ষীর।
গোপাল আমাদের ঠাণ্ডা
খেতে দেব মণ্ডা।
কোমরে দেব হেলে
ঘরে ঘরে খেলবে গোপাল
লক্ষ টাকার ছেলে।

৪০৬

গোপাল আমার বাপের ঠাকুর
কনক রাজার জাতি
তোরে খেলতে দেবো আদর করে
নয় লক্ষ হাতী।
হাতী দেবো হাওদা দেবো
ঝালর দেবো তায়
আয়রে আমার সোনার যাদু
মায়ের বুকে আয়।

৪০৭

গোপাল গোপাল গোপাল
কাঙ্গালিনীর দুলাল।

তুমি আমার যোগীর কোশাকুশী
তুমি আমার শ্যামের হাতের বাঁশী।
ধন বর্ষাকালের ছাতি
আঁধার ঘরের বাতি
ছেলের হাতের নাড়ু
পোয়াতীর হাতের খাড়ু
কাণার হাতের লাটি
শীতকালের সাটি।

৪০৮

গোপাল বেড়ায়রে অলিগলি
ছাতা ধরয়ে বনমালী
ছাতার ভেতর কোম্পানী
কোন কাঙ্গালের ধন তুমি।

৪০৯

গোয়ালের শোভা নেয়াল বাছুর
গগনের শোভা চাঁদে
কোলের শোভা খোকন আমার
মেঝেয় পড়ে কাঁদে।

৪১০

ঘর আছে দুয়ার নাই
মানুষ আছে মাত্ নাই।
(উঃ = কবর)

৪১১

ঘুঘু—ঘু
পেটে—ফু

কি ছেলে হ'লো
বেটা ছেলে।
ছেলে কই
মাছ ধরতে গেছে।
মাছ কই
চিলে নিলে।
চিল কই
ডালে বসেছে।
ডাল কই
পুড়ে ঝুড়ে গেল।
ছাই মাটি কই
ধোপায় নিলে।
কি করলে
কাপড় ধুলে।
সোণা কুড়ে পড়বি
না ছাই কুড়ে পড়বি।[১]

৪১২ক

ঘু ঘু মেতি সই
পুত কই
হাটে গেছে।
হাট কই
পুড়ে গেছে।
ছাই কই
গোয়ালে আছে।
সোণা কুড়ে পড়বি
না ছাই কুড়ে পড়বি।

৪১২খ

ঘু ঘু ঘু মেথী সু
সইলো সই তোর পুত কৈ ?
মোর পুত জলে। কি মাছ ধরে ?
সরম পুঁটি। কি দে কুটি ?
ভাঙ্গা বাটি মরিচের গুঁড়ো
কোথায় পাব ? নাইতে গেছে।
সোণাকুড়ে পড়বি না ছাই কুড়ে পড়বি ?

৪১২গ

ঘু ঘু ঘু সোণার ঘাঁটা
চম্পাবতী তেলের ঘাঁটা।
সোণার পড়্বি না রূপার পড়বি
চাঁদ মুখে চুম্ব দিবি।

৪১৩ক

ঘুঘু মলো ঘুঘু মলো চাল পিটুলি খেয়ে
আজ ঘুঘুর অধিবাস কাল ঘুঘুর বিয়ে
ঘুঘুকে নিয়ে গেলুম বকুলতলা দিয়ে।
বকুল ফুল কুড়ুতে কুড়ুতে পেয়ে গেলুম মালা
রাম ধনুকের বাছি বাজে সীতেনাথের খেলা।
সীতেনাথ নাচেরে কাঁকাল বাঁকাইয়ে
আলোচাল ভেজে দেব টোপর ভরিয়ে।
আলোচাল খেতে খেতে গলা হলো কাট
কতক্ষণে যাবোরে ত্রিবেণীর ঘাট
ত্রিবেণীর ঘাটে রে ঝুর্ ঝুর্ বালি
সোণামুখে রোদ লেগেছে তুলে ধর ডালি।
ত্রিবেণীর ঘাটেতে হাতী নেবেছে
হাতীর গলায় জোর ঘণ্টা বাজতে লেগেছে।

৪১৩খ

ঘুঘু মলো ঘুঘু মলো ঝাল পিঠালী খেয়ে
আজ ঘুঘুর অধিবাস কাল ঘুঘুর বিয়ে
ঘুঘুকে লয়ে গেল ড্যাংরাকোলের মেলা।
কাঁচ কাঁচ চুলগুলো ঝেড়ে বেঁধেছে
হাতে দেবশাঁখা মোম লেগেছে
গলাতে মুণ্ডমালা রক্ত চুষেছে।
আজ তুমি থাক বাছা দুধপান্ত খেয়ে
কাল তোমায় লয়ে যাবো সংসার কাঁদায়ে।
আগে কাঁদে বাপ মা পিছে কাঁদে পর
পর পত্তে লেখা আছে যাও শ্বশুরের ঘর।
শ্বশুরের ঘরের বেতের ছাউনী
তার তলে বৈসে আছে যশোদানন্দিনী।

৪১৪

ঘুঙ্গ্যা উন্দুর ঘুঙ্গ্যা উন্দুর
নল বনতে বাসা
আমার গোলার ধান খায়
হেমা লোচা লোচা।
আড়্ কাড়িল বেড়্ কাড়িল
এক্কে রাইতে কাড়ি নিল
তের রাত্তি সোণা।

৪১৫

ঘুম আয় রে ঘুম আয় রে
দোবো ছানা ননী
ঘুম যায় রে ঘুম যায় রে
সোনার যাদুমণি।

ঘুম যায় রে ঘুম যায় রে
দেবো মিঠাই খেতে
খুকুর চোখে ঘুম আয় রে
সোণার পিঁড়ি পেতে।

৪১৬

ঘুম আয় রে ঘুম আয় রে
সোণার যাদুমণি
দেব ছানা ননী।
আস্‌বি যদি মণির চোখে
কত ভালোবাস্‌বো তোকে
হীরের বালা মুক্তোর মালা
করবো কত দান
বাটী ভরে দুধ খাওয়াবো
বাটা ভ'রে পান।

৪১৭

ঘুম আয়রে সোণার মণি ঘুমাও আবার
আবার ঘুমালে দেবো সোণার মণিহার
হাতে দেব তারের বালা মুখে দেবো বাঁশী
মথুরা নগরে যেতে সঙ্গে দেবো দাসী।

৪১৮

ঘুমতা ঘুমায় ঘুমতা ঘুমায় গাছের বাকলা
ষষ্ঠীতলায় ঘুম যায় মস্ত হাতী ঘোড়া।
ছাইগাদায় ঘুম যায় খেঁকী কুকুর
খাট পালঙ্গে ঘুম যায় ষষ্ঠী ঠাকুর
আমার কোলে ঘুম যায়[১] খোকোমণি।

৪১৯

ঘুমপাড়ানী মাসী পিসী আমাদের বাড়ী যেও
শান্তিসুখের নিদ্রা আমার ধনমণিকে দিও।
কোথায় পাবো এমন নিদ্রা আমি কাঙ্গালিনী
দয়া করে দেবেন নিদ্রা প্রাণ দিয়েছেন যিনি।[১]
মাতার মাতা পরম মাতা যিনি সবাকার
যত বৃদ্ধ যত শিশু সব ছেলে তার
সবাইকে ঘুম পাড়ান তিনি হাত বুলিয়ে গায়
গায়ের ব্যথা মনের ক্লেশ সব দূরে যায়।

৪২০ক

ঘুমপাড়ানী মাসী পিসী আমাদের বাড়ী যেও
খাট নেই পালঙ্গ নেই খোকার চোখে ব'স।
খোকার মা বাড়ী নেই শুয়ে ঘুম যেও
মাচার নীচে দুধ আছে টেনে টুনে খেয়ো।
নিশীর কাপড় খসিয়ে দেব বাঘের নাচন চেয়ো
বাটা ভরে পান দেব দুয়োরে বসে খেয়ো
খিড়কী দুয়োর কেটে দেব ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ যেও।

৪২০খ

ঘুমপাড়ানী মাসী পিসী আমার বাড়ী এস
শেজ নেই মাদুর নেই পুঁটুর চোখে বস।
বাটা ভরে পান দেব গাল ভরে খেয়ো
খিড়কি দুয়ার খুলে দেব ফুড়ুৎ করে যেয়ো।

৪২১

ঘুমপাড়ানী মাসী-পিসী আমার বাড়ী এস
জলচৌকি[১] পিঁড়ি দেব তোমায় পা ধুয়ে বস।

চাল-কড়াই ভাজা দেব যত খেতে চাও
দাঁত না থাকে গুঁড়িয়ে দেব কষ্টং নাহি পাও।
বাটা ভরে পান দেব গাল ভরে খেও
যত ছেলের চোখের ঘুম খোকার চোখে দিও।

৪২২

ঘুমপাড়ানী মাসী পিসী আমার বাড়ী যেয়ো
সরু সুতোর কাপড় দেব ভাত রেঁধে খেয়ো।
আমার বাড়ীর যাদুকে আমার বাড়ী সাজে
লোকের বাড়ী গেলে যাদু কোঁদলখানি বাজে।
হোক্ কোঁদল ভাঙ্গুক্ খাড়ু
দুহাতে কিনে দেব ঝালের নাড়ু।
ঝালের নাড়ু বাছা আমার না খেলে না ছুঁলে
পাড়ার ছেলেগুলো কেড়ে এসে খেলে।
গোয়াল থেকে কিনে দেব দুদ্‌ওলা গাই
বাছার বালাই নিয়ে আমি মরে যাই।
দুদ্‌ওলা গাইটা পালে হল হারা
ঘরে আছে আওটা দুধ আর চাঁপাকলা
তাই দিয়ে যাদুকে ভোলা রে ভোলা।

৪২৩ক

ঘুমপাড়ানী মাসী পিসী ঘুম দিয়ে যেও
বাটা ভরে পান দেব গাল ভরে খেও।
ঘুম আয়রে ঘুম আয়রে ঘুমে লতাপাতা
দু দুয়ারে ঘুম যায় দুটি মোগল পাতা।
হেঁসেল ঘরে ঘুম যায়রে ভ্রমরা ভ্রমরী
মায়ের কোলে ঘুম যায় দুদের কুমারী।

৪২৩খ

ঘুমপাড়ানী মাসী ঘুম দিয়ে যেও
বাটা ভরে পান দেব গাল ভরে খেও।
অন্নপূর্ণ দুধের সর[১]
কাল যাবো মা পরের ঘর
পরের বেটা মেলে চড়
কান্তে কান্তে বাপের ঘর।
মা দিলে সরু শাঁখা বাপ দিলে শাড়ি
শীঘ্রি মা বিদেয় কর দাদা আসচে বাড়ী।

৪২৪ক

ঘুমপাড়ানী মাসী পিসী ঘুমের বাড়ী যেয়ো
বাটা ভরে পান দেব গাল ভরে খেয়ো।
শান বাঁধানো ঘাট দেব বেশম মেখে নেয়ো
শীতল পাটি পেড়ে দেব পড়ে ঘুম যেয়ো
আঁব কাঁটালের বাগান দেব ছায়ায় যাবে
চার চার বেয়ারা দেব কাঁধে করে নেবে
দুই দুই বাঁদি দেব পায়ে তেল দেবে[১]।
উল্‌কি[২] ধানের মুড়কি দেব নারেঙ্গা ধানের খই
গাছপাকা রম্ভা দেব হাঁড়িভরা দই।

৪২৪খ

বাটা ভরে পান দেব
গাল ভরে খেও
ধন্নী ধানের মুড়কী দেব
পথে জল পান করো
খেয়া ঘাটে নৌকা দেব
পার হয়ে যেও

আম কাঁঠালের বাগান দেব
ছায়ায় ছায়ায় যেও
ব্যাঙ যেন লাথ মারে না
এক পা দূরে থেক।

৪২৫

ঘুমপাড়ানে মাসী পিসী
ঘুম দিলে ভালবাসি
এমন ঘুম দিবে যেন
কেটে যায় নিশি।

৪২৬

ঘুম যা ঘুম যা ঘুমের বাছামণি
ঘুমরত্তুন্ উঠিলে বাছা তই খাইও লনী।

৪২৭

ঘুম যারে ঘুম যারে ঘুমের যাদুমণি
ঘুমর্‌ত্তুন উঠিলে যাদু কত খাইবা লনী।
ঘুম যারে ঘুম যারে ঘুমের বাছামণি
ঘুম গেলে করাইয়া দিমু সোণার বাজুমণি।
ঘুম যারে চাতকীর বাছা ঘুম যারে তুই
ঘুমর্‌ত্তুন উঠিলে বাছা লনী দিমু মুই।

৪২৮

ঘুম যারে ঘুমর বাছা ঘুম যারে তুই
তোর মা গেইয়ে পইরত্ পড়ি ঘুম যা।
সোনার দিয়ম্ ঢুলন রে বাছা রূপার দিয়ম্ ছড়ি
চাইর কোড়ে দিয়ম্ বাছার চাইর বান্দী দাসী
আরো একজন দিয়ম বাছার পাঙখা-করণী।

৪২৯

ঘুম যারে দুধর বাছা ঘুম যারে তুই
নাকুয়া কলাত্ পড়্ গে বাদুর ধাফাই আইয়ম্ মুই !
ন কান্দিও দুধর বাছা ন ভাঙ্গিও গলা
গলা ভাঙ্গার দাবাই আছে কাঁচগুলার আগা।
সোনার দিয়ম্ ঢুলন বানাই রূপার দিয়ম কাছি
চাইর কিনারে চাইর দাসী দিয়ম্ ঢুলনর পসরি।

৪৩০

ঘুম যারে দুধের ছাওয়াল ঘুম যারে তুই
কলাগাছের বস্তা বাদুর ধাবাই দিম মুই।

৪৩১

ঘুমাইল ঘুমাইল পরাণ
ঝড় হৈল গরকী আইল দেশে
টিয়া পাখীরে ধান খাইছে
খাজনা দিব কিসে।
কিসের মাসী কিসের পিসী কিসের বিন্দাবন
মরা গাছে ফুল ফুট্যাছে মা বড় ধন।

৪৩২

ঘুমের মাসী ঘুমের পিসী
ঘুম দিলে ভালবাসি।
ঘুম না লো তরুলতা
ঘুম না লো গাছের পাতা
ঘুম না লো নাগরী
কোমরে দেবো ঘাগরী
গলায় রূপোর কাঁটি
খুকুমণি ঘুম যায় পেতে শীতল পাটি।

৪৩৩

ঘোড়া ঘোড়া ঘোড়া
দুই ঠ্যাং তোর খোঁড়া
মারব চাবুক যেই
নাচ্‌বি ধেই ধেই।

৪৩৪

চড়ুইটীরে মরুইটী দুয়ারে বসোসে
রামচন্দ্রের কান বিঁধাব নাড়ু বিলাও সে
বড় বড় নাড়ুগুলি সিকেয় তুলোসে
ছোট ছোট নাড়ুগুলি গালে ভরসে
এস এস জামাইএর পাল ভোজন করসে।
সকল জামাই এলো আমার খোঁড়া জামাই কই
ঐ আসছে খোঁড়া জামাই ডুগডুগি বাজিয়ে।
ভাঁড়ার ঘরে শুতে দিলুম ইঁদুরে নিলে কান
কেঁদনা কেঁদনা জামাই গরু দেব দান
ও গরুটির নাম কি—পূর্ণিমার চাঁদ।

৪৩৫

চন্দ্রবালা ভণ্ডভালা মায়ে থুলে নাম
বিরস বদন চন্দ্রবালা মণ্ডাখাবার চান।

৪৩৬

চাইর আঙুলর পাড়ি
হকল গুষ্টি আণ্ডি
আরো কতদূর বড়ি।
(উঃ=কলাপাতা বা কাগজ।)

৪৩৭

চাইর্ কোণত্ চাইর খুড়া মধ্যে ভিঁড়া
দেইখ্তে ধোপ্ খাইতে মিডা।
(উঃ = দুগ্ধ)

৪৩৮

চাইর পাশে লোহার আইল্
মাঝে কেঁঅনে জোয়ার আইল্।
(উঃ = নারিকেল)

৪৩৯

চাইর মু'মুখ লড়ে চড়ে এক মু'বন
পিছ দি চলি পেল্ এই মানুষ উআ কন্।
(উঃ = মরা মানুষ)

৪৪০

চাক্কুলাটা—পানের বাটা
চাক্কু দুই—তুলে থুই
চাক্কু তিন—ঘোড়ার ডিম
চাক্কু চার—পগার পার
চাক্কু পাঁচ—ধিনতা নাচ
চাক্কু ছয়—খুকুর জয়
চাক্কু সাত—কুপোকাৎ
চাক্কু আট—গড়ের মাঠ
চাক্কু নয়—বাঘের ভয়
চাক্কু দশ—খেজুর রস
চাক্কু এগারো—ফস্‌কা গেরো
চাক্কু বারো—কিস্তী মারো।

৪৪১

চাপিলা চাপিলা ঘন ঘন মাসী
নলের হুঁকায় রামের বাঁশী।
একা নল পঞ্চদল
কে রে খাবি কামার খল ?
কামার বেটি ডুগ্‌ডুগানি
খড়ের উপর উঠল পানি
আপ্পল তাপ্পন কুড়ে কুষ্টি ব্রাহ্মণ !

৪৪২

চারিচোকোর মা নরুণদাঁতি
তেঁতুল গাছে থাকে
যে ছেলেটা কাঁদে তার
ঘাড়ে ধ'রে নাচে।

৪৪৩

চালতা তলায় আছে হুমো
গাল ধরে ধরে খাবে চুমো।

৪৪৪

চালতা-তলায় হাঁটুপানি
ঝিঁঝির মায়ের কাণ-কোঁড়ানি।
ঝিঁঝি তুই বাড়ী আয়
তোরে রেখে তোর মা
কড়াই ভাজা খায়।
খাবিত' আয়
পচে যায় লো ঝিঁঝি
গলে যায় !

৪৪৫

চালে ধৈরগ্যে চাল কোমড়া
বেড়াএ ধৈরগ্যে ঝিঙ্গাঁ
রাঙা বুড়ীর হাঙ্গাঁ হয় যে
বেঙ্গে বাজায় শিঙ্গাঁ।

৪৪৬

চাঁচি মুছি খায় যে
রাজার জামাই হয় সে।

৪৪৭ক

চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে
কদম তলায় কে ?
হাতী নাচবে ঘোড়া নাচবে
সোনামণির বে !

৪৪৭খ

চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে
কদম তলায় কে রে ?
আমি তো বটি কেষ্টঠাকুর
ঘোমটা তুলে দে রে।

৪৪৮

চাঁদ কোথা পাব বাছা[১] যাদুমণি
মাটির চাঁদ নয় গড়ে দেব
গাছের চাঁদ নয় পেড়ে দেব
তোর মত চাঁদ কোথায় পাব[২]।
তুইরে[৩] চাঁদের শিরোমণি
ঘুমোরে আমার খোকামণি[৪]।

৪৪৯

চাঁদ চাঁদ চাঁদ গগন চাঁদ
হিঞ্চে বনে শচী[১]
ঐ[২] এক চাঁদ এই এক চাঁদ
চাঁদে মেশামিশি।

৪৫০

চাঁদ ছেলে গেছে মাছ ধরতে
ভাংলো নদীর বিল
মাথায় গুগলির ঝুড়ি সঙ্গে দুটো চিল।
আগুন লাগুক মাছে
সোনার চরণে আমার কাদা লাগে পাছে।

৪৫১

চাঁদ মামা চাঁদ মামা তোরে দুহায়
এক খুকীর বিঁভা দিব ষোল বিহায়।
ধান হলে পাতান দিব
গাই বিয়েলে বাছুর দিব
দুধ খাবার বাটি দিব
বসতে পিঁড়ি দিব
খুকীর কপালে আমার টুক্ দিয়ে যা।

৪৫২

চাঁদের বাজারে গিয়ে
শোল মাছের পোণা
চাঁদ বদনে চুমো খেতে
ভাঙ্গিল খোপনা।

৪৫৩

চিকণ বাঁশের ঢুলনী মোর কেরাক বেতের বান
সে ঢুলনে ঢুলে আমার পৌর্ণমাসীর চান।

৪৫৪

চিতারা মিতারা ভোতরা গাই
হাটত্ ও ন মিলে দেশত্ ও নাই।
(উঃ = আকাশ)

৪৫৫

চুরে চুকুটি
বেনাগাছে ঘুঘুটি।

৪৫৬

চেঙা ক্ষেতে ঝেঙা ফুল
ছেঙ্ ছেঙাইয়া রোদ্ তোল।
রোদ বেটা রাজা মানুষ করে তাজা
আগুন বেটা কুইড়া মানুষ দেয় না ছাইরা।

৪৫৭

চেঁ ভেঁ বাঁশতলা দিনে
চাইর মাথা বার ঠেং
হিসাব করি দে।
(উঃ = দুগ্ধ দোহনরত দুইলোক ও সবৎসাগাভী।)

৪৫৮

চোপ বাঙ্গালী কুছ্ কাঙ্গালী
নদেয় আমার বাড়ী
বড়বাজারের পেয়াদাগুলো
গুলে খেতে পারি।

৪৫৯

চোর হয়ে বাড়ী যায়
বেঙ পুড়িয়ে ভাত খায়
সেই বেঙ্‌টা পচ্‌লো
পান্তা ভাতে মজলো

৪৬০

চৌধ্‌রী বাড়ীর মৌধ্‌রী পিঠা
গওয়াল বাড়ীর দৈ
সকল চৌধ্‌রী খেইতে বৈছে
বুড়া চৌধ্‌রী কৈ ?
বুড়া চৌধ্‌রী গাই দুয়ায়
গাইয়ে দিল লাথ্‌
সকল চৌধ্‌রী মইরা গেল
শনিবারের রাইত্‌।

৪৬১

চ্যাং মাছ চচ্চড়ি
তার প'ল্লো ফুলবড়ি
ফুল বড়িটি চুঁয়ে গেল
সেই ফুলটি রয়ে গেল।

৪৬২

চ্যাঁক্ চোঁ ছ্যাঁক্ ছোঁ
দুধে ভরিল হাঁড়ি
সব দুধ পাঠিয়ে দেবো
খোকার শ্বশুরবাড়ী।

৪৬৩

ছ চরণে চাইর চলে
দুই মুহে এক বোলে
দুই পোঁদে এক লেজ
থাউক মূর্খে ভাঙি দিব
পণ্ডিতে ভাঙ্‌তে বাঝে পেঁচ !
(উঃ = অশ্ব ও সোয়ার ।)

৪৬৪

ছড়ক ফড়ক নেহালি গাওত্‌
ভাত নাই ঘরত্‌ জুতা পাওত্‌ ।

৪৬৫

ছাগল লুটে দড়ি হাঁটে ।
(উঃ = লাউ)

৪৬৬

ছিঁচ্‌ কাঁদুনে নাকে ঘা
রক্ত পড়ে চেটে খা ।

৪৬৭

ছেছেরে আইএ ছেছেরে যায়
তার টিয়া পাহালা হক্কলে খায় ।
(উঃ = মরিচ পিসিবার 'বাটনী' ।)

৪৬৮

ছোট মোট খাউরি
চুরা আঁটা ন কুড়ি

সাত শত গাউরে খায়
তও চুরা ন ফুরায়।
(উঃ = পানের চুণ-পাত্র।)

৪৬৯

ছোট মোট পইর্‌গোআ
ইঁচা মাছে ভরা।
(উঃ = লেবু)

৪৭০

ছোট মোট পইরগোআ ইঁচা মাছে ভরা
টিপ মাইর্‌লে হক্কল মরা।
(উঃ = লেবুর 'কোয়া'।)

৪৭১

ছোট মোট বেটিবা বহুত খাড়ি হিঁচে সিঁচে
ইঁচা পোকে কামড় দিলে তুরুৎ তুরুৎ নাচে।
(উঃ = খই)

৪৭২

ছোট মোট ভিটা উআ
টুর্গ্যা হরিণ চরে
দশ গাউরে দৌড়াই আনে
দুই গাউরে ধরে।
(উঃ = উকুন)

৪৭৩

ছোট মোট ভিঠাউয়া টুর্কী বাইঅন্‌ ধরে
টুর্কী বাইঅন্‌ ছিড়্‌ত গেলে মনে টুউর্‌ টুউর্‌ করে।
(উঃ = টাকা)

৪৭৪

জয়কালীর হাটর্ কলা লালা হাটর্ তেল্
টুন্যার লাই একগুআ সুন্দর বউ
আন্তে সারা রাত্‌খান গেল্ ।

৪৭৫

জল চিকণ হাতে পথ চিকণ পায়ে
পরপুরুষে নারী চিকণ ছেলে চিকণ মায়ে ।

৪৭৬

জানর্ বগা জানতা খায়
জান্ পুয়াইলে বগা ধায় ।
(উঃ = প্রদীপ)

৪৭৭

জিঁই জিঁই পাতা বোঁ বোঁ ডাল
ফল কেয়া বেঁকা বিচি কেয়া লাল ।
(উঃ = তেঁতুল)

৪৭৮

জিঁ জিঁ ঝিয়লা
বুড়ীর বাড়ীত পেয়লা ।
পেয়লা খাইতাম্ গেলাম্ রে
কেঁটা ফুটি মৈলাম রে
দুয়া বউএ ফুতা কাটে ।

৪৭৯

ঝড় করে লোচা লোচা বাহিরে ভিজে কি
পুরাণ কালর দোস্ত আইস্থে দুয়ার খুলি দি ।

ঝড় করে লোচা লোচা বাহিরে ভিজে কি
বাড়ীর পিছে মানকচুপাত কাট্যা মাথাত্ দি।
ঝড় করে লোচা লোচা চালত্ নাইরে ছন।
এমন বিপত্তিকালে নাইয়র যাইবার মন।

৪৮০

ঝড় ঝড় ঝড়
একটি আম পড়
একটি আম পরিস্‌নেকো
তলা বিছিয়ে পড়
খুকু খাবে পেট ভরে
নিয়ে যাবে ঘর।

৪৮১

ঝাড়থুর্ন নিকলো ঠ্যা
ভাত ভরি দিএ মুত্যা।
(উঃ = কাগজি লেবু।)

৪৮২

ঝাড়র্‌খুন্ লিকলিল্ ভোজা
পোঁদেত্ লাঠি মাথাত পোঁঝা।
(উঃ = আনারস)

৪৮৩

ঝাপর উপর ঝাপ
তার উপর কালন্তর হাপ।
(উঃ = সাপ)

৪৮৪

ঝি ঝি লো মুজি লো
আমার বাড়ীত্ আয়
তোর মা তোরে এড়ি
কড়ই ভাজা খায়।
চাল্‌তাতলে হাঁটু পানি
ঝি ঝি মার কাণ-ছেদানি
ঝি ঝি লো মুজি লো
আমার বাড়ীত্ আয়।

৪৮৫

ঝিঁয়া ফুল ফুটি রইয়ে তোলন্যা নাই
বড়্ উঠান পড়ি রইয়ে কোঁচান্যা নাই।
(উঃ = তারা ও আকাশ।)

৪৮৬

ঝিঁয়া ফুল ফুটে বেল্ নাই
জামাই আস্তে তেল নাই
জামাইয়ে দিয়ে ভাতর্ হাড়া
শাশুড়ী দিয়ে ঢেঁকীত্ বাড়া।

৪৮৭

ঝুনু যাবে শ্বশুরবাড়ী
সঙ্গে যাবে কে
বাড়ীতে আছে কেলে কুকুর
সেই তো সেজেছে।

৪৮৮

ঝোঁটা বান্ধে কোঁটা দি
জাত মরিচর্ আগা দি
যদি ঝোঁটা লড়িবি
পাখীর হাতত্ পড়িবি
পাইখ বেটা জোলাইয়া
ঝোঁটা নিল উড়াইয়া।

৪৮৯

টাওনি ভাইঅর টুউনি
হারগ্উআ গাছের বুউনি
সাত কাউআ আইএ যায়
পাড়ার মাঝে খুৎ খায়
কহ রে কাউয়া ভাঙ্গি চুরি
কার্তে আছে কারতে নাই।

৪৯০

টিপির্ টিপির্ জল পড়ে ফুলবাগানে কে
আমি বটি ভাস্থর ঝি খুড়ীকে ডেকে দে
খুড়ী খেলেন পান খিলিটি আমি মল্যাম্ লাজে
কি ফুল পাতালি খুড়ী দরিয়ার মাঝে
হাতে পান বেঁতে পান কমরে কাটারী
ভাশুর হয়ে গাল্ দিলেক্ তেলেঙ্গা ভাতারী।

৪৯১

টিয়ে টিয়ে টিয়ে
লাল গামছা দিয়ে

লাল গামছা লবো না
তসর কাপড় লব
তসর করে খসড় মসড় ধোপা বাড়ী যাবো।
ধোবাদের তেল আমলা
মালীদের ফুল
এমন ঝোঁটন বেঁধে দিব হাজার টাকার মূল।

৪৯২

টুউর্ টুউর্ ডুম মারে
পোঁদে আধার খায়।
(উঃ = সূঁচ)

৪৯৩

টুক্যা নাচের্ আইলর কাছে
আইল্ ভাঙ্গিল্ ছুছুম্ মাছে
ছুছুম মাছ তুলাইলুম
গাছের তেতুল পাড়াইলুম্
ধেয়ন গাইটা দোহাইলুম্
চিকন চৈল্‌গুণ কাড়াইলুম
টুক্যা ভোজন করাইলুম্।

৪৯৪

টুম্-টুমা-টুম্ বাদ্দি বাজে
লোকে বলে কি
খোকামণি বিয়ে করে
বড়মানুষের ঝি।

৪৯৫

টুরু নাচে আইলাম্ কাছে
নাক খাইছে ছুছুম মাছে।

৪৯৬

টেন্ টেয়ালি কচুর লতি
বড়্দিদি মোরে কোলত্ লতি
বড়্ পোইরর বড়্ ভাডইয়া
জামাই আইএর টুন টুনাইয়া
ও জামাই ফিরি চা
খুৎ মিলানি মিলাই যা।

৪৯৭

ট্যান্-ট্যানা-ট্যান্-ট্যান্
কেলে ভুতোর ট্যাং
ঠ্যাংএ দিলাম কোপ্
ডুবেরুল ই পোক।
পোকে দিলাম আগুন
বেরুল দুই বেগুন
বেগুন দিলাম রাঁধতে
খোকার বৌ ব'সলো কাঁদ্তে।

৪৯৮

ট্যাঁপ্ ট্যাঁপ্ ট্যাঁপ্ ট্যাঁপের ভিতর ঝিঙে
বৃষ্টি বাদল হলে ট্যাঁপ্ বসে বাজায় শিঙে।

৪৯৯

ঠাকুর পোঅরির্ টুগুর মাছ্উআ
মোচরি ভাঙ্গম কেঁটা

তেলর্ত্তুন্ তুলি ঝোলত্ দিলুম
বাছা মণির বাটা।
বাছার বাটা কৈ ?
ছিক্কা ছিঁড়ি বিলাইএ খাইয়ে
বাছার বলাই লই।

৫০০

ঠাঠারী করে ছাপ ছেয়তি
কামারে করে কাম ছেয়তি
কুমারে বানায় হাড়ি
বার বছরের যে ভৈন্ আনলাম্
সে ভৈন্ও হৈল রাঁড়ি।

৫০১

ঠেন ঠেমকী কেঁয়াইল বেঁকী[১]
মাউর পিছে যা
গোর সুন্দর জিজ্ঞাস করে
শীতল শীতল গা!
আনা চাইতুম মালা মালা
ঝাপ দি পড়ে শুয়া
ফুল ফুল মাদারি ফুল
মামা চাতন গুয়া
মামা নয় মামা নয় মার সোদর ভাই।
হলৈদর গাঁড়া গাঁড়া শিশুরির পাঁড়া
কোন্ সতীনে দেখাই দিয়ে মুই সতীনের ঘাঁড়া।

৫০২

ঠোঁঠী ঠোঁট করলী আঠার বিলে চরে
তহত ঠোঁঠীর পেট ন ভরে
চোমর বিলাস করে।

৫০৩

ডালিম গাছে পরভু নাচে
তাক ধুমাধুম বাদ্যি বাজে।
আই গো চিন্‌তে পার
গোটা দুই অন্ন বাড়।
অন্নব্যঞ্জন[১] দুধের সর
কা'ল যাব গো পরের ঘর
পরের বেটা মাল্লে চড়
কান্‌তে কান্‌তে খুড়োর ঘর
খুড়ো দিলে বুড়ে বর[২]।
হেই খুড়ো তোর পায়ে ধরি
থুয়ে[৩] আয় গো মায়ের বাড়ী
মা দিলে সরু শাঁখা বাপ দিলে শাড়ী
ভাই দিলে হুড়কো ঠেঙ্গা চল্‌ শ্বশুরবাড়ী।

৫০৪

ডিম্‌-ডিমা-ডিম ডিম-ডিমা-ডিম্ কিসের বাদ্য বাজে?
চাঁদের বেটা লখিন্দর বিয়ে করতে সাজে।
আগে যায় গাড়ী-ঘোড়া পিছে যায় হাতী
সঙ্গে সঙ্গে চলে ব্যাঙ কাঁধে ধরে ছাতি।

৫০৫

ডেডাং ডেডাং ডেস্‌ক
আলপিনের[১] বাক্‌স।

চুল টানা বিবিয়ানা
এলামবাবুর বৈঠকখানা।
কাল[২] বলেছে যেতে
পানের খিলি খেতে
পানের ভিতর মরীচবাটা[৩]
ইস্ক্রুপ্ দিয়ে চাবি আঁটা।

৫০৬ক

ড্যাং ড্যাং শালুক ডাঁটা
মামাকে আনতে পাঠা
মামাদের কচুবনে
কচুশাক খায় না কেন।
বেলাঙ্গিতে বাছ্য মরেছে
তোমাকে যেতে বলেছে
তুমি নাও ঘি কলসী
আমি যাই বাউটি হাতে
চল যাই রাজপথে
মণ্ডি মনোহরা
জিলিপি রসকরা।

৫০৬খ

বোম বোম শালুক ডাঁটা
এতদিন ছিলে কোথা
মামাদের কচু বাড়াতে।
কচুশাক খাওনা কেনে
মামারা দিবেক কিনে
মামাদের পাখী মল
আমাকে যেতে হল
চিঁড়ে-দই খেতে হল।

তুমি নাও ঘি কলসী
আমি নি ঝাঁঝরী হাতে
চলো ভাই রাজপথে
রাজার এক কন্যে আছে
বিয়ে হবে তার সাথে।

৫০৬গ

মামাদের পাখী মল
সেখানে যেতে হল
চিঁড়ে-দই খেতে হল
তুমি নাও ঘি কলসী
আমি নিই মণ্ডা হাঁড়া
তামুক খাবো টিকে ধরা
ভুড়ুক ভুড়ুক।

৫০৭

ঢাকা দিয়ে শেয়াল খায়
পোঁড়োয় কুকুর ডাকে
শান্তিপুরের বুড়ী বলে
কামড়ালে মোর নাকে।

৫০৮

ঢাকা দি লাগ্যে আগুণ
কৈল্‌গাতা গেইএ পোড়া
শঙ্খ নদী ভুট্‌ভুটাইএ
নল্‌উআ দি ধাইএ ধুয়াঁ।
(উঃ = হুকা)

৫০৯

ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে আর বিলে
সুন্দরীর বিয়া দিলাম ডাকাতের মেলে।
ডাকাত আলো মা
পাট কাপড় দিয়ে বেড়ে নিলে
দেখ্‌তে দিলে না।
আগে যদি জান্‌তাম
ডুলি ধরে কান্‌তাম।

৫১০

ঢুলো ঢুলো ডোমনার পোলা
সাত ভাইএর বৈন চন্দ্রকলা।
বাপ মরিল তারা পাড়িতে
মা মরিল জোন পাড়িতে
সাত ভাই সদায় গেছে
সাত ভাইজে বেচি খাইছে।

৫১১

ঢুলো ঢুলো ঢুলো মালা
রাম জীবনের হালা
চুরা ঢুকে বালা।
চুরাত্‌ কেয়া ধান ?
চুলত ধরি আন্‌।
চুল কেয়া কালা ?
নাক কাটি পেলা।
নাকত্‌ কেয়া লৌ ?
বামামণির বৌ।

৫১২

ঢৈর্‌তে উহুত্‌ মাইর্ত্তে চিৎ
ভিতরে গেলে মন পিরীত।
(উঃ = ভাতের গ্রাস।)

৫১৩

ঢোল বাজে গামুর গুমুর সানাই বাজে রইয়া
পয়ার পুতে নিতে আইছে ঢোলে বাড়ি দিয়া
অ্যাওলো খেলার সই খেলার সাজু লইয়া
আর তো খেল্‌তাম না পরার ঘরে গিয়া।

৫১৪

তাই তাই তাই
নানার বাড়ীত্‌ যাই
হাম্বার দুধু খাই
হাম্বার দুধু না দিলে
হাতুয়া ভাঙি ধাই।

৫১৫

তাই তাই তাই
মামার বাড়ীত্‌ যাই
মামারত্‌ আছে টুন্যা ভাই
সঙ্গে খেলা খাই
ও দুধে ভাতে খাই
চল মামার বাড়ীত্‌ যাই।

৫১৬

তাই তাই তাই
মামার বাড়ীত্‌ যাই
মামার বাড়ী বড় ভালা
কিল চূড়া নাই।

৫১৭

তাই তাই তাই মামার বাড়ী যাই
মামা দিল দৈ সন্দেশ
গৈলে ব'সে খাই
মামী এল ঠেঙা নিয়ে
প্রাণ নিয়ে পালাই।

৫১৮

তাক্ থুড়া-থুড়-থুড়া
ভাঙ্‌লো খাটের খুরা
ঘরে নাচে শ্যামসুন্দর
বাইরে নাচে বুড়া
তাক্ থুড়া-থুড়-থুড়া।

৫১৯

তাক্ থুড়া-থুড়-থুড়া
ভাঙ্‌লো খাটের খুরা
নামলো হাতের থোপ
খোকার নাচন দেখতে এল
সওদাবাদের লোক।
সওদাবাদের ময়দা রে ভাই
বহরমপুরের ঘি
খাসা করে কচুরি ভেজে
খোকার মুখে দি।

৫২০

তাকুড়্ তাকুড়্ তাক্
তাক কুড়াকুড় তাক্
খোকার নাচন দেখ।

৫২১

তা থৈয়া থৈয়া নাচে বলে নন্দরাণী
হাতত্ তালি দিয়া নাচের আগুার যাদু বাছামণি।

৫২২

তাল কাটে কি খেজুর কাটে কাটে বন খাজা
হাতীর পর ঘোড়ার নাচে চাম টিলিয়া রাজা
রাজার কান ধর রে।

৫২৩ক

তাল গাছ কাটুম্ রসিক বাটুম গৌরী এল ঝি
তোর কপালে বুড় বর আমি করব কি।
আন্‌কা ভেঙে সান্‌কা দিলুম কাণে মদন কড়ি
বিয়ের বেলায় দেখে এলুম বুড়ো চাপদাড়ি।
চোখ্ খাওগো বাপ মা চোখ খাওগো খুড়ো
এমন বরকে বিয়ে দিয়েছিলে তামাক খেগো বুড়ো।
বুড়োর হুঁকো গেল ভেসে বুড়ো মরে কেশে
নেড়েচেড়ে দেখি বুড়ো মরে রয়েছে
ফেন গালবার সময় বুড়ো নেচে উঠেছে।

৫২৩খ

তাল গাছ কাটন বোসের বাটন গৌরী হেন ঝি
তোর কপালে বুড়ো বড় আমি করব কি?
টঙ্কা ভেঙ্গে শঙ্কা দিলুম কানে মদন কড়ি
বিয়ের বেলা দেখ্‌তে এলুম বুড়ো চাঁপদাড়ি।
চোখ্ খাক্ তোর মা বাপ চোখ্ খাক্ তোর খুড়ো
এমন বরকে বিয়ে দিয়েছে তামাকখেকো বুড়ো।
বুড়োর নল গেল ভেসে বুড়ো তামাক খাবে কিসে?

নেড়েচেড়ে দেখি বুড়ো মরে রয়েছে
ফেন্ গাল্‌বার সময় বুড়ো নেচে উঠেছে।

৫২৩গ

তালগাছ কাটম বোমের বাটম্ গোরী লো ঝি
তোর কপালে বুড়ো বর আমি করবো কি।
য়্যান্‌কা ভেঙ্গে স্যান্‌কা দিব
কানে মদন কড়ি
তোর বিয়ের বেলায় দেখতে যাব বুড়ো চাঁপ দাড়ি
বুড়ো চাঁপ দাড়ি নেড়ে কলাবাগানে যায়
সে কলাটা মর্তমান টপরে গিলে খায়।

৫২৩ঘ

তালগাছ কাটম
বোসের বাটম
গৌরী গো ঝি
তোমার কপালে বুড়ো বর আমি করবো কি।
চোক খাক তোর মা বাপ
চোক খাক তোর খুড়ো
এমন বরকে বে দিয়েছি
তামাকখেকো বুড়ো।
বুড়োর নল গেল ভেসে
বুড়ো তামাক খাবে কিসে।

৫২৪ক

তাল গাছেতে হুতুম থুমো কাণ আছে পাঁদারু
মেঘ ডাকছে বলে বুক করচে গুরু গুরু
তোমাদের কিসের আনাগোনা
উড়ে মেড়ার বাপ আস্‌চে দিদিন্ ধিনা ধিনা[১]

৫২৪খ

তাল গাছেতে হুট্‌টুমাটুম হুলো পাঁদারু
চোতমাসের গরমিতে মলো মাচারু।
তোমাদের কিসের আনাগোনা
কুঞ্জলতার বাপ এসেছে তাক ধিনা ধিনা ধিনা।

৫২৫

তাল গাছেতে হুস্থর-মুস্থর
বাঁশ গাছেতে থানা।
কালকাসন্দার বনে আছে
বাদশাহী বিছানা—
নদের ফটিক চাঁদ এসেছে!

৫২৬

তালতলা তালতলা ফেউ ডাকেছে
দুটা কাতলা মাছ ভাসি বেরাছে।
একটা নিলে বাবুন ঠাকুর একটা নিলে টিয়া
টিয়ার বেটিক বেহা দিলে লাল সাড়ী দিয়া।
লাল সাড়ীংনা চিরি গেল
টিয়ার বেটি মরি গেল।

৫২৭

তালতুউনীর বিয়া
উন্দুরে কাটে গুয়া।
বাত্যা তুলায় পান
চোর গোটা আইয়ের জান।
গাতর কুচ্যাএ ছাতি ধর্গ্যে
কেঁয়রী মাদল বায়
তেল্যা চোরা বেরা হইয়া
পাল্কী লইয়া যায়।

৫২৮

তালপাতা তালনি কুম্ভাল্ পাতা ঢাঅনি
কন বাড়ইএ কুন্দাইএ
হাজার টেকা মূলাইএ।
(উঃ = সিন্দুক)

৫২৯ ক

তাঁতির বাড়ী ব্যাঙের বাসা
কোলা ব্যাঙের ছাঁ
খায় দায় গান গায়
তাইরে—না রে না।
সুবুদ্ধি তাঁতীর ছেলের কুবুদ্ধি ঘনাল
আঁকড়া বাড়ী নিয়ে তাঁতী ব্যাঙের ছা মারিল।
একটা ছিল কোলা ব্যাঙ বড়ই সেয়ানা
লিখন পাঠায়ে দিল পরগণা পরগণা।
আজিডাঙ্গা কাজিভাঙ্গা মধ্যে ধনেখালি
সেখান থেকে এল ব্যাঙ—চোদ্দ হাজার ঢালী
হুগলীর বাইরে ভাই ব্যাঙের অভাব নাই
সেখান থেকে এল ব্যাঙ সনাতন সিপাই।
সূতা নাতা নিয়ে তাঁতি যায় মণির হাটে
একটা ছিল কোলা ব্যাঙ আগুলিল পথে।
সূতানাতা নিয়ে তাঁতি উঠলো গিয়ে ডালে
একটা ছিল কোলা-ব্যাঙ থাপ্পড় দিল গালে।
সূতা নাতা নিয়ে তাঁতি নাবলো গিয়ে ভুয়ে
একটা ছিল কোলা-ব্যাঙ মারলো লাথি মুয়ে।
ব্যাঙের লাথি খেয়ে তাঁতি যায় গড়াগড়ি
চোদ্দ হাজার ব্যাঙ উঠিল পিঠের উপর চড়ি।

পায়ের চাপে বোকা তাঁতি করে হাঁই-ফাঁই
না মার না মার মোর তাঁতিরে গোঁসাই।

৫২৯খ

সাহানা কিনিতে গেলা তাতি পুরন্দপুরের হাট
কোথা ছিল টুট্টুরে বেঙ্গ আগুলিল বাট।
তরাসে মরাসে তাতি উঠিল গা গাছে
কোথা ছিল কাঠবিড়ালি ডাড়িতে ধর্য্যা নাচে।
তরাসে মরাসে তাতি নামিল [গা] ভুঞে
কোথা ছিল কোলা বেঙ্গ মুতে দিল মুঞে।
তরাসে মরাসে তাতি যায় গুড়ী গুড়ী
কোথা ছিল জাড়ি বেঙ্গ মাল্যেক ফাবুড়ি।
না মার না মার ঠাকুর তাতির গোসাঞি
রাঙা ধড়ি বুনে দিব বানির দায় নাঞি।

৫৩০

তিন কোণা মধ্যে গাতা
কেঁয়াইল লাড়ি মারে জাতা
দুই আণ্ডু উপরে তোলে
ঝর ঝরাইয়া পানি পড়ে।
(উঃ = 'লুই' নামক মাছ ধরিবার যন্ত্র।)

৫৩১

তিন পাহাড়র হেরে
বেতগুলা ধরে।
(উঃ = চড়্‌কি)

৫৩২

তুতুরিথুন্ তুতুরি
উচল মুড়ার বাঁশ
থাউক মূর্খে কৈব
পণ্ডিতর ছমাস।
(উঃ = দাঁতের 'খড়িআ'।)

৫৩৩

তুলসী তুলসী রামতুলসীর পাতা
দেখে যাও গো খোকার মা
খোকার ধুলো মাখ্‌বার ঘটা।

৫৩৪

তেলি—হাত পিছলে গেলি
নুন—খানায় প'ড়ে খুন।

৫৩৫

তোদের হলুদ মাখা গা
তোরা রথ দেখতে যা
আমরা হলুদ কোথা পাবো
আমরা উল্টোরথে যাবো।

৫৩৬

তোর সঙ্গে আড়ি
কাল যাবো বাড়ী
পরশু যাবো ঘর
কি করবি কর
মাথা খুঁড়ে মর।'

৫৩৭

তোল্ তোল্ পাল্কী তোল্
খোকন মণির বৌটি ভালো·
সব ভালো তার রংটি কালো।

৫৩৮

থেনা নাচন থেনা
বট পাকুড়ের ফেনা
বলদে খালো চিনা
ছাগলে খালো ধান
সোণার যাদুর জন্যে যারে
নাচন কিনে আন।

৫৩৯

দল পিঁ পিঁ দল পিঁ পিঁ
দলে করে বাসা
হাড্ডিও নাই হুড্ডিও নাই
করে কেঁঅন থাম্সা।
(উঃ = জলৌকা)

৫৪০

দশ কুড়ি নাড়ি ভুঁড়ি চিংড়ি মাছের চচ্চড়ি
আমতলায় ঝাপুর ঝুপুর কলাতলায় বিয়ে
ঐ আসছে খেঁদির বর গামছা মাথায় দিয়ে।
ও গামছা নেব না খেঁদির বিয়ে দেব না
খেঁদিকে দেব সাজিয়ে টাকা নেব বাজিয়ে।

৫৪১

দশ মুণ্ড ন দাড়ি
ষোল ঠেঙ্গ বার্গ্যা বারি

কুড়ি চৌখ কুড়ি কাণ
দেখি আইলাম বিদ্যমান
রামকৃষ্ণ আচার্য্যে কয়
আর চাইর ঠেং উপরে রয়।
(উঃ = বিবাহের মুখচন্দ্রিকা।)

৫৪২

দাদা গো দাদা সহরে যাও
তিন টাকা করে মাইনে পাও
দাদার গলায় তুলসীমালা
বউ বরণে চন্দ্রকণা
হেই দাদা তোর পায়ে পড়ি
বউটা দে না খেলা করি।

৫৪৩

দাদাভাই চালভাজা খাই
নয়না মাছের মুড়ো
হাজার টাকার বৌ এনেছি
খাঁদা নাকের চূড়ো।
খাঁদা হ'ক বোঁচা হ'ক
ঝাপটা কাটা মুখ নাড়াটা
ঐ জ্বালাতে মরি।

৫৪৪

দাদা হাঁক পড়েছে দাদা নাই ঘরে
আজ দাদার অধিবাস কাল দাদার বিয়ে
দাদাকে নিয়ে যাব দিগ্‌নগর দিয়ে
দিগ্‌নগরের মাঠেরে ভাই হাতী নেবেছে
হাতীর গলায় গজঘণ্টা বেজে উঠেছে
নেড়ে চেড়ে দেখ্‌না বুড়ো মালা পেতেছে।

৫৪৫

দামুস্ দামুস্ করে পা
মল গড়িয়ে দে না মা।
আসুক তাঁতি বিকুক সুত
মল গড়িয়ে দেব রে পুত।

৫৪৬

দিদিমণির কোলে
খুকুমণি দোলে
খুকু দোলে নড়ে চুল
খুকুর মাথার চাঁপা ফুল।
খুকুর গালভরা হাসি
মাণিক ঝরে রাশিরাশি।

৫৪৭

দিদি লো দিদি একটা কথা!
কি কথা? ব্যাঙের মাথা!
কি ব্যাঙ? সরু ব্যাঙ!
কি সরু? বামণ গরু!
কি বামণ? ভাট বামণ!
কি ভাট? গুয়া কাট!
কি গুয়া? চিকি গুয়া!
কি চিকি? সোণার চিকি!
কি সোণা? ছাই খানা!
তার অর্দ্ধেক ভাগ নেনা।
ভাগ নিয়ে করবো কি?
তোর ভাগ তোরে দি!

৫৪৮

দিদি লো দিদি নাইতে যাবি ?
কোন্ পুকুরে ? তাল পুকুরে।
তালের জটা বাঁধলো ল্যাটা।
বড় বৌএর কি ছেলে ? বেটা ছেলে
নাম কি ? দুর্গাচরণ।
খায় কি ? দুধি ভাতে।
কোমরে কোমর পাটা
খোকা আমার সোণার ভাঁটা।

৫৪৯

দুআ উআ এক্ গউআ কাইত
ভরি দিয়া সারা রাইত।
(উঃ = দুয়ার বাড়ি।)

৫৫০

দুই চিবা মধ্যে ফোরা দুই কারা তলে
ঠেং তুলি আহার করে ভিতরে গেলে চলে
না চলিলে বড় দুখ চল্‌তে লাগে ভালো
হীন কালিদাসে বলে যাহা বুঝ তাহা নয়।
(উঃ = কাঁচি)

৫৫১

দুখপাসরা নয়নতারা
খোকা আমার কই
খোকামণিরে কোলে নিয়ে
ঠাণ্ডা হয়ে রই।

৫৫২

দুধ মিঠে দই মিঠে আর মিঠে নবনী
সংসার দুর্লভ মিঠে মা বড় জননী।
কাঁচা সোণার বরণ গর্ভর তাই ত এলো না
সাধ করে দিলাম নিমাই হাতে তার বালা
নদীয়া বালকের সঙ্গে কে করিবে খেলা।

৫৫৩

দুধা রে দুধা কিরে ভাই দুধা।
দুধ কেয়া ন দেয়র্‌ ?
বাঘর ভরে।
বাঘে কি করে ?
মারে ধরে।
বাঘর নাম কি নাম ?
চোঙরা
গাছে গাছে ভোঙরা
হাত গাছ বইট্যা
গাছ বাহি উট্‌ঠে।

৫৫৪

দুলতে দুলতে এল বান
আমি কুড়িয়ে পেলাম সোনার চাঁদ
এই চাঁদটি কাদের
কপাল ভালো যাদের।

৫৫৫

দে টপাটপ নে টপাটপ্‌
ভাবনা কিছু নাই !

দে দৈ—দে দৈ পাতে
ওরে বেটা হাঁড়ি হাতে!
হাপুস হুপুস্ খায়
আরো দাও—তবু চায়।
হাতে দৈ পাতে দৈ
তবু বলে কৈ কৈ?
আরো কি চাই
দে টপাটপ নে টপাটপ্
ভাবনা কিছু নাই!

৫৫৬

দেড় কুণি ভূঁইয়র চাইর কুণি মাথা
পোক হইএ যে জটা জটা
সেই পোকে পড়ে
বড় বড় পণ্ডিতে বুঝে।
(উঃ = পুস্তক)

৫৫৭

দেবতার মা বুড়ী কাট নাই পেলি
তুখানা কাপড় পেলি ছ বৌকে দিলি।
আপ্‌নি মরে জাড়ে
কলার গাছে আড়ে।
কলা পড়ে ধুপ্‌ধাপ্ বুড়ী খায় কুপ্‌কাপ্।
এক সের আটা তুসের পাটা।

৫৫৮

দৈয়ারে দৈয়া কি কর বৈয়া
ঢেউএ শিং লড়ে

আমি ত মরি বাদ বিবাদে
পক্ষিণী কি হালে তরে।
ফল খাইলাম্ ফুল খাইলাম্
ভাচ্ছিয়া ভরাইলাম কায়া
সুজনর সঙ্গে পিরীত করি
মরণে ন ছাড়ে দয়া।

৫৫৯

দোল দুলতে এলো বান
হেজে গেল জলার ধান
যাক ধান থাকুক নাড়া
পাড়া কেটে দিব রাঙ্গা ধাড়া
রাঙ্গা ধাড়া পাটের থোপ
কেটে মরবে পাড়ার লোক।

৫৬০ক

দোল দোল দুলুনি
রাঙা মাথায় চিরুণী
বর আস্‌বে যখনি
নিয়ে যাবে তখনি
কেঁদে কেন মর
আপনি বুঝিয়া দেখ
কার ঘর কর ?

৫৬০খ

রাগ ক'রো না জননী
রাঙা মাথায় চিরুণী
বর আসবে যখনি
নিয়ে যাবে তখনি।

৫৬১

দোল্ দোল্ দোল্—খাঁদা কোলে
তেঁতুল গাছে বাদুড় ঝোলে !
ধিন্ ধিন্ ধিন্—খাঁদা নাচে
'না-তিন্-তিন্'—নূপুর বাজে।
নাচে খাঁদা তুড়্-তুড়া-তুড়্
দামা বাজে গুড়্-গুড়া-গুড়্ !

৫৬২

দোল্ দোল্ দোল্ দোল্
কিসের এত গোল
খোকা আসছে বিয়ে ক'রে
সঙ্গে ছ'শ ঢোল।
থামলো ঢোলের রব
খোকামণি ঘুমিয়ে প'ল শান্ত হ'ল সব !

৫৬৩

দোল দোল দোল দোলন হরি
কে দেখেছে হরি
ঝোলনাতে ঝুল্‌চে আমার ঐ গিরিধারী।

৫৬৪

দোল দোল দোলনি
কাল যাব বেলুনি
কিনে আনব দোলনি
বেলুনীর পাকা আমড়া
খেয়ে অম্বলে বুক চাবড়া।

৫৬৫

দোল দোল দোলানি
কানে দেব চৌদানি
কোমরে দেব ভেড়ার টোপ্
ফেটে মরবে পাড়ার লোক ;
মেয়ে নয়ক সাত বেটা
গড়িয়ে দেব কোমরপাটা
দেখ্ শশুর চেয়ে
আমার কত সাধের মেয়ে।

৫৬৬

দোল্ দোল্ যাদু দোলে
দোল্ দোল্ খোকা দোলে
দোল্ দোল্ ধন দোলে
মামণি এস কোলে !

৫৬৭

দোলাত্ উঠম্ দোলাত্ উঠম্
দোলা কেয়া লড়ে
চান্দ্ কপাল্যা মা বাপ্ রে
কান্দি কেয়া মরে।
ন কান্দিও ন কাটিও
সঙ্গে যাইবো ভাই
পরেয়ার্ পুত বান্ধি নিবো
কোন দাবী নাই।
খাট দিয়ম্ পালঙ দিয়ম্
দিয়ম্ ধেয়ন গাই
সেই গাভী চরাইতাম্ দিয়ম্
কন্যার ছোট ভাই।

৫৬৮

দোলে রে মাল চন্দনী গোপাল
দুধি ভাতি চেয়ে খুকুর ভুতিভুতি গাল।

৫৬৯

ধন আমার কোনখানে
চন্দন বন সেখানে
সেখানে ধন কি করে
ডাল ভাঙ্গে আর ফুল পাড়ে।

৫৭০

ধনকে কিসে গড়েছে
কাঁচা সোনা কুঁদে কেটে ছাঁচে ঢেলেছে।

৫৭১

ধনকে কে মারোছে কে ধরেছে দুধের গতরে
দুধ লাড়ু কলা পাকা গালের ভিতরে।
ধনকে কে মেরেছে কে ধরেছে কে দিয়েছে গাল
আমার গগন চাঁদের বালাই নিয়ে মরে যাবেক্ কাল।

৫৭২

ধনকে নিয়ে বনে[১] যাব থাকব বনের মাঝে
আয় দেখিনি নীলমণি তোর কেমন ঘুঙুর বাজে
তোর নাচনে কেমন সাজে
ঝুনুক ঝুনুক বাজে।

৫৭৩

ধন গেছে গো বেড়াতে
পায়ের নূপুর হারাতে

যাক্‌গে নূপুর হারিয়ে
আবার দেব গড়িয়ে।
আয় রে গোপাল ঘরে আয়
আওটানো দুধ জুড়িয়ে যায়।

৫৭৪

ধন ধন ধন
ক্ষুদে মেতির বন
পড়বে লোকের মন
ছিঁড়বে লোকের কাঁথা
এমন ধন দেখেছ কোথা!

৫৭৫ক

ধন ধন ধন
বাড়ীতে ফুলের বন!
এ ধন যার ঘরে নাই
তার কিসের জীবন[১]
তারা কিসের গরব করে
আগুনে পুড়ে কেন না মরে?

৫৭৫খ

ধন ধন ধন
বাড়ীতে নটের বন
এ ধন যার ঘরে নাই তার বৃথায় জীবন[১]
তারা কিসের গরব করে
উনুনে পুড়ে কেন না মরে।

৫৭৫গ

ধন ধন ধন
দর্পনারায়ণ।
এ ধন যার ঘরে নাই সে কিসের গরব করে
এ ধন যার ঘরে নাই সে বৃথায় জীবন ধরে।

৫৭৫ঘ

ধন ধন ধন
বাড়ীতে ফুলের বন
এ ধন যার ঘরে নাই তার বৃথায় জীবন।

৫৭৫ঙ

ধন ধন ধন
বাড়ীতে ফুলের বন
এ ধন যার ঘরে নাই
তার কিসের জীবন
যার এই ধন নাই ঘরে
সে কিসের গরব করে
সে যেন আগুনে পুড়ে মরে
সে যেন মাথা খুঁড়ে মরে।

৫৭৫চ

ধন ধন ধন
বাড়ীতে লোট্যার বন
ই ধন যার ঘরে নাই তার মিছাই জীবন।

৫৭৬

ধন ধন ধন ছেলে
পথে বসে কি কাঁদছিলে
মা বলে কি ডাকছিলে।

৫৭৭

ধন ধন ধন ধন
ই ধনকে দেখতে লারে পুড়ুক তার মন।
ধন ধকড়া টাকার তোড়া ধনের মুরালী
ই ধনকে দেখ্‌তে লারে কোন বিরালী।

৫৭৮

ধন ধন ধন ধন
দুখ পাসুরা খিস্তা হারা চিত্‌নেবারণ।
ধনকে লিয়ে বনকে যাব রইব বনের মাঝে
নাচ দেখি রে নীলমণি তুর কেমন ঘুঙুর বাজে।

৫৭৯

ধন ধন ধন ধুনিয়ে
কাপড় দেব বুনিয়ে
তাতে দেব ভেঁড়ার ডোর
ফেটে মরবে পাড়ার লোক
তাতে দেব কালার আঁজি
ফেটে মরবে পাড়ার বাঁজী।

৫৮০

ধন ধন ধন পায়রা
ধন পায় গো কারা
ঘোষপাড়ায় কামনা করে ধন পেয়েছি আমরা।
এ ধন যাদের নাই ঘরে
তারা কি নিয়ে গো ঘর করে।

৫৮১

ধন ধন ধনিয়ে
কাপড় দেব বুনিয়ে
তাতে দেব হীরের টোপ[১]
ফেটে মরবে পাড়ার লোক।

৫৮২ক

ধন ধন পায়রা
এ ধন পায় কারা
কত সাগর মন্থন করে এ ধন পেয়েছি আমরা।
আবার যদি পাই তো সবাই মিলে যাই
আমরা সবাই মিলে যাই।

৫৮২খ

ধন ধন পায়রা
এ ধন পায় কারা
সাগরে কামনা করে
ধন পেয়েছি আমরা।
সাগরে ঢালিয়া গা
হয়েছি রে নীলমণির মা।

৫৮৩

ধন ধোনা ধন ধোনা
চোত বোশেখের বেনা
ধন বর্ষাকালের ছাতা
জাড়কালের কাঁথা।
ধন চুল বাঁধবার দড়ি
হুড়কো দেবার নড়ি

পেতে শুতে বিছানা নেই
ধন ধুলোয় গড়াগড়ি।
ধন পরানের পেটে
কোন্ পরাণে বল্‌বরে ধন
যাও কাদাতে হেঁটে।
ধন ধোনা ধন ধন
এমন ধন যার ঘরে নাই তার বৃথায় জীবন।

৫৮৪

ধনী ধনী ধনী ধনীই বলা
সাত ভাইএর বৈন্ চন্দ্রকলা
গাছের আগার উপর ঢুলের্ যে
কুরগাইল্যার বলা।

৫৮৫

ধর ধর ধর পোলা ল
ফুলমালারে কোলে ল।
দৌড়াই দেম্ সতীনের বিলাইরে
কালা বিলাই ধলা বিলাই
কন্ সতীনে পালে
রাত্ হৈলে সতীনের বিলাই
দুয়ার ধরি ঠেলে।
বিলাই মরিবার আগে
মুই গেলাম্ দুয়ারর কাছে
খাপ্ দি থাকি ঝাপ দি ধৈর্‌লাম
ও সতীনের বিলাই রে।

৫৮৬

ধলা কুণ্ডুরী লুটিত্ পারে উঠিত্ ন পারে।
(উঃ=ছেপ বা নিষ্ঠীবন।)

৫৮৭

ধহ ধহ লালার মা
কি ভাত রান্ধে চইলও না
হাল্যা মজুরে খাইলো না
বাঁদীএ দাসীএ পাইলো না।
একুলেও লাই ঐকুলেও লাই
গুরা বাছা চুলের যে মনত্‌ও নাই।

৫৮৮

ধান খাইল ধানুআ পোকে
গরু খাইল জোঁকে
আর বছরের খাজনা দিয়ম্
চড়ইয়ার বউঅরে।

৫৮৯

ধান খাঁঠ খাঁঠ সুন্দরারে পিঠত পড়ে লেস
আমিত কুণ্ডার হাটত্ যাইর্
কি কি হারা দেস।
পানির আনিবা চটকমুটক্ হাতীর আনিবা দাঁত
রূপার আনিবা পঞ্চকলিকা
সোনার আনিবা পাত।

৫৯০

ধান ভানি ধান ভানি
মচ্ছির গুঁড়ো দিয়ে

ঐ আসছে খোকার শ্বশুর
দু খান কুলো নিয়ে।
এক খান কুলো মাঠে
এক খান কুলো ঘাটে
বাঁশ মড়মড় করে।
সোনার টোপর ভেঙ্গে গেল
কে গড়িতে পারে
খোকার ভাই বলরাম
সেই গড়িতে পারে।

৫৯১

ধিনতা ধিনা পাকা নোনা
ডাল-ভাতে-ভাত চড়িয়ে দেনা।
বাবুর বাড়ী কাগজী লেবু
খেতে চেয়েছেন রামজী বাবু
রামজী বাবুর পরনে ট্যানা
বে ক'রেছে বিড়াল-ছানা।
একটি ধানে দুইটি তুষ
আয় রে মেনি পুষ্‌পুষ্‌।

৫৯২

ধিনতা নাচন মধুর বচন তোমরা বল কি
মনের আনন্দে আমি খোকন নাচাচ্ছি।
নাচিতে নাচিতে খোকার গা হ'ল আগুন
খোকার শাশুড়ী তত্ত্ব দিল গোটা দুই বেগুন।
আর নেচনা যাদুমণি চরণ হল ভারী
ঘাম দিল চাঁদমুখে খোকার কাছে হারি!

৫৯৩

ধিন ধিন ধিনা
ছাগলে খায় চিনা
মেড়ায় খায় ধান
খোকার বউএর
চুল ধরে টান।

৫৯৪ক

ধূলায় ধূসর নন্দকিশোর
ধূলা মেখেছে[১] গায়
ধূলা ঝেড়ে কোলে কর[২]
সোনার যাদুরায়।

৫৯৪খ

ধুলোর দোসর নন্দকিশোর ধুলোমাখা গায়
ধুলো ঝেড়ে করব কোলে আয় নন্দরায়।

৫৯৪গ

ধুলোর দোসর নন্দকিশোর,
ধুলো লেগেছে গায়
ধুলো ঝেড়ে লওরে কোলে
প্রাণ জুড়োবে তায়!
চণ্ডীতলায় এসেছিল বাণ
তাই কুড়িয়ে পেয়েছি সোনার চাঁদ।

৫৯৫

ধুলোর দোসর নন্দকিশোর গা করেছ খড়ি
কলুবাড়ী যাও তেল আনগে আমি দিব তার কড়ি।

৫৯৬

ধেই ধেই খোকন নাচে
কচি কচি হাত দুখানি
তুলে আমার খোকন নাচে।
নাচ দেখে তোর নাচে পুষি
বানর নাচে গাছে
ময়ূর নাচে কুকুর নাচে
বনে শেয়াল নাচে।
দাঁড়ে নাচে কাকাতুয়া আর নাচে টিয়া
পুকুর পাড়ে নাচে ব্যাঙ
মাথায় হাত দিয়া।
ধেই ধেই ধেই খোকন নাচে
ধেই ধেই ধেই খোকন নাচে।

৫৯৭

ধেই ধেই চাঁদের নাচন
বেলা গেল চাঁদ নাচবি কখন।
নেচে নেচে কোলে আয়
সোনার নূপুর[১] দিব পায়।
নেচে আয়রে নীলমণি
তোর নাচন দেখব আমি।

৫৯৮

ধেই-ধেই-ধেই-ধেই
আমার খোকা নাচে ধেই!
ধিন্‌তা ধিন্‌তা ধিন্‌তা
তিন্‌তা তিন্‌তা তিন্‌তা
আয়রে ভোলা আয়
নেচে নেচে খোকনমণি গড়াগড়ি যায়!

৫৯৯

ধেছুয়া ধেছুরুত্ লাতুরির বিয়া
হুঁইচ দি হিঁয়া বড়্কি দি টান
ঢাইরে ন দিল এক খিলি পান।

৬০০

ননী আমার কে গো
জল গড়িয়ে দে গো
জলের ভিতর লাল মাটি
ননী আমার সোণার কাঁটি।

৬০১

ননীর গোপাল ননীর শরীর নধর নধর গা
পাড়া পড়্শী ডাক্‌লে কারো ঘরকে যেও না
তুমি আমার বুকভরা ধন পরাণ পুতলি
ঘরে থাকো বাছা আমার উঠান আলো করি।

৬০২

নাই ঘরের তাই খোক্না অন্ধের নড়ি
তিলমাত্র না দেখিলে বুক ফেটে মরি।
খোকন যখন হাসে মুক্তা যেন ভাসে
যখন খোকন হাঁটে রক্তে চরণ ফাটে।

৬০৩

নাক্ ওঠে নাক্ ওঠে—ধানের শিষ্
নাক্ ওঠে নাক্ ওঠে—প্রদীপের শিষ্
নাক্ ওঠে নাক্ ওঠে—পানের বোঁট
যাদুর নাকটা—শিগ্গির ওঠ!

৬০৪

নাকুর বদলে নরুণ পেলুম
টাক্‌ডুবা-ডুব-ডুবা
নরুণের বদলে হাঁড়ুয়া পেলুম
টাক্‌ডুবা-ডুব্‌-ডুবা
হাঁড়ুয়ার বদলে ঢাক পেলুম
টাক্‌ডুবা-ডুব্‌-ডুবা
ঢাকের বদলে টোপর—পেলুম
টাক্‌ডুবা-ডুব্‌-ডুবা
টোপরের বদলে বৌ পেলুম
টাকডুবা-ডুব্‌-ডুবা।

৬০৫

নাকের নোলক নাক পাতিলে জঞ্জাল
গোয়ালা ননীচোরা ঠাকুর রাখাল।
একদণ্ডে চলে গেল রাধিকার বাড়ী
মধ্যখানে বৈসে আছে রাধিকা সুন্দরী।
রাধা বলে কে কে কেষ্ট বলে আমি
কে খেয়েছে তোর ননী কাকে বলিস চোর।
মারতে সখী মারতে সখী সর্বসখীর বেটা
একলা পেয়ে মারতে চাও বড় বুকের পাটা।
এক বল্লই দু বল্লই লাগ্‌ল হুঁড়াহুঁড়ি
কেষ্ট ঠাকুর কেড়ে নিল যত গোপের নারী।

৬০৬

নাচ তো নাচ মণি
নাচ একবার

নাচিলে করাইয়া দিয়ম্
গজমস্ত হার
হাজিলে তোয়াইয়া দিয়ম্
বাঁশী ত তোমার।

৬০৭

নাচন চড়াইয়া
বৈল বীচি বড়ইয়া
সুন্দর কামিনী নাচে লটক্ন পেলাইয়া।

৬০৮ক

নাচনি গিয়ে কাচনিপাড়া
দেয়াএ আন্ন্যে ঝড়
কেয়া রে নাচনি ভিজি যাওর্
ফুলর ছাতি ধর্।
ফুলর ছাতি বেতর বান
নাচনিরে ঘরত্ আন্।

৬০৮খ

নাচনী গেইএ কাচনিপাড়া
দেআএ আন্ন্যে ঝড়
কেয়া রে নাচনী ভিজর কেয়া
চিকন ডালা ধর
চিকন ডালা ভাসি যায়
সোণার ডালা ধর।

৬০৮গ

নাচ্নি গেছে কাচনিপাড়া
দেওয়া নামছে জল

সোণার নাচ্‌নি ভিজে যায় রে.
লাল ছাতিটা ধর।

৬০৯

নাদুস্ নুদুস নন্দগোপাল
কাঙ্গালিনীর ধন
আমার দুখ-পাসরা দুখ-হরা
অশ্রু-নিবারণ।
কেমন গরণ কেমন পেটন
কেমন ছিরি ছাঁদ
ব'লতে গেলে বাছা আমার
নীল গগনের চাঁদ।

৬১০

নিদ পাড়ে নিদ পাড়ে গাছের পাতাড়ি
ষষ্ঠীতলায় নিদ পাড়ে বুড়ো মাথারী।
খেড়ো ঘরে নিদ পাড়ে কালা কুকুর
আমাদের বাড়ী নিদ পাড়ে খোকা ঠাকুর।

৬১১

নিদ্রালি মাউরে আমার বাড়ীত্ আইস
খাট নাই পালঙ নাই
পিড়ি দিতাম্ জাগা নাই
আমার মণির চখের উপর বৈস।

৬১২

নিদ্রালী মা বাপরে আঙারো বাড়ীত আইও
উঠানেও শঙ্খ নদী পা পাহালিয়া যাইও।

হাত্তিনাতে কানির বোচকা পা মুছিয়া যাইও
বাড়ীর পিছে মানকচু পাতা মাথাত তৈক্যা দিও
সোণার ঢুলন পাড়ি দিয়ম্ পড়িয়া ঘুম যাইও।

৬১৩

নিদ্রালী মা মুই[১] আমার মাথা খাইও
আসন দিতাম শক্তি নাই পাগলার চোখে বইও।
উতরথুন্ আইয়ের্ অলি চান্দ্যা ঘোড়াত্ চড়ি
দক্ষিণথুন্ আইয়ের্ অলি লাল্যা ঘোড়াত্ চড়ি।
পূবথুন্ আইয়ের অলি কাল্যা ঘোরাত্ চড়ি
পশ্চিমথুন্ আইয়ের অলি সাদা ঘোড়াত্ চড়ি।
জাদুর মা ফুতা কাটে ডিঁয়লে ডিঁয়লে নাল
জাদু গেইএ ঘোড়া দৌড়াইত ডিঘির উত্তল পার
এক ঘোড়া কালা এক ঘোড়া ধলা
এক ঘোড়া কপালে চান
জাদুর মারে জিজ্ঞ্যাস্ কর কন ঘোড়া করিব দান

৬১৪

নিন্দ যা নিন্দ যা ডোমের পালা
সাত ভায়ের বহিন তুমি হরিশের চালা।
চাঁদ পাড়িয়ার কেনে মা বাপ হারালেম
ঝাঁরি পেটারীর কেনে জাতি মজালেম।

৬১৫ক

নিন্দ যা নিন্দ যা সোনামুখীর ছা
তোর মা হাটে গেল কালায় ভিজা খা।
কালায় ভিজা খাব না চিড়া ভাজা খাব
চিড়াতে ধ্যান বুড়ী ঢেকি ধরি টান্।
নাক কাটিতে ভালরে বড় মানুষের ঝি।

৬১৫খ

নিন্দো যা নিন্দো যা ভাত খুয়া ছুয়া
তোর মা হাট গেলে আনিবে মালপুয়া।

৬১৬

নীল কপিল দুই বর্ণ
চাইর চৌখ দুই কর্ণ
চৌদ্দ ঠেং এক মাথা
শুনরে অচরিত কথা।
(উ=কাঁকড়া)

৬১৭

নুকুকু ঝাৎ
খুকী আমার নুকুকু ঝাৎ।
খুকীর আমার সোণার সিংহাসন রূপার বাটা
খুকী আমার পোল রে টোলা পড়শে ধর রে।

৬১৮

নুনু কেনে কান্দেরে শ্বশুর ঘর যেতে
রাঙ্গা রাঙ্গা টুফী দিব শাশুড়ী ভুলাতে।
আম কাঁঠালের বাগান দিব ছায়ায় যেতে
উড়কি ধানের মুড়্কি দিব পথে জল খেতে।

৬১৯

নুনু খেলে কোন্খানে
শাল পিয়ালের বনখানে
সেখানে নুনু কি করে
থোগা থোগা ফুল পাড়ে।

৬২০

নুনু গেইছে খেলা কর্ত্তে খেল কদমের তলা
ডাকলে নুনু রা দেয় না ভাত খাবার বেলা।

৬২১

নুনু নুন্দুরু
নুনুকে গড়ায়েঁ দিব সোণার ঘুঙুরু।

৬২২

নেচে আয় রে নেচে আয় রে
আয়রে চাঁদের কণা
মুরলী গড়ায়ে দেব
যত লাগে সোণা।

৬২৩

নেড়া তেল কাম্‌ড়া তেলে ভাজা বড়া
সকল বড়া খেয়ে গেল নেড়ার গলায় দড়া।

৬২৪

নেবু পাতা করঞ্চা
হে বৃষ্টি ধরে যা।

৬২৫ক

নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোঁটন রেখেছে
বড় সাহেবের বিবিগুলি নাইতে এসেছে।
দুপাটে দুই রুই কাৎলা ভেসে উঠেছে
দাদার হাতে কলম ছিল ছুঁড়ে মেরেছে।
ও পারেতে দুটি মেয়ে নাইতে নেবেচে
রুনুঝুনু চুলগাছটি ঝাড়তে নেগেছে
কে রেখেছে কে রেখেছে দাদা রেখেছে।

আজ দাদার ঢেলাফেলা কাল দাদার বে
দাদা যাবে কোন্ খান দে বকুলতলা দে।
বকুল ফুল কুড়্তে কুড়্তে পেয়ে গেলুম মালা
রামধনুকে বাদ্দি বাজে সীতানাথের খেলা।
সীতানাথ বলে ভাই চালকড়াই খাব
চালকড়াই খেতে খেতে গলা হল কাঠ
হেথা হোথা জল পাব চিৎপুরের মাঠ।
চিৎপুরের মাঠেতে বালি চিক্ চিক্ করে
সোনামুখে রোদ নেগে রক্ত ফেটে পড়ে।

৬২৫খ

নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোটন বেঁধেছে
ওপারেতে দুটি মেয়ে নাইতে নেমেছে
সরু সরু চুলগুলি ঝাড়তে লেগেছে।
কে দেখেছে কে দেখেছে দাদা দেখেছে।
দাদার হাতে বাজুবন্ধ ছুঁড়ে মেরেছে
উহুহু বড্ড লেগেছে।

৬২৬

পটল আমাদের কৈ রে
জলে ভাসে খৈ রে
জলটা হলো গোবর-মাটি
পটল আমাদের গলার কাঁটি।

৬২৭

পটল আমার ধন
যেয়ো না রে বন
তোমার নেগে[১] গড়িয়ে দিব[২]
রত্ন সিংহাসন।

৬২৮

পটল গেছেরে খেলাতে তেলি মেলিদের পাড়া
তেলি মেলিরে গাল দিয়েছে এল মাখন চোরা।
ননী খেয়েচে ভাঁড় ভেঙ্গেচে তার দেব গো দাম
নেচে আয় রে মাখন চোরা তুই কি গলার হার।

৬২৯

পটলচেরা চক্ষু টুনুর বাঁশীর মত নাক
টুনুর শ্বশুর হবে বুড়ো ফোকলা মাথায় টাক।

৬৩০

পড়ঙ্গা চরঙ্গা শোলঙ্গ পাতা
মধুর বউঅরে কৈয়ম্ যে কথা
মধুরো বউঅর চিকনা ধুতি
বলদে নিল শিঙ্গত্ করি।
আন্ধা শক্ক বান্ধা দিলুম্ তুঁই গেল্ খিল
যমুনারে বিহা দিলুম গঙ্গার কুল।
উঠ উঠ যমুনা একটি বাইঅন্ কুট না
জামাইর পাতত্ ঝোল নাই
চর্চরাইয়া মুত না।

৬৩১

পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা সকল কথায় ছন্দ
ছেলেতে ছেলেতে কথা সকল কথায় দ্বন্দ্ব।
বুড়ায় বুড়ায় কথা সকল কথায় কাসি
যুবায় যুবায় কথা সকল কথায় হাসি।

৬৩২

পত্র কালা পুষ্প ধলা
সার পেলাই দি লয় বাওলা।
(উঃ=পাটিপাতা)

৬৩৩

পথের মাঝে বেঙী বসে
বেঙ ছিলেন ঘুমিয়ে
সেই পথে এক হাতী গেলো
বেঙেরে ডিঙিয়ে।
দেখে বেঙী রেগে বলে
"আরে বেটা গদা-পাও
এত বড় সাধ্যি তোমার
মোর প্রভুকে ডিঙিয়ে যাও ?
যদি প্রভু জাগ্‌তো
তবেই তো খুনোখুনি লাগ্‌তো।"
শুনে হাতী হেসে বলে
"ওগো ভেচ্‌কী-মুখী
তোর প্রভু কি কর্‌তে পারে
তুই বা পারিস কি ?
যদি আমি মনে করি
তোর প্রভুকে চটকে মারি।"
রেগে বেঙী বলে যেয়ে
ছুঁচোর মেয়ের কাছে
"ওলো গন্ধবেণের ঝি
কথা শুনে—গা জ্বালা করে
আমি নাকি ভেচ্‌কী-মুখী ?"

ছুচোর মেয়ে মুচ্‌কি হেসে
বলে কদর ক'রে
"রূপের ডালি বিদ্যাধরী
তুমি যাও ঘরে
ছোট লোকের সঙ্গে কি কেউ
বাক্যি আলাপ করে ?"

৬৩৪

পরের ছেলে—ছেলেটা খায় যেন এতটা
নাচে যেন বাঁদরটা।
আমার ছেলে—ছেলেটি খায় যেন এতটি
নাচে যেন ঠাকুরটি।

৬৩৫

পহরে পহরে পেঁচা ডোঁয়রে
দৈয়লার পোঁদে খায়া ঝি মারে
লাত্‌উয়া নাচে উয়া কাল্‌ দি
ঘরত্‌ আইয়ে দৌঁড়ি দৌঁড়ি।

৬৩৬

পাখীর নামে নাম তার অম্বরের বৈরী
ঝাড়িলে সে ন ঝড়ে এই দুঃখে মরি।
(উঃ = 'ভাডাইয়া' নামক একপ্রকার তৃণ।)

৬৩৭

পাণ চিবাচ্ছেন জল খাচ্ছেন বড় মানুষের ঝি
হাতেতে গেউসা আর গলায় ঝিঝেড়ী।
আজ থাক বাছা তুমি চিড়া চন্দন খেয়ে
কাল যেয়ো বাছা তুমি দুধ পাঞ্চ খেয়ে।

মা তো সিন্দুরী সিন্দুর পরাচ্ছেন
বাপ ত গুরুজন নৌকা সাজাচ্ছেন
ভায় ত চণ্ডাল ছেলা তাকাচ্ছেন।
চেলা করে ঝিকিমিকি চেলা করে কটে
কতক্ষণে যাব আমি সমুদ্রের ঘাটে।

৬৩৮ক

পানকৌটি পানকৌটি ডাঙ্গায় ওঠ সে
তোমার শাশুড়ী বলে গেছে বেগুন কোটসে।
ও বেগুনটি কুটনা বীজ রেখেছে
ও দুয়ারে যেও না বঁধু এসেছে
বঁধুর পান খেও না ভাব লেগেছে
ভাব ভাব কদমের ফুল ফুটে উঠেছে।
আজ বঁধুর গায় হলুদ কাল বঁধুর বিয়ে
বঁধুকে নিয়ে গেল বকুলতলা দিয়ে।
বকুল ফুল কুড়ুতে গিয়ে পেয়ে গেলুম মালা
রাম শালিকের বাদ্দি বাজে তুলারামের খেলা।
নাচ ত ভাই তুলারাম কাঁকাল বাঁকিয়ে
আলোচাল খেতে দেব ট্যাপর্ ভরিয়ে।
আলোচাল খেতে খেতে গলা হল কাঠ
কতক্ষণে যাব রে ভাই তিরপুনীর ঘাট।
তিরপুনীর ঘাটেরে ভাই বালি ঝক্ ঝক করে
চাঁদমুখেতে রোদ্ লেগেছে ডালিম ফেটে পড়ে।

৬৩৮খ

পান্‌কৌড়ি পান্‌কৌড়ি ডাঙ্গায় ওঠ'সে
তোমার শাশুড়ী বলে গেছেন আলু কোট'সে
কি করে কুট্‌ব চাকা চাকা করে।

ও দুয়ারে যেয়ো না বঁধু এসেছে
বঁধুর পান খেয়ো না ভাব লেগেছে
ভাব ভাব কদমের ফুল ফুটে উঠেছে।

৬৩৮গ

পান্‌কৌড়ি পান্‌কৌড়ি ডাঙ্গায় ওঠ'সে
তোমার শাশুড়ী বলে গেছে বেগুন কোট'সে।
ও বেগুন কুটো না বীচ রেখেছে
ও ঘরেতে যেয়ো না বঁধু এয়েছে
বঁধুর পান খেয়ো না ঝগড়া করেছে
দাদাকে দেখে কদমপানা ফুটে উঠেছে।

৬৩৮ঘ

পানকৌড়ি পানকৌড়ি ডাঙ্গায় ওঠসে
তোমার শাশুড়ী বলে গেছে বেগুণ কোটসে।
বেগুণ হল ফালা ফালা
বৌ পালাল দুপুরবেলা
ওমা এ বৌ ত ভালো না।

৬৩৯

পানকৌড়ী পানকৌড়ী উঠ উঠ
জামাল এলো পিঠা কুঠ।
আসুক জামায় বসুক মাটি
তবে দিব পরের বেটী
পরের বেটী নড়ে চড়ে
সাত সতীনে ডুবে মরে।

৬৪০

পানিত খায় মাছ নয়
দুই শিং লাড়ে মৈষ নয়।
(উঃ = শামুক)

৬৪১

পাঁকাল মাছের কাঁকাল সরু
মেয়েটি যেন কল্পতরু।
মেয়ে হব ঘর নিকুব পরবো পাটের শাড়ী
খড়খড়েতে চড়ে যাব জমিদারের বাড়ী।

৬৪২ক

পুকুরের চারি পাড়ে লাগাইছি ধন্যা
বাছি বাছি তুলে পুষ্প রাজকুমারী কন্যা।
পুকুরের চারি পাড়ে লাগাইছি বট
বিয়া ক'রে রেখে আসে মাথার মুকট।
পুকুরের চারি পাড়ে লাগাইছি খাজুর
খাজুর খেয়ে চোছা ফেলে পাপিঠ বাদুর।

৬৪২খ

পুকুরের চারি পাড়ে লাগাইছে খাজুর
খাজুর খাইয়া ছোচা পেলা বিদেশ্যা বাদুর।
পুকুরের চারি পাড়ে লাগাইছে বুট
বিয়া করি এড়ি গেইএ মাথার মুকুট।
পুকুরের চারি পাড়ে লাগাইয়াছে ধন্যা
বিয়া করি এড়ি গেইএ জগতের কন্যা
পুকুরের চারি পাড়ে লাগাইয়াছে কলা
পত্র কাটি ভাত দিয়ম্ ভাক্যা ভাঙ্গিম্ গলা।

৬৪৩

পুটু আমার কেঁদেচে
কত মুক্তা পড়েচে।
যখন পুটু আমার হয় নাই
ভিখারীতে ভিখ নেয় নাই।
ভাগ্যে পুটু হয়েচে
ভিখারীতে ভিখ নিয়েচে।

৬৪৪

পুটু আমার ধনমণিরে সোণা
আমি গড়িয়ে দেব দানা।

৬৪৫

পুটু আমার মেঘের বরণ
পুটু আমার চাঁদের কিরণ।
চাঁদ ব'লে ধায় চকোরিণী
মেঘ ব'লে ধায় চাতকিণী।
পাড়ার লোক পুটুর রূপ কে দেখবি দেখ্‌সে আয়
নব ঘন মিশেছে তায়।

৬৪৬

পুটু আমার লক্ষ্মী সোণা
আদা দিয়ে চাল ভিজনো গেড়দা গুড়ের পানা।

৬৪৭

পুটু নাচে কোন খানে
শতদলের মাঝে খানে।
সেখানে পুটু কি করে?

চুল ঝাড়ে আর ফুল পাড়ে
ডুব দিয়ে দিয়ে মাছ ধরে।

৬৪৮ক

পুটু যদি রে কাঁদে
আমি ঝাঁপ দেব রে বাঁদে।
পুটু যদি রে হাসে
উঠব হেসে হেসে।
পুটু নাকি রে কেঁদেচে
(আমার) ভিজে কাঠে রেঁধেছে।
এবার যাব হাট
কিনে আনব রাঙ্গা খাট।

৬৪৮খ

পুঁটু যদি রে কাঁদে
আমি ঝাঁপ দেব রে বাঁধে।
পুঁটু যদি রে হাসে
উঠব হেসে হেসে।
পুঁটু নাকি রে কেঁদেছে
(আমার) ভিজে কাঠে রেঁধেছে
কাল যাব মা গঞ্জের হাট
কিনে আনবো শুকনো কাঠ।
পুঁটু রাঁধবে ডাল ভাত
আমি কাটব আণ্ডট পাত।

৬৪৯

পুটুরাণীর বিয়ে দেব হপ্তমালার দেশে
তারা গাই বলদে চষে

তারা সোণায় দাঁত ঘষে
রুইমাছ পটল কত ভারে ভারে আসে।

৬৫০

পুষ্ পুষ্ ময়না
ভাত খাবি তো আয় না
কাল দিইছি গয়না
আজো বিয়ে হয় না
পুষ্ পুষ্ ময়না।

৬৫১

পুষালু গো রাই
আমরা ছোপ্ড়ি পিঠ্যা খাই।
ছোপ্ড়ি লোপ্ড়ি গাঙ্গ সিনাতে যাই
গাঙ্গের জলে রাঁধিবাড়ি ঝারির জল খাই
চার্ মাস বর্ষা আমরা পোখোর না যাই।
হাতে পো
কাঁখে পো
পৃথিবীতে জুড়ালো লো
না পড়লো লো।
এস পো যেয়ো না
জন্মে জন্মে ছেড়ো না।
কাল খাঁয়েছে পিঠ্যাভাত আজ খাবে গাঙ্গের জল
এ বছর যাও পুষালো কাঠের মালা পরে
আর বছর আন্‌ব গা দুব তুলুসী দিয়ে।

৬৫২

পুঁটু পুঁটু ডাক ছাড়ি
পুঁটু গেছে কার বাড়ি

নিয়ে আয়গো ফুলের ছড়ি।
পুঁটু কেন কেঁদেছে ভিজে কাঠে রেঁধেছে
কাল যাবো মা গঞ্জের হাট
কিনে আনবো শুকনো কাঠ
পুঁটু রাঁধবে ডাল ভাত।

৬৫৩

পুঁটুমণি গো মেয়ে
বর দেবো চেয়ে।
কোন গাঁয়ের বর
নিমাই সরকারের ব্যাটা
পাল্কী বের কর।
বের করেছি বের করেছি
ফুলের ঝারা দিয়ে
পুঁটুমণিকে নিয়ে যাব
বকুলতলা দিয়ে।

৬৫৪

পৃথিবীতে বসিয়াছে লক্ষ মহাজন
হস্ত নাই পদ নাই নাইক জীবন
পশুএ পাইলে তারে টানি টানি খায়
ঘরত আঈ ভানুআ দেও ফুক্যা মারি চায়।
(উঃ = কুড়িআ বা শুষ্ক ধান্য—তৃণের স্তূপ।)

৬৫৫

পোআ কালে দুই শিং
যোয়ান কালে নাই শিং
বুড়ো কালে দুই শিং।
(উঃ = চন্দ্র)

৬৫৬

পো আ কালে বস্ত্রধারী[১]
যোয়ান কালে উলঙ্গ
বুড়াকালে জটাধারী
মধ্যে মধ্যে সুরঙ্গ।
(উঃ = বাঁশ)

৬৫৭

পোইরর্ চারিপারে লাগাইয়াছম্ তারা
আজ লাগতি এড়ি যামর্ মা বাপর পাড়া।
কলাগাছে গুয়াগাছে মেলি দিছে খোল
আজ লাগতি এড়ি যামর মা বাপর কোল।
কলাগাছে গুয়াগাছে মেলি দিএ জগ্উআ
আজ লাগতি এড়ি যামর মা বাপর বুকুউয়া।

৬৫৮

পোইরর্ পারত্ বার্গ্যা ডুয়া
ধূয়াঁই ধয়াঁই জ্বলে
বাপর বাড়ীথুন কন্যা যাইতে
ফোঁকাই ফোঁকাই কান্দে।
কান্দরে মা বাপ ন ভাঙ্গ হিয়া
তোভার ঘরত্ জন্মিয়াছি পরবাসী হৈয়া।
মারে কৈও রে ভাই দি পাঠাইত ধাঁই
পালিয়া পুষিয়া লইভ তাহারার জামাই।
বাপরে কৈও রে ভাই দি পাঠাইত গাই
ক্ষীর লবণী খাই যৌবন হৈত তাহারার জামাই।

৬৫৯

পোঁদে ঠেলে মুহে খায়
কান্‌তে কান্‌তে ঘরত্‌ যায়।
(উঃ = কলসী)

৬৬০

ফকিরর্‌ মা ফুতা কাটে
ফুতা বড় সরু
বিল্‌র মাঝে মৈর্গ্যে হক্কুণ
উপর দি উড়ের্‌ গরু।

৬৬১

ফিং ফিং এটি বাবুইহাটি
কোন্‌খানে তোর বাসা
আমার যাদুর বিয়ে হবে
বৌটি হবে খাঁসা।

৬৬২

বউ লো বউ দাখানা কই ?
দা দিয়ে কি করবি ? পাত কাটবো।
পাত দিয়ে কি করবি ? ভাত বাড়বো।
ভাত দিয়ে কি করবি ? খাবো।
খেয়ে কি করবি ? কামার বাড়ী যাবো।
কামার বাড়ী গিয়ে কি করবি ? ছুঁচ গড়াবো।
ছুঁচ গড়ায়ে কি করবি ? থলি সেলাইবো।
থলি দিয়ে কি করবি ? টাকাকড়ি রাখবো।
টাকাকড়ি দিয়ে কি করবি ? দাসী কিনবো।
দাসী দিয়ে কি করবি ? খোকনকে খাওয়াবে
দাওয়াবে কোলে তুলে নাচাবে।

৬৬৩

বক মামা বক মামা
ফুল দিয়ে যা
নারকেল গাছে কড়ি আছে
গুণে নিয়ে যা।

৬৬৪

বগারে বগীরে এবার বড় বান
ডাঙ্গা দেখে ঘর বাঁধবো খুঁটে খাব ধান।
বগার মাথায় লাল পাগড়ি বগীর মাথায় চুল
সত্যি করে বল্‌রে বগা যাবি কত দূর
আমি যাব বিলে বিলে।
দুইটি কাতলের মাছ ভেসে উঠেছে
দাদার হাতের ফেললড়ীখান ফেলে মেরেছে।

৬৬৫

বড়্ দিদিলো ছোট দিদিলো
পটল ভাজা খাবি
অদল্ বদল্ বংশী বদল্
শ্বশুরবাড়ী যাবি।

৬৬৬

বড় পইরর্ বড় মাছ
মোচড়ি ভাঙ্গম্ কেঁড়া
সেই কেঁড়া ভাঙ্গি দিব
সাহী সোণার বেটা।
সাহী সোণার বেটা নয় সত্যপীরর নাতি

এই কিচ্ছা ভাঙ্গি দিব আশিন আর কাতি।
(উঃ = 'শিখরী' নামক জলজ গাছের ফল।)

৬৬৭

বড়্ পোঅরির চাক্কা ইচা
ডাউর ভরণ তেল
সোণাবাবু বিহা করি
চাকরীতে গেল।
আইস আইস সোণাবাবু
রৌদে পুড়ের গা
কাপড় চোপড় ছাড়ি দেও
চাকরে বিচৌক্ গা।

৬৬৮

বড় পোইরর্ কেঁয়ামলা
কোদালে ভাঙ্গম কেঁড
বড় বেটিবার গাঅর জ্বর
ভাকুয়া বেঙে দোলাত্ চড়।

৬৬৯

বড় বউ গো ছোট বউ গো জলকে যাবি গো
জলের মধ্যে ফুল ফুটেছে দেখতে পাবি গো
কেষ্ট বেড়ান কুলে কুলে তাঁত নিবি গো
তারি জন্য মার খেয়েছি পিঠ দেখ গো।
বড় বউ গো ছোট বউ গো আরেক কথা শুন্‌সে
রাধার ঘরে চোর ঢুকেছে চূড়ো বাঁধা মিন্‌সে
ঘটি নেয়না বাটি নেয়না নেয়না সোণার ঝারি
যে ঘরেতে রাঙা বউ সেই ঘরেতে চুরি।

৬৭০

বড় বউগো রান্না চড়া
ছোট বউগো জলকে যা
জলের ভিতর লেখা জোকা
ফুল ফুটেছে চাকা চাকা
ফুলে বড় কুঁড়ি
নটের শাকে বড়ি।

৬৭১

বড়্ বউ বড়ুয়ার ঝি
তান কথা কৈয়ম কি।
মধ্যম বউঅর হাতত্ হরা
সকল গুষ্টি ভাতে মরা
ছোট বউঅর হাতত্ পান
সকল গুষ্টির পরানখান।

৬৭২

বড়্ মামার বাড়ীর পিছে বড়্ করালির ঝুঁয়া
ছোট মামার বাড়ীর পিছে জাত্ মরিচর আগা।
নন্দভইজে কান্দন করে সহর কেন গেলা
শ্রীচরণে বাঁশী বাজাতন্ রসের কমলা।
ঢুলো ঢুলো চন্দ্রকলা
কৈল্‌কাতার তুন্ গর্বা আইস্যে কল্কী হাতত লই
ধেছুয়া বোলে তুরুৎ তারুৎ ডেয়াএ বোলে হাম্বা
মুসলমানের সত্য কথা সাড়ে তিন হাত লম্বা।

৬৭৩

বড়্ মামী বড়্ মামী
বড়্ ডালম্ তলে

ছোট মামী তেতই তলে।
তেতই পাতা তুলসী
আমার মামী উর্বশী
উর্বশী ঝিএর লাম্বা চুল
বান্থে বান্থে চাম্পা ফুল।
চাম্পা ফুলর উপরে
দুআ বিরিক্ষি জ্বলে
বিরিক্ষি চাইতুম গেলুম্রে
সাপে চক্কর ধরে।
সাপ পেলাইলাম পাকাইয়া
লাঠি আন্লাম ঢাকাইয়া।
খাটর তলে বাঘর ছা
হাড়ুম হুড়ুম করে রা
যেন মাতে তারে খা।

৬৭৪

বন্ধের বাড়ী বন কাছারি
নয়লি পিন্ধে সাড়ী
আসতে যাইতে মাতাই যাইও
তেতৈতল্যা বাড়ী
আমপাতা কাঁঠালপাতা তারা সোদর ভাই
লেরর পুতর কথা শুনি মাথাত্ উঠিল বাই।

৬৭৫

বল দেখিনি গাড়ী ? আড়ি
তোর সঙ্গে আড়ি।
বল দেখিনি ডাব ? ভাব
তোর সঙ্গে ভাব।

৬৭৬

বাঘের মাথায় কোঁক্‌ড়া কোঁকড়া চুল
বাঘ বেড়াচ্ছে নদীর কূল।
বাঘ নয় বাঘ নয় দোপায়া কুকুর
কে দেখেছে কে দেখেছে দাদা দেখেছে
দাদার হাতের তীর কামটা ফেক্কে মেরেছে।

৬৭৭

বাছা গিয়ে উতরপাড়া
ভাত হইয়ে যে কর্‌করা
বেজন হইয়ে বাসি।
বাছারে ডাকিয়া আন দিনান্তের উপাসী॥

৬৭৮

বাছা গীত গাইয়ে নাট গাইয়ে
আর গাইয়ে পুঁথি
সিন্দুকর কোণতুন নিকলাই দিয়ে
সাত হাত্যা ধুতি।
নাচিতে কাচিতে বাছা'র বাইয়া পড়ে ঘাম
বিদেশরতুন্ আস্তে বাছার না পুড়ে পরাণ।

৬৭৯

বাছা নাচের আইলর কাছে
আইল রে খাইয়ে ছুছুম মাছে
ছুছুম মাছটি মারতুম্
বাছা ভোজন করাইতুম্।
চন্দন গাছের ছাকু দি
বাছা নাচের পাক দি।

চন্দন গাছ ভাঙ্গ্যম্ বাঁশে
বাছা আমার নাচিতে চায় সভার মাঝে।

৬৮০

বাছার বাছা পো
নিমতলাতে শো।
নিম পড়লো বুকে
হাজরা এলো নিতে
বাপ দেয় না যেতে।
বাপের হাঁসা ঘোড়া
মায়ের ছাপন দোলা
বোনের স্থাপন পেটারি
ভেয়ের সোণা ধড়া
বাপ যাবেন গৌড়
আনবে সোণার ময়ূর
দেবে সোণার বিয়ে
আল্পনাতে চাল নাই
নাচবো ধেয়ে ধেয়ে।

৬৮১

বাড়ীর পিছে ছুঁইএর গিল্
আপনার মাথা আপনে গিল্।
(উঃ = কচ্ছপ)

৬৮২

বাঙিনীর হাট বাঙিনীর ঘাট
বাঙিনী ন গেলে ন মিলে হাট।
(উঃ = টাকা)

৬৮৩

বাদুড় বাদুড় কলা তিতা
তোর শাশুড়ি আমার মিতা
অলি অলি বাদুড়ের ছাও
তোমার মা ঘরে নাই শুয়ে নিদ্রা যাও।
খোকার বাপ গেছে হাটে
মা গেছে ঘাটে
খোকাদের হাঁড়িকুঁড়ি বেড়ালে চাটে।

৬৮৪

বাপ দিলেন শাঁখাশাড়ি মা দিলেন ঝারি
ঝপ করে মা বিদেয় কর রথ এসেছে ভারী
এ রথে যাব না মাগো ফিরতি রথে যাব
সিকি পয়সার পান কিনে ননদ-ভাজে খাব।

৬৮৫

বাপ ধন ধন ধনা
পুঁখ হাতে প'ড়বে মাণিক
ঢুল্‌বে কাণে সোণা
আমার বাপ্‌ধন ধন ধনা!

৬৮৬

বাপ ধন শ্বশুরের নাতি
এতদিন ছিলে কতি?
হরিদ্রার বনে
মায়ের বিকলি শুনে
এলেম বনে বনে।

৬৮৭

বাপ নয় ত কে
তপ্ত দুধে মর্তমান
চিনি ছড়িয়ে দে।
বাপ নয় তো খুড়ো
কি খেতে সাধ হয়েছে
রুই মাছের মুড়ো।
বাপ নয়ত শ্বশুর
তপ্ত জলে পা ধুঁয়ে
ভোজন করতে বসুক্।

৬৮৮

বাপ ভনরি
কি খাইতে সাধ করেছ চালদা মুসুরী।
বাপ নন্দলাল
কি খাইতে সাধ করেছ গাছপাকা তাল।

৬৮৯

বাপ রৈয়ে পেটত্
পুত্ গেইয়ে হাটত্।
(উঃ = কলা)

৬৯০

বাপের ঘরের ঝি
আদর করবো না ত কি।
আদরের হয়েছে বা কি
আদরের পাত্না পেতেছি
আদর করবো না ত কি!

৬৯১

বাবারে কাকা কেনে নিলে টাকা
সাগর দীঘির জল বহিতে কাঁকাল হলো বাঁকা
মাগো মা বাবুর দেশে বিভা দিলা ছাতু খাব না।

৬৯২

বাহারে অস্থি ভিতরে চাম্
কেঁঅন মর্দর ফিকিরর্ কাম।
(উঃ = 'জুঁইর' নামক আতপত্র।)

৬৯৩

বাঁওন বাঁওন বিলাইয়া
হাড় ভাঙিল কিলাইয়া।
হাড়র্ তলে ছকুড়ি বেঙ
বাঁওনে খাইল গরুর ঠেং
গরুএ মারল্য লেজর বাড়ি
বাঁওনা ধাইল চীৎকার ছাড়ি।

৬৯৪

বাঁঠার দুয়ারত্ আইঁ
জামাই আগকুলা পাইল
বাহার ডেহরিত্ আই জামাই
ফুলর ছাতি নৈল।
উঠানেতে আই জামাই পঞ্চ
জোয়ার পাইল
গোএাইর ঘরত গিয়া জামাই
গোএাইর নজর দিল।
ঝলীর ভিতর আই জামাই

বেদীর লাগত পাইল
লত্যাইত্ উঠি জামাই লাখ
টাকা পাইল।
হাতিনাত্ যাইয়া জামাই
হাতীর লাথি খাইল
পাক ঘরত্ যাইয়া জামাই
পঞ্চ বেজন পাইল
উপুর তলে যাইয়া জামাই
বিলাইর লাথি খাইল
বাড়ীর পিছে গিয়া জামাই
গুড়ের ভাণ্ড পাইল।

৬৯৫

বাঁদরে তেঁতুল খায় তারা নুন কোথা পায়
তারা আলন মালন খেয়ে বনকে পালায়।

৬৯৬

বাঁশপাতাটি নড়ে চড়ে
ননীর বর গয়না গড়ে
ননীকে দেখতে মজা
ও গ্যাঁদাফুল বাজনা বাজা।

৬৯৭

বাঁশবনের কাছে
ভুঁড়ো শিয়ালী নাচে
তার গোঁফ জোড়াটি পাকা
মাথায় কনক চাঁপা।

৬৯৮

বিড়াল—ভাব চিন্তা কর কি ?
পিঁড়িতে ব'সেছি ঠাকুরঝি !

কুকুর—ছেঁচো কুটো মুড়ো মাথা
তবু না ছাড় বড়া'য়ের কথা !
[পরদিন বিড়ালের দশা দেখিয়া]
কুকুর—কাল যে বড় শুনিয়েছিলে
চ্যাটং চ্যাটং কথা
বিচুলির দড়ি গলায় দিয়ে
এখন যাওয়া হচ্ছে কোথা ?
বিড়াল—পাখীজুখী খাইনে এখন
ধর্মে দিচ্ছি মন
তুলসীর মালা গলায় দিয়ে
যাচ্ছি বৃন্দাবন !

৬৯৯

বুক জুড়ান ধন আমার পদ্মলোচন
কেঁদনারে সোনার যাদু থামো কিছুক্ষণ।
দুধ হয়েছে বলক্ তোলা মিছরি আছে হাটে
খাবে আমার সোনার যাদু যত পেটে আঁটে।

৭০০

বুড়ী গোল মরিচর্ গুরি
ঘরর্ কথা বাহারে কৈলে
দিয়ম্ পাওর মুড়ি।

৭০১

বুড়ী তোর কয়টি ছানা
তিনটি ছানা।
কোনটি কাণা
ছোট্টি কাণা

সেইটি দেনা
তা হবে না।

৭০২

বুড়ী লো বুড়ী দাখানা কৈ ?
সূতারে নিয়েছে।
সূতার কৈ ? পিঁড়ি চাঁছে।
পিঁড়ি কৈ ? বৌ ব'সেছে।
বৌ কৈ ? জলে গেছে।
জল কৈ ? ডাউক খেয়েছে।
ডাউক কৈ ? বনে গেছে।
বন কৈ ? পুড়ে গেছে।
ছাই-পাঁশ কৈ ? ধোপা নিয়েছে।
ধোপা কৈ ? কাপড় কাচে।
কাপড় কৈ। রাজা পরেছে।
রাজা কৈ ? সভায় গেছে।
সভা কৈ ? ভেঙ্গে গেছে।

৭০৩

বুড়ো খাটের খুড়ো
খাট নড়্‌নড়্ করে
বুড়োর মাথায় শালিক নাচে
আর কি বুড়োর বয়স আছে।

৭০৪

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বাণ
শিবঠাকুরের বিয়ে হলো তিন কন্যে দান।
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন এক কন্যে খান

এক কন্যে গোসা করে বাপের বাড়ী যান।
বাপেদের তেল সিঁদুর মালীদের ফুল
এমন খোঁপা বেঁধে দেবো হাজার টাকা মূল।

৭০৫

বেল মালতী বলার মা
মলা খাবিনি
দেখ্‌তে মলা লাল্ লাল্
খাতে মলা পোড়ের গাল।

৭০৬

বেঁকা লেজ
ভাঙি দিতে বড় পেঁচ।
(উঃ = কুকুর)

৭০৭ক

বৈরাগী ঠাকুর টং টং
কাউট্টা খাইতে বড় রং
ছলার ভিতর মালা থুইয়া
বৈরাগী নাচে উবুত্‌ হইয়া।

৭০৭খ

বোস্টম টোম্ টোম্
হাঁড়ির ভেতর কাঁকড়া আছে
কচ্ছপ খাবার যম।

৭০৮

ব্যাঙ।—কুলেকানী মুলোদাঁতী
ডিঙ্গিয়ে গেলি মোরে ?

হাতী।—থাক্ থাক্ থাক্ থ্যাবড়ানাকী
ধর্ম্মে রেখেছে তোরে।
(ছুঁচোর কাছে গিয়া)
ব্যাঙ্।—গন্ধ ভুর্ ভুর্ কর্পূরদাস
আমার নাকি থ্যাবড়া নাক ?
ছুঁচো—ঘরে যাও রূপে বিদ্যাধরী
ছার কথা কি ধরাট করি।

৭০৯

ব্যাং বলে চ্যাং ভাই
গর্ত্তে ছিলুম ভালো
চুণিলাল বেরিয়ে আমার
গা ক'রলে কালো।
ছাল্ পড়ে ঝুরঝুরিয়ে
মাটি পড়ে খসে
সাতশ ব্যাঙে কীর্ত্তন করে
দেখে চুণিলাল বসে।

৭১০

ভাক্রুম্ ভাক্রুম্ কোঁয়রা
মৈষে ভাঙ্গের টেঁয়রা
মৈষ মারতুম গেলুম যে
কেঁটা কুটি মৈলুম রে
ভাইয়া আইলে কৈয়া দিয়ম্
পেয়াদা আইলে ধরি দিয়ম্।

৭১১

ভাঙ্গা ঘরত কইর[১] নাচে।
(উঃ = খই)

৭১২

ভাড়া ভাত গুছন-গাছন
ছেলেটার চিঙ্ড়ে নাচন চিঙ্রে নাচন।

৭১৩

ভাত খায় কলসী ন ধোয় মুখ
কেহএ দে কেহএ ন দে ন ভরে ভুগ।
(উঃ = কুকুর)

৭১৪

ভূত আমার পুত
শাঁখিনী[1] আমার ঝি
রাম লক্ষ্মণ বুকে আছে
ভয়টা আমার কি ?[2]

৭১৫

েরন্গোটা পান্যাগোটা
ভাই ভাইএ যুক্তি করের
বৈদ্য বাড়ীত্ যাই
তেল দেওরে স্নান করি
ভাত দেওরে খাই
শীতল পাটী বিছাই দেও
বউঅরে নাচাই।

৭১৬

ভোঁদড় নাচে
ভোঁদড় নাচে কোনখানে
শতদলের মাঝখানে

সেখানে ভোঁদড় কি করে
ডুব গেলে গেলে মাছ ধরে।

৭১৭

ভোঁদড় শিয়ালি
বর্ষার চার মাস ভোঁদড় কোথায় ছিলি ?
ভোদড় এলে এলে যায়
ভোঁদড় কাঁকড়া কুঁচে খায়।
বাড়ীর বেগুন ডোবার মাছ
তা দেখে দেখে ভোঁদড় নাচ।

৭১৮

ভ্যাৎকাঁদুনে ফেউয়ার মা
ঢাকামুখে যাইও না
পাগের পিঠা খাইও না।
পাগের পিঠা খাইতে খাইতে
প্যাটে হইল ছা
ছা বলে 'কা'।

৭১৯

মজুন্দার মজুন্দার তেল মাখো' সে
তেলে ফুলে আগুন দিয়ে কনে দেখ' সে
কনের মাথায় নেইকো চুল
কানকাটা বর
শাশুড়ী কনে বের কর !

৭২০

মণি আইএর্ জাঙ্গালে
ছাতি ধৈর্গে বাঙ্গালে।

ও বাঙ্গাল্যা ও বাঙ্গাল্যা তুলি ধর্ ছাতি
ছোট নয় মোট নয় সেন মোহাশর নাতি।

৭২১

মণি কান্দে কিঅর্ লাই
চিকন চৈলর ভাতর লাই
আঁউট্যা দুধর সর্র্ লাই
সুন্দর এক্গুআ জামাইর লাই[১]।

৭২২

মণি কোড়ে মণি কোড়ে
হাঁওলা পাতার তলে
হাঁওলা পাতা উল্টাই চাইলে
বিজলী ছুটক মারে।

৭২৩

মণি ঘুমাইল পারা
ঝড় হৈল গরকী আইল দেশে
গুল্গুলিয়ে ধান খাইয়াছে
খাজ্না দিব কিসে।

৭২৪

মণি ঘুমায় ঘুমায়
বাঁশবনে ডাকে বাঘ দারুণ সময়।
এস ঘুমানি এস আমার বাড়ী এস
আমার বাড়ী পিঁড়ি নেই কো
মণির চোখে বসো!

৭২৫

মণি নাচে থায় পায়
ঘুঙুর গেঁথে দেবো পায়
দিব্বি নাচন নেচেছে
দিব্বি ঢোলক বেজেছে
কড়া পাঁচ ছয় কড়ি নিয়ে
মণির নাচন দেখ্‌সিএ

৭২৬

মণি পান্তা ভাতর শনি
অম্বল বড় ঝাল
মাছ পাতরি দেখ্যে মণি
তিনটি দিয়ে ফাল।

৭২৭

মণি পুকুরত্‌ন যাইস্‌ তুই
ঝঁট্যা ময়নাএ ধরি নিব তোয়াই মরিম মুই।

৭২৮

মণি যাইব দূর দেশে খাইব দাইব কি
গামছা বান্ধ্যা চিকন চূড়া ভাণ্ডভরা ঘি।

৭২৯

মণির বাড়ী দূরথুন্‌ দূর
সম্বাদে আনাইয়ম্‌ কেতকী ফুল।
কেতকী ফুলর শতেক পাথর
মণির জামাই রসিক নাগর
নাগর চান্দে সাগর বান্ধে
বটবৃক্ষের তলে।

৭৩০

মদ্দ বড় বাঘের বাছ
হেলান দিয়েছে
আমরুল গাছ।
দূর্বার কোঁৎকা হাতে
চলেছে রাজপথে
পথে দেখেছে পাকাটি
লেগেছে দাঁতকপাটি।

৭৩১

মনা রে কনে মারগে যে কনে ধৈরগে যে
কনে হাঁড়গে যে চুল
এক লড়া চুলর মাঝে লক্ষ টাকার মূল।

৭৩২

মর্দিণী রে মর্দিণী
খই ভঙি দে খাম্।
খইঅত কোয়া ধান্
চূলত্ ধরি আন্।
চুল কেয়া কালা
নাক কাটি পেলা।

৭৩৩

মল্লিক মল্লিক তেলের পলা
মল্লিক নাচে দুপুরবেলা।
হায় মল্লিক করলে কি?
হাঁড়ি পিটে খেয়েছি
মল্লিক গেলো বাড়ীতে
লাগলো[1] দাড়িতে।

৭৩৪

মশার জ্বালায় বাঁচিনা লো মশা ভন্ ভন্ করে।
মশার জ্বালায় গেলাম বনে বাঘে দাঁত ঝাড়ে।
বাঘের ভয়ে গেলাম জলে কুমীর এল ছুটে
কুমীরের ভয়ে গেলাম বাড়ী দাসীর মুখ ফুটে।
দাসীর ভয়ে গেলাম ঘরে ননদে মন্দ বলে
ননদের ভয়ে রাঁধতে গেলাম শাশুড়ী উঠে জ্বলে'।
রাগ কোর না শাশুড়ী গো আমি তোমার মেয়ে
তুমি যদি তাড়াও বলো দাঁড়াই কোথা যেয়ে।

৭৩৫

মাউ কহিএ দা দিতা
দা কি লাই ?
খুঁট্যা কাট্তাম।
খুঁট্যা কি লাই ?
ঘর বাইন্তাম্।
ঘর কি লাই ?
বৌ আনতাম্।
বৌঅর নাম নক্কুণি
পোআ হইএ এক্কুনি।

৭৩৬

মাগো মা ঘাটে যেও না ফেউর এসেছে
ফেউরের মাথায় পাকাচুল দাদা দেখেছে
দুইটি কাতলের মাছ লাফ্ফে উঠেছে !
একটি হলেন গণেশ ঠাকুর একটি হলেন টিয়ে
টিয়ের বেটী বিভা দিলেন লাল সাড়ীখানি দিয়ে।
ভাত বড় রান্ধেন টিয়া ব্যঞ্জন বড় রান্ধেন
স্বামীকে ভাত দিয়ে দুয়রে বসে কাঁদ্ছেন।

কাঁদ্‌ছো কেন কাঁদ্‌ছো কেন আর একমুট খাও
সাত দুয়ারে কেঁওয়ার লাগায়ে মায়ের বাড়ী যাও।
দামিলের আলা মালা মালিদের ফুল
ঝারে ঝুরে খোঁপা বাঁধ্‌বো হাজার টাকার মূল।

৭৩৭

মাগো মা ঝাউবনের হাউ এসেছে
হাউ নয় হাউ নয় বুদ্ধি বলছে।
দাদার হাতের লাল লাঠিখান ফিক্কি মেরেছে
গলাতে রক্তমালা তক্ত গেঁয়েছে
কারবাদের রসবতী জলকে নেমেছে।
সত্যি করে বল কন্যা তোমার বাড়ী কোন্ পাড়া ?
আমার বাড়ী মধ্য গাঁ
আস্‌তে ডাহিন যাইতে বাঁ।

৭৩৮

মা গো মা তোমার জামাই এসেছে
কচুপাতাটি মাথায় দিয়ে নাইতে নেমেছে।
তেল মাখ্‌তে তেল দিইছি ফেলে দিয়েছে
আক কাট্‌তে ছুরি দিইছি নাকটি কেটেছে।
পা ধুইতে জল দিইছি খেয়ে ফেলেছে
বস্‌বে বলে পিঁড়ি দিইছি শুয়ে পড়েছে।

৭৩৯

মাছ ধর্‌তে গেল পটল রঙ্গরসের বিল
মাছ নিলে ঢোড়া সাপে
বড়্‌শি নিলে চিলে
হে দেবতা পায়ে পড়ি পটল আসুক দেশে।

৭৪০

মা ডিঅলী ছা পাঅলী
পুত্ গুল্গুল্যা।
(উঃ = সুপারি)

৭৪১

মাণিক মাণিক মাণিক
নাচে দাঁড়ারে খানিক
কত কত সুন্দর কনে আস্বে আপনি।

৭৪২

মাথা নাড়ে—চুল নড়ে
কাল চুল—মুখে পড়ে
মাথা নাড়ে—জট নড়ে
গাল বেয়ে—লাল পড়ে।

৭৪৩

মামাদের কোটা বাড়ী
বকুল ফুলের ছড়াছড়ি
হেই মামা তোর পায়ে পড়ি
বৌটি দেনা খেলা করি।

৭৪৪

মামাদের পুকুরে ফেলিলাম জাল
তাহাতে উঠিল এক রাঘব বোয়াল।
মাছ উঠেছে মাছ উঠেছে কুটবে কে
ঐ আসছে কুটুনি বঁটি হাতে করে।
কোটা হলো ভাল হল ধোবে কে
ঐ আসছে ধুউনি খালুই হাতে করে।

ধোয়া হ'ল ভাল হ'ল রাঁধবে কে
ঐ আসছে রাঁধুনী কড়াই হাতে ক'রে।
রাঁধা হ'ল ভাল হ'ল খাবে কে
ঐ আস্‌ছে খাউনি থালা হাতে করে।
খাওয়া হ'ল ভাল হ'ল পান দেবে কে
ঐ আসছে খোকণমণি পান হাতে করে।

৭৪৫

মা মানা কৈর‍্‌গ্যে শতক্ষণ
বাপে মানা কৈরগ্যে শতক্ষণ
পাওর পায়েস কুঙ্‌রে লৈ যার্‌
না মাতি থাক্যম্‌ কতক্ষণ ?

৭৪৬

মামা মামী দোলে অগ্রদ্বীপের কোলে
মামী কাটে সরু সুতা
মামা কাটে পাট
সাত্যি করে বল গে মামী
মামা গেছে কোন্‌ হাট ?

৭৪৭

মামাশ্বশুর ভাগিনাবউ
মোরে না ছুঁইও কালা বউ
কালা বউ দেখ্‌ছনি ?
তপ্ত অম্বল খাইছনি।

৭৪৮

মাসী পিসী বন কাপাসী বনের মধ্যে ঘর
কখন বল্লিনে মাসী কড়ার নাড়ু ধর।

৭৪৯ক

মাসী পিসী বন কাপাসী বনের মধ্যে টিয়ে
মাসী গিয়েছে বৃন্দাবন দেখে আসি গিয়ে।
কিসের মাসী কিসের পিসী কিসের বৃন্দাবন
আজ হতে জানলাম মা বড় ধন।
মাকে দিলাম শাঁখাশাড়ী বাপকে দিলাম নীলে ঘোড়া
ভাইএর দিলাম বিয়ে
কলসীতে তেল নেইকো কিবা সাধের বিয়ে
কলসীতে তেল নেইকো নাচ্‌বো থিয়ে থিয়ে।

৭৪৯খ

মাসী পিসী বনগাঁবাসী বনের আগে টিয়া
মাসী গেলেন শ্রীবৃন্দাবন দেখে আসি গিয়া।
কিসের মাসী কিসের পিসী কিসের বৃন্দাবন
এতদিনে জানলেম আমি মা বড় ধন।
মাকে দেব শঙ্খ সিন্দূর ভাইকে দেব বিয়া
সোণার মুকুট মাথায় দিয়া তীর্থ করি গিয়া।

৭৪৯গ

মাসী পিসী বন কাপাসী বনের মধ্যে টিয়ে
মাসী গিয়েছে বৃন্দাবন দেখে আসি গিয়ে।
কিসের মাসী কিসের পিসী কিসের বৃন্দাবন
আজ হতে জানিলাম মা বড় ধন।
বাপকে দেব শাঁখাশাড়ী, ভাইকে টাকার তোড়া
বাপকে দেব জামা জোড়া আর নীলে ঘোড়া।
খাবতো ধোবতো নাচ্‌বো থেয়ে থেয়ে
অলঙ্গেতে চাল নাই তবে কিসের বিয়ে।

৭৪৯ঘ

মাসী পিসী বন কাপাসী বনের মধ্যে টিয়ে
মাসী গিয়েছে বৃন্দাবন দেখে আসি গিয়ে।
কিসের মাসী কিসের পিসী কিসের বৃন্দাবন
এতদিনে জানলাম মা-বাপ বড় ধন।
মা হয়ে জল দেন তৃষ্ণা ভরিয়ে
বাপ হয়ে গরু দেন পাল ঢাকিয়ে।

৭৫০ক

মাসী পিসী বনগাঁবাসী বনের ধারে ঘর
কখনো মাসী বলেন না যে খই মোয়াটা ধর।
কিসের মাসী কিসের পিসী কিসের বৃন্দাবন
এতদিন জানিলাম মা বড় ধন।
মাকে দিলুম আমন দোলা
বাপকে দিলুম নীলে ঘোড়া
আপনি যাব গৌড়
আনব্ সোনার মউর।
তাহতে দেব ভায়ের বিয়ে
আপনি নাচব ধেয়ে।

৭৫০খ

মাসী পিসী বনগাঁবাসী বনের মধ্যে ঘর
কখনো মাসী বলেন না যে খই মোয়াটা ধর।
কিসের মাসী কিসের পিসী কিসের বৃন্দাবন
এতদিনে জানিলাম মা বড় ধন।
মাকে দিলাম সরু শাঁখা বাপকে নীলে ঘোড়া
আপনি যাব গৌড় আনব সোণার ময়ুর।
দেব ভায়ের বিয়ে ফুল-চন্দন দিয়ে
কলসীতে তেল নাইক নাচব থিয়ে থিয়ে।

একদিকে রে বেগুনভাজা একদিকে রে ঝোল
নাচত কলাবউ বাজিছে ঢোল।

৭৫১ক

মিথ্যাবাদী কলার কাঁদি
ছুঁচোর লেজ তোর গলায় বাঁধি

৭৫১খ

মিথ্যাবাদী কলার কাঁদি
বাগবাজারের দৈ
সব বাঁদরে খেয়ে গেল
...[১] বাঁদর কই।

৭৫২

মুড়ার উপর হরিণ চরে
হাত বেড়িএ বেড়াই ধরে
দুই ছুরিএ হালাল করে।
(উঃ = উকুন)

৭৫৩

মেঘ গড়্-গড়্ মেঘ গড়্-গড়্
চিংড়ী মাছের ঝোল
মামা গেছে পাত কাট্‌তে
মামীকে নিল চোর।

৭৫৪

মেঘ খেয়ে রোদ হয় তার বড় চড়চড়ানি
বৌ হ'য়ে গিন্নী হয় তার বড় ফড়্‌ফড়ানি।

৭৫৫

মেঘরাজারে তুইনি সোদর ভাই
এক ঝড়ি মেঘ দাও ভিজ্জ্যা ঘরে যাই।
ভিজ্জ্যা ঘরে যাইতে যাইতে মায় না দিল ঠাই
লাথি দিয়ে ফালাইয়া দিল কচুক্ষেতের পাই
কচুক্ষেতের পানি যেমন টল্‌মল্‌ করে
মার চক্ষের পানি ফুটি বুক ভাসিয়া পড়ে।

৭৫৬

মেয়ে নয় আমার সাত বেটা
গড়িয়ে দেবো কোমরপাটা
দেখ শশুর চেয়ে
আমার কত সাধের মেয়ে।

৭৫৭

মেয়ে নয় আমার সাত বেটা
মেয়ের ভাতে করব ঘটা
নথ ভেঙ্গে গড়িয়ে দেব
মেয়ের কোমরপাটা।

৭৫৮

মেয়ে মেয়ে মেয়ে
ধুস্‌ করলি খেয়ে
হরিভক্তি উড়ে গেল
মেয়ের পানে চেয়ে।

৭৫৯

মোর পাগলা মোছন গাজী
ভাত কন্‌ অক্তে খাবে

ছুকুড়ি বউএর ন কুড়ি খাটাল
ঘুম কন্ অক্তে যাবে।

৭৬০

যখন বাঙ্গীর ক্ষেত চষে
তখন শেয়ালনী এসে বসে
ও শেয়ালা আয়রে
গাখানি মোর কেমন কেমন করে!
যখন বাঙ্গীর পাতা
তখন শেয়ালনীর হ'ল মাথাব্যথা
ও শেয়ালা আয়রে—
গাখানি মোর কেমন কেমন করে!
যখন বাঙ্গীর কুষি
তখন শেয়ালনী মনে মনে বড়ই খুশি
ও শেয়ালা আয়রে
গাখানি মোর কেমন কেমন করে!
যখন বাঙ্গীর জালি
তখন শেয়াল্নী বেড়ায় আলি আলি
ও শেয়ালা আয় রে
গাখানি মোর কেমন কেমন করে!
যখন বাঙ্গীর ফুল
তখন শেয়ালনী ঝেড়ে বাঁধে চুল
ও শেয়ালা আয় রে
গাখানি মোর কেমন কেমন করে!
যখন বাঙ্গীর বাতি
তখন শেয়ালনী ঘোরে দিন-রাতি
ও শেয়ালা আয় রে
গাখানি মোর কেমন কেমন করে!

যখন বাঙ্গী ফাটে
তখন শেয়ালনী বসে চাটে
ও শেয়ালা আয় রে
গাখানি মোর কেমন কেমন করে !

৭৬১

যাক ধান থাকুক নাড়া
ধান তুলবো বত্রিশ আড়া
বত্রিশ আড়ার ঘী কলসী
সরু চালের ভাত
খোকা খাবে সাপুর-সুপুর
বৌ কুড়াবে পাত ।

৭৬২

যা চলে যা ড্যাম্‌রাচোখো
পাবিনে আমার ছেলে
ও থাক্‌বে আমার কোলে
ওর কোমল গায়ে ব্যথা পাবে
ব'সতে মখমলে ।

৭৬৩

"যাদু, এ তো বড় রঙ্গ যাদু, এ তো বড় রঙ্গ
চার কালো দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ ।"
"কাক কালো, কোকিল কালো, কালো ফিঙ্গের বেশ,
তাহার অধিক কালো কন্যে তোমার মাথার কেশ ।"
"যাদু, এ তো বড় রঙ্গ যাদু, এ তো বড় রঙ্গ
চার ধলো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ ।"
"বক ধলো, বস্ত্র ধলো, ধলো রাজহংস,
তাহার অধিক ধলো কন্যে তোমার হাতের শঙ্খ !"

"যাদু, এ তো বড় রঙ্গ যাদু, এ তো বড় রঙ্গ
চার রাঙ্গা দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ !"
"জবা রাঙা, করবী রাঙা, রাঙা কুসুম ফুল,
তাহার অধিক রাঙা কন্যে তোমার সিন্দুর !"
"যাদু, এ তো বড় রঙ্গ যাদু, এ তো বড় রঙ্গ
চার তিতো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ !"
"নিম তিতো, নিসিন্দে তিতো, তিতো মাকাল ফল,
তাহার অধিক তিতো কন্যে বোন-সতীনের ঘর !"
"যাদু, এ তো বড় রঙ্গ যাদু, এ তো বড় রঙ্গ
চার হিম দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ !"
"হিম জল, হিম স্থল, হিম শীতল পাটি
তাহার অধিক হিম কন্যে তোমার বুকের ছাতি !"

৭৬৪

যাদু, ঘুমো রে ঘুমো
শান্তিপুরে বাঘ এসেছে
দারুণ হুমো !

৭৬৫

যাদু ধন পরানের কাটি
তার গায়ে লাগে না মাটি ।
যাদুর নূতন জামা গায়
তুরকি জুতো পায়
যাদু বৌ আন্‌তে যায় !

৭৬৬

যাদুর কাছে কে ?
টিয়ে এসেছে
খাঁদা নাক নে
টিয়ে-নাকটি দে !

৭৬৭

যায় খুর্ খুর্ খুর্ খুরা
ভাঙ্গলো খাটের খুড়া।
টুটলো পাটের তোড়
চাঁদমুখ দেখ্তে এলো সৈদাবাদের লোক।
সৈদাবাদের লোক বলে কি কি গহনা?
শাঁখার উপর বাজুবন্দ গলায় হাঁসলা।

৭৬৮

যাস্নে খোকা আঁধার ঘরে
আঁধার বুড়ী ধরবে তোরে!

৭৬৯

যে খায় মুড়ো সে হয় বুড়ো
যে খায় দাগা সে হয় কাকা
যে খায় ল্যাজা সে হয় রাজা।

৭৭০

রঙ্ নয় যেন কাঁচা সোনা
মুখ্টি যেন চাঁদের কণা
নাসিকাটি তিল ফুল
দাঁতগুলি মুকুতার দুল
আঙ্গুলগুলি চাঁপার কলি
নয়নে খেলে বিজলী
কেশে কালো মেঘ খেলে
সেই ধনটি আমার ছেলে!

৭৭১

রাঙ্গা নটে চাপর চটি
গুড় দিয়ে দিয়ে খালাম নটে

আয়রে কানাই দাস
এক কাটা পুঁইয়ের ডাঁটা
ধরতো বামুনের কাণ।

৭৭২

রাঙ্গা রাতা উড়ুত্ মাথা।
(উঃ = থোড়)

৭৭৩

রাজার খবর আইল
কি খবর পাইল ?
একটি বালিকা চাই লো
কোন বালিকা চাই লো
... [১]বালিকা চাই লো
নিয়ে যাও নিয়ে যাও নিয়ে যাও গো
আয় বালিকা আয় লো।

৭৭৪

রাজার পইরত্ রাজাএ ঠাই পায়
আর কেহ এ ঠাই ন পায়।
(উঃ = শাফলা বা পদ্ম)।

৭৭৫

রাজার পইরত্ রাজাএ হাঁচুরিত্ পারে
আর কেহ এ ন পারে।
(উঃ = কল্মু গাছ)।

৭৭৬

রাজার পোআ গা ধোয়
চাইর পাহাল দি লৌ ভায়।
(উঃ = শোলমাছের 'বাইস'।)

৭৭৭

রাজার পোআ ভাত খায়
এক গউআ পোআএ চাহ খায়।
(উঃ = জলপাত্র, গ্লাস, ইত্যাদি।)

৭৭৮

রাজার পোআ ভাত খায়
দুআ পোআ চাহি খায়।
(উঃ = হাঁটু)

৭৭৯

রাজার পোআর জাঙ্গাল দি
রাজার পোআ যাইত পারে
আর কেহএ যাইত ন পারে।
(উঃ = "ওরলি" নামক পিপড়ার জাঙ্গাল।)

৭৮০

রাজার বেটা জগন্নাথ ঘোরাত চড়ি যায়
পথত্ পাইয়ে লাল কেঁয়রা
সীতারে হরি নিয়ে রাজা ভোম রায়।

৭৮১

রাজারো কেন কেন্যা ঘোড়া
কেঁন্ কেনাইত যায়
হাজার টাকার মরিচ খাইএ
আরো খাইত চায়।
(উঃ = লঙ্কা পিসিবার 'পাটা' বা পাডা।)

৭৮২

রাজারো খুড়ী
এক বিয়ানে বুড়ী।
(উঃ = কলা গাছ)

৭৮৩

রাজারো ঘোড়া
ভুইলে কাইত হই চিৎ হই পড়ে।
(উঃ = শামূক)

৭৮৪

রাজারো ডেম্ গড় গড়াইলাম্
যে ধরিত্ পারে তারে হাজার টেকা দেম।
(উঃ = বাতাস)

৭৮৫

রাজারো পইরত সিন্দূর ভাসে
দেখ্যে কনে ? কালিদাসে
শুনে কনে ? দুর্গাদাসে
ভাঙি দিত্ ন পারে আষ্ট মাসে।
(উঃ = শৈল মাছের 'বাইস'।)

৭৮৬

রাজারো পোয়া ভাত খায়
পিড়ার তলদি হাপ ধায়।
(উঃ = পিপড়া)

৭৮৭

রাজারো বড়্ গাই বড়্ কিলত্ চরে
রাজারে দেইলে দুই ঠেং উআ করে।
(উঃ = কাঁকড়া)

৭৮৮

রাজারো বাড়ীত যাইত্ পারে
আহিত্ ন পারে।
(উঃ = 'চাই' নামক মাছ ধরিবার যন্ত্র।)

৭৮৯

রাজারো হাজারী
এক্কৈ থিয়াত্ বান্ধে বত্তিশখান কাচারি।
(উঃ = বোল্তার বাসা।)

৭৯০

রাজারো হাজারী
চুল বান্ধে আছাড়ি।
(উঃ = 'জালার' মুঠা।

৭৯১

রাণু কেন কেঁদেছে
ভিজে কাঠে রেঁধেছে
কাল যাব আমি গঞ্জের হাট
কিনে আন্‌ব শুক্‌নো কাঠ।
তোমার কান্না কেন শুনি
তোমার শিকেয় তোলা ননি
তুমি খাওনা সারাদিনই।

৭৯২

রাম দুই সাড়ে তিন
অ (া) মাবস্তে ঘোড়ার ডিম।

৭৯৩

রাঁধুনে কাঁদুনে ওরে নাটাচোখোর ঝি
কোণে ব'সে করো কি ?
নাক কাট্‌বো চুল ছাঁটবো করবো গাঙের পার
খোকনমণি রেতে দিনে কাঁদেন একটিবার।

৭৯৪ক

রৈদ দে রৈদানি
চান্দার মা পুতানি
চান্দারে কাটি
সাত ঘর বাঁটি।
চান্দার হাতত্ বৈল ফুল
চিরচিরাইয়া রৈদ তুল।
আঘন মাস্যা করুয়া তেল
তেলইন ফুটি সুর্কা গেল্
রোহাঙ্গা বেটা ডাক দিয়ে
ঢাক ফাটি রৌদ দিয়ে।

৭৯৪খ

রৈদ দে রৈদাণি
চান্দার মা পুতানি
চান্দারে কাটি
সাতঘর বাঁটি।
চান্দার হাতত্ বৈল ফুল
চিরচিরাইয়া রৈদ তুল।
রৈদ ন দি ন দি ঘরত্ যাস্
চন্দ্র সূর্যের মাথা খাস্।
বাড়ীর পিছে কলার ডেম্
কলা কাটি জারিত্ দেম্।
কলা হইয়ে বাতি
গোঞাইর মাথাত্ ছাতি
ডেয়ার মাথাত্
সাতকুড়ি সাত্গুআ লাথি।

৭৯৫

রোদ আয়রে হেনে
ছাগল দেব মেনে
ছাগ্‌লীর মা বুড়ী
কাট কুড়ুতে গেলি
ছ'খান কাপড় পেলি
ছ'বউকে দিলি।
আপনি মরিস জাড়ে
কলাগাছের আড়ে
কলা পড়ে ঢুপ্‌ দাপ্‌
বুড়ী খায় কুপ্‌ কাপ্‌।
যা বুড়ী তুই সিংটী
সেথা পাবি আংটী
যা বুড়ী তুই কোলকাতা
সেথা পাবি ছেঁড়া কাঁথা
যা বুড়ী তুই বদ্দমান
সেথা পাবি জলপান
বদ্দমানের রাঙা মাটি
বুড়ীকে ধরে ছ্যাডাং কাটি।

৭৯৬

লক্ষীপিঁড়ে সরু চিঁড়ে
বাগবাজারের দৈ
শান্‌ বাঁধান ঘাট পাই ত
মনের কথা কই!

৭৯৭ক

লড়িয়া রে লড়িয়া
হাতীর কান্ধত্‌ চড়িয়া

হাতীর কান্ধত্ দমা বাজে
পাটেশ্বরী নাটত্ নাচে।
পাডরে জোয়ান ভাই
বৈল ছিরিদে খেলা খাই
বৈলে ধরে থোব থোব
চিলে মারে ঐকৈ ছোপ্।
বান্যা বাড়ীর কন্ ঘাঁটা
পুব্ দুয়ারি মাদার কেঁটা
মাদার কেঁটা হেট করি
বাবু আইয়ের পাল্কীত্ চড়ি
ছিরিপুর্গ্যা ভাঙ্গা ঘর
খাপ্ দি খাপ্ দি বকা ধর
বকা ধাইল রোষে
ছিরিপুর্গ্যার দোষে।

৭৯৭খ

লড়িয়া রে লড়িয়া
হাতীর কান্ধত্ চড়িয়া
হাতীর কান্ধত্ দমা বাজে
পাটেশ্বরী নাট্ত নাচে।
পাডরে জোয়ান ভাই
বৈল ছিরিদে খেলা খাই
বৈলে বৈরগ্যে থোবা থোবা
চিলে মার্গ্যে এক্কৈ ছোপা।
কেয়া রে চিল ছোপ মারিলি
সোণার দুআ গোট ভাঙ্গিলি
সোণার নয় রূপার দলা
বান্যা বাড়ীর টেঁয়ার ছালা।

৭৯৮

লতাএ টানে
মুড়া শোশাএ।
(উঃ=চড়্কা)

৭৯৯

লাইঅর উপর লাই টেপ্ পড়িয়া যায়
সোনার মাদুলি ভাঙি গেলে
জোড়া দেওইয়া নায়।
(উঃ= ডিম্ব)

৮০০

লাড়ে চাড়ে দুইহাতে পারে
কেঁকাই উঠ্ যখন ঢুকাই দিয়ে তখন।
(উঃ=আগুন ধরাইবার জন্য ঘাসের 'মুড়া'।)

৮০১

লিখিবে পড়িবে মরিবে দুঃখে
মৎস্য মারিবে খাইবে সুখে।

৮০২

লেখা পড়া করে যেই
গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই।

৮০৩

লেখা পড়া যেমন তেমন
জামা জোড়া কেমন?
শিমুলে ফুটেচে ফুলে লাল পারা কেমন।

৮০৪

শঙ্খচক্র মাউরি ঘিলা,
প্রভু আনি হাতত্ দিলা
খাইতাম আছে থুইতাম নাই
এই দৈর্ব্য সংসারত্ নাই।
(উঃ = শিলা, বর্ষোপল।)

৮০৫

শাক শাক আঠারো শাক
তারপর এলো ঢেঁকী শাক।
ঢেঁকী শাক লাগে না মন্দ
তারপর এলো ভাঁড়ালী ছন্দ।
ভাঁড়ালী ছন্দের মাথায় গাড়ু
তারপর এলো ক্ষীরের লাড়ু।
ক্ষীরের নাড়ু লাগলো তিতা
তারপর এলো আস্‌কে পিঠা।
আসকে পিঠার বুকে খুদ
তারপর এল পোড়া দুধ।
পোড়া দুধ লাগে না ভালো
নেড়ার মাথায় ঘোল ঢালো।

৮০৬

শিব নাচে ব্রহ্মা নাচে আর নাচে ইন্দ্র
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়ে গোবিন্দ
ক্ষীর খিরসে ক্ষীরের নাড়ু মর্তমানের কলা
লুটিয়ে লুটিয়ে খায় যত গোপের বালা
নন্দের মন্দিরে গোয়ালা এল ধেয়ে
তাদের হাতে নড়ি কাঁধে ভাঁড় নাচে থেয়ে থেয়ে।

৮০৭

শিল্ শিলাতি শিলাতা শিলা আছে ঘরে
হর বলে গৌরী কি ব্রত করে
দশ পোঁথেলে পোঁথলটি সাত ভাইয়ের বোনকে
সীতায় সিঁদুর পরে সে।
লক্ষপতি মা পেলুম লক্ষপতি বাপ্ পেলুম
জনম রাজা ভাই পেলুম রাম লক্ষণ সীতা পেলুম
কৃষ্ণ কুলে জন্ম নিলাম লক্ষীর মত রাঁধুনি হলুম
অন্নপূর্ণার মত দাতা হলেম।

৮০৮

শীত করের্ বান করের্ করই ভাঙি দে'
তোর করইএ মোর করইএ ভুড়ি বান্ধি (?) দে।
ভুড়ির ভিতর চেরাক জ্বলের খালত্ পেলাই দে
খালর মাঝে নৈল্যা ইঁচা সুর্কা রান্ধি দে।
সুর্কা খাইয়ে বিলাইয়ে
বউঅরে ধরি কিলাইএ।
কোড়ে পলাইম্ কোড়ে পলাইম্
সিন্দুর গাছের তলে
সিন্দুর গাছে দোহাই দিএ আইআ
বাড়ির তলে।
আইআ বাড়িত লতা পাতা বন্ধর
বাড়িত্ তেল
তেল পড়াইতাম্ গেলুম্‌রে উন্দুর শুয়া গেল্।
বাঘ মারম্ ধুম্ ধাম্ উন্দুর মারম শুয়া
এই পথ দি হাঁটি যাইব মেহেতারার ছাউআ।
মেহেতারার ছাউআ নয় ভালুকের কেশ
আর কত দূর দেইবি তোরার মা বাপার দেশ।

৮০৯

শোলক মোলক বাঁশের গজা
ভাতটি খেলে পেট্‌টি সোজা
পানটি খেলে আরো মজা।

৮১০

শোল—গুঁতিরে গুঁতি
তোর ঠাকুর কোথা শুতি ?
গুঁতে—খাট পালঙ্ক সিংহাসন
ঐ যে শুয়ে নারায়ণ।

৮১১

শ্রাবণ মাসেত প্রভু
হাওলা খাইলা কই
খাইতে হোয়াদ্‌ লাগ্যে হাওলা
আরো আন গৈ।

৮১২

ষষ্ঠীতলায় এল বান
আমি কুড়িয়ে পেলাম
সোনার চাঁদ
আর বার চার যাব
আর গোটা চার পাব।

৮১৩

ষষ্ঠী বাছা পানের গোছা
তুলে নারা রে
যে আবাগী দেখতে নারে
পাড়া ছেড়ে যারে।

৮১৪

ষোল কৈ ষলুয়ে
ছুটা গেল তার পালিয়ে

তবুও ত' থাকে চৌদ্দ ?
ছুটা নিয়েছে বেড়াল বৈদ্য।
তবুও ত' থাকে বার ?
হারিয়ে গেল ছুটা আরো।
তবুও ত' থাকে দশ ?
ছুটা দিয়ে কিনেছি রস।
তবুও ত' থাকে আট ?
ছুটা দিয়েছি কিনেছি কাঠ।
তবুও ত' থাকে ছয় ?
ঘরে আছে মেনি বিড়াল
তার জন্যে ছুটা রয়!
তবুও ত' থাকে চার ?
জলে গেল ছুটা তার।
তবুও ত' থাকে দুই ?
ঘরে আছে রোগা ছেলে
তার জন্যে একটা থুই।
তবুও ত' থাকে এক ?
চক্ষু খেয়ে পাতের দিকে চেয়ে দেখ।
আমি যাই মানুষের ঝি
তাই একে একে হিসাব দি
তুই যদি হস্ ভাল মানুষের পো
তবে, কাঁটাখান্ খেয়ে মাছখান্
আমার জন্যে থো।

৮১৫

সদাগরের মামাবাড়ী
কাঁসাই নদীর তীরে
সদাগর গেল মামার বাড়ী
বসতে দিল পিঁড়ে

জলখাবার দিল তারে
শালিক-ধানের চিড়ে।
শালিক-ধানের চিড়ে নয়
বিন্নি ধানের খই
তার সঙ্গে আরো আছে
কাকমারীর দই।

৮১৬

সরল পথে তরল গাছ তার উপরে বাসা
জুজুমানা বসে আছে সঙ্গে ছপণ মশা।
আসিস্ নারে জুজুমানা গোপাল ঘুমিয়েছে
হুম্-হুম্-হুম্-গুম্ গুম্ গুম্-ডালে ব'সেছে।
হাতে ছোরাছুরি আছে গোপালের আমার
আসিস্ যদি কেটে যাবি দোষ দিবি কাহার?

৮১৭

সাইমণি দোলে রতন বাবু[২] কোলে
দুগ্‌গো প্রতিম জলে।
মাসী কাটে সরু সূতো
মামা কাচে পাট
সত্যি করে বলরে মাসী
মামা কি তোর (—)?

৮১৮

সাইর নাচে শালিক নাচে
মাদার পুষ্প খাইয়া
দুধর ছাবাল নাচে
মায়ের কোল পাইয়া।

৮১৯

সাইর মণি পাগল মণি
সাইর মোম করে
এক মণ ঠেল্যার জল দি
মোর সাইরগ্যা স্থান করে।

৮২০

সাইর শুয়া দুয়া পক্ষী গভীন বিলে চরে
সাইরটা বুলি ডাক দিলে বুক জুড়িয়া পড়ে।

৮২১

সাগরে উৎপন্ন নগরে বসতি
মাএ পুত্ ছুইলে পুতর কন্ গতি।
(উঃ=লবণ)

৮২২

সাত ভাই চম্পা জাগ রে
কেন বোন পারুল ডাক রে ?
রাজার মালী এসেছে
ফুল দিবে কি না দিবে ?
না দিব না দিব ফুল
উঠিব শতেক দূর
আগে আসুক্ রাজা তবে দিব ফুল।

৮২৩

সাধ করি পালিলুম পাখী নামে হীরামন
পিজরাত থাকিরে পাখী ডাকে ঘনে ঘন।

৮২৪

সানাই বাজে জোড়া জোড়া
কর্তাল বাজে রৈয়া
মা বাপর কি ধন খাইলাম
দূরে ন দ্য বিয়া।
দূরে ন দ্য দূরে ন দ্য
গাইলর ভাগী হৈবা।
কাছে ন দ্য কাছে ন দ্য
চুলাচুলি হৈবা
মধ্যে দিও মধ্যে দিও দিনর সম্বাদ লৈবা।
ছিক্কা ভরি লৈতে টাকা গায়ে কৈল্ল বল
ডুলি ভরি দিতে কন্যার চক্ষের পড়ে জল।
খুড়ী জেঠী কান্দন করে পাক ঘরেতে বসি
এভায়ারি ঝিঅরে নিল পাক ঘর শূন্য করি।
মায়েত কান্দন করে হাতিনাতে বসি।
এ ঝিঅরে নিল মোর হাতিনা শূন্য করি
খুড়া জেঠা কান্দন করে গোঞাইর শূন্য করি।
বাপে ত কান্দন করে উঠানেত বসি
এ ঝিয়রে নিল মোর উঠান শূন্য করি।
ভইনেত কান্দন করে খেলার ঘরে বসি
এ ভইনরে নিল মোর খেলা ভঙ্গ করি।
ভাইএ ত কান্দন করে দোলার খুঁটা ধরি
এ ভইনরে নিল মোর দোলা শূন্য করি।
না কান্দিও মা বাপরে সঙ্গে যাইবো ভাই
পরর পুতরে বান্দি দিয় কোন দাবি নাই
থাল দিয় লোটা দিয় আরো দিয় গাই
সেই গাভীর চরানি দিয় কন্যার ছোট ভাই।

৮২৫

সাঁজের প্রদীপ[১] নড়ে চড়ে
খোঁকনকে যে খোঁড়ে তার মুখটী পোড়ে
আর যে খোঁড়ে মনে মনে
পুড়ে মরুক সে আঁধার কোণে।

৮২৬

সিঙ্গীর মামা ভোম্বলদাস
বাঘ মেরেছি গোটা পঞ্চাশ
আরো পাইতো আরো মারি
কেঁদো বাঘের তালাস করি।

৮২৭

সুড়সুড়ুনি গুড়গুড়ুনি নদী এল বান
শিবু ঠাকুর বিয়ে কল্লেন তিন কন্যে দান
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন এক কন্যে খান
এক কন্যে না পেয়ে বাপের বাড়ী যান।
বাপেদের তেল আমলা মালীদের ফুল
এমন ক'রে চুল বাঁধবো হাজার টাকা মুল
হাজারে বাজারে পড়ে পেলাম খাঁড়া
সেই খাঁড়া দিয়ে কাটলাম নালকচুর দাঁটা।

'৮২৮

সুধা ন খায় হুধা ভাত
গোয়াল্যা ন দে দই
পিছু পিরা দি হরিণ ধাইল
সুধার মারে লই।

৮২৯

সূয্যি ঠাকুর রোদ করো
কলা-বনে ঘর করো
কলা হ'ল বাতি
সূয্যির মাথায় ছাতি।

৮৩০

সূয্যিমামা সূয্যিমামা রোদ করো না
তোমার শাশুড়ি বলে গেছে বেগুন কোটনা
বেগুন হ'ল চাকা চাকা বৌ ব'ল খাঁদা নাকা
বড় মরায়ে হাত দিয়ে ছোট মরায়ে পা দিয়ে
আয় সূয্যি ঝলমলিয়ে।

৮৩১

সেই মামা সেই মামী
তেঁতুল-তলায় ঘর
এখন কেন গো মামী
দুধে প'ড়্ছে সর।

৮৩২

সোনা নাচে কোনা
বলদ বাজায় ঢোল
সোনার বউ রেঁধে রেখেছে
ইলিস মাছের ঝোল।

৮৩৩

সোনামণি সোনা
আদা দিয়ে মুগের ডাল
ঘন দুধের ছানা।

চাঁদবদনী চাঁদের কণা
সবাই বলে দেনা—দেনা
দিলে যে আমার ঘর চলে না
সেই কথাটি কেউ বোঝে না।

৮৩৪

সোনার আচির সোনার পাচীর
সোনার তিনপাট দেওয়াল
তার উপরে ব'সে আছেন
জয় জগন্নাথ শেয়াল।

৮৩৫

সোনার নূপুর পায়
খুকু নেচে নেচে যায়
হাতে নিয়ে সব্‌ড়ি কলা
চুষে চুষে খায়
খুকু ফিরে ফিরে চায়
আর নাচে ধায় ধায়।

৮৩৬

সোনার যাদু রায়
দধি দুগ্ধ খায়
তক্তাপোষে ব'সে যাদু
ডুগডুগি বাজায়।

৮৩৭

সোল ডিগ্‌ ডিগ্‌ লতা পাতা
মারব ডিগ্‌ ডিগ্‌ যাবি কোথা
কলকাতা-কলকাতা-কলকাতা।

৮৩৮

হট্টিমা টিম্ টিম্
তারা মাঠে পাড়ে ডিম
তাদের খাড়া দুটো শিং
হট্টিমা টিম্ টিম্।

৮৩৯ক

হরম বিবির খড়ম পায়
লাল বিবির জুতো পায়
চল্ লো বিবি ঢাকা যাই
ঢাকা গিয়ে ফল খাই
সে ফলের বোঁটা নাই।

৮৩৯খ

হরম বিবির খড়ম পায়
লাল বিবির জুতো পায়
চল্ লো বিবি ঢাকা যাই
ঢাকা গিয়ে ফল খাই
সে ফলের বোঁটা নাই।
ঢাকায়েরা ঢাক বাজায়
খালে আর বিলে
সুন্দরীরে বিয়ে দিলাম
ডাকাতের মেলে
আগে যদি জানিতাম
ডুলি ধরে কাঁদিতাম।

৮৪০

হরি আছেন কোন্খানে
পদ্মডাঙ্গার বন্খানে।

সেখানে হরি কি করে
কাঁদা গিঁজে গিঁজে মাছ ধরে।
তবে কি তোদের মাছ ধরা
হরি খেতে চান মণ্ডা মনোহরা।

৮৪১

হলইদ্ বরণ গা খইর্গ্যা বরণ পা
ঝাড়ত্ থাই ভিল্কি মারে চমকি উঠে গা।
(উঃ = বোল্‌তা)

৮৪২

হল্‌দি কোটা মরিচ কোটা
যোড় পুতুলের বিয়ে
ঐ আস্‌ছে নতুন জামাই
গামছা মাথায় দিয়ে
ও গামছা ভাল না
মেয়ে বিয়ে দেবো না
মেয়ে দেবো সাজিয়ে
টাকা নেবো বাজিয়ে।

৮৪৩

হাউ ঠেং ভাউ ঠেং মাট্যা ডিঙির ছা
দশ ঠেং তিন মাথা ট্যান্যা রস খায়।
(উঃ = দুগ্ধ দোহনকারী ও সবৎসা গাভী।)

৮৪৪

হাকাকাণা জুজুমানা তালের গাছে আছে।
যে ছেলে কাঁদে তার ঘাড়ে চড়ে নাচে।

৮৪৫

হাটত্‌ও ন গেলাম মাঠত্‌ও ন গেলাম্
জলত্‌ও ন গেলাম্ লাজে
কন কুণ্ডায়ে দিয়ে কোঁটা
কালা ঝাঁটার মাঝে।

৮৪৬

হাটের ঘুম মাঠের ঘুম
গড়াগড়ি যায়
চার কড়া দিয়ে কিনলুম ঘুম
খোকার চোখে আয়।

৮৪৭

হাডুডু খেলিয়ে বাঘ মারে ঢেলিয়ে
বাঘের তলে প্রদীপ জ্বলে
জ্বলছে প্রদীপ উঠছে ধোঁয়া
ডাকতে আয়রে ছুঁচো মুয়া।

৮৪৮

হাড়ি ঢুর্ ঢুর্ পাতিলা ঢুর্ ঢুর্
হরা হৈয়ে কাইত্
সকলর বাটা সকলে খাইয়ে
ও আমার পাগলার বাটা কই।
পাগলার বাটা বিলাইএ খাইয়ে
ও আমার পাগলার আপদ বলাই লই।

৮৪৯

হাত ঘুরুলে নাড়ু দেবো
নইলে নাড়ু কোথায় পাবো
সোণার নাড়ু গড়িয়ে দেবো।

৮৫০

হাতত্ চুম্ব ন দিও
কড়ি ছাড়া হইবো
পাঅত্ চুম্ব ন দিও
বিদেশেত যাইবো
ললাটেত দিও চুম্ব
লক্ষ বছর জীবো।

৮৫১

হাত ফুল ফুল গা ফুল ফুল আঘাত না দেয় ফুঁক
পরের হাতের ভাত খেয়ে চাঁদ যে হেন মুখ।

৮৫২

হাতীথ্যুন্ উচল
মাটিথ্যুন্ নীচ।
(উঃ = আলু)

৮৫৩

হাতে কালি মুখে কালি
বাছা আমার লিখে এলি।

৮৫৪

হাতের নাচন পায়ের নাচন
বাটা মুখের নাচন নাটা চক্ষের নাচন
কাঁটালি ভুরুর নাচন টিয়ে নাকের নাচন
মোজা বেঙ্কুর নাচন
আর নাচন কি?
অনেক সাধন করে যাদু পেয়েছি।

৮৫৫

হানক ভাঙ্গা টুর্কী রাঙ্গা
খাইতে মিডা পাতা রাঙ্গা।
(উঃ = 'শিখরী' নামক জলজ গাছের ফল।)

৮৫৬ক

হাম্ভুরি আইএ হাম্ভুরি যায়
কালা তুলসীর তলে
ঠাকুর বৌএ নিকলি চায়
কপালে রতন জ্বলে।

৮৫৬খ

হাম্‌গুড়ি আইয়ে হাম্‌গুড়ি যায়
কালা তুলসীর তলে
বিজলী ছটকে শ্রীহরি দেখিলুম্‌
কন্‌ তপস্যার ফলে।

৮৫৭

হায় রে মনা হায়
আর কি যাবি রে মনা
শ্যাম ঠাকুরের নায় ?
শ্যাম ঠাকুরের নায়ে যেয়ে
কত কষ্ট পেলি
গড়াতে গড়াতে মনা
জলে পড়ে গেলি।

৮৫৮

হাঁটি হাঁটি পা পা
যাদু হাঁটে রাঙা পা
হাঁটি হাঁটি পা পা
খোকা হাঁটে দেখে যা।

৮৫৯

হাঁটে গুর্‌গুর্‌ ছিণ্ডে মেটি
ছ চৌখ তিন কৌড়ি।
(উঃ= কৃষক ও দুই বলদ।)

৮৬০

হাঁড়ি ঢুন্‌ ঢুন্‌ পাতিলা ঢুন্‌ ঢুন্‌
ডেয়া ফেলে চোরে
কৈলকাতাত্থুন্‌ কি বৌ আনলুম
সদা পরাণ পুড়ে।

৮৬১

হাঁসা ঘোড়া জামা জোড়া উত্তম পাগুড়ি
জাড়গাঁয়ের কালুরায় দিগুড়েতে বাড়ী।

৮৬২

হিলত্‌ লুটে বিলত্‌ লুটে
লেজত ধৈর্‌লে ফালাদি উঠে।
(উঃ= ঢেঁকি)

৮৬৩

হুড়্‌হুড়াই চুড়্‌চুড়াই ন আনিও ঝড়
মারে বন্‌বাস দিই পুত যায় ঘর।

৮৬৪

হেট্‌ কলসী উপর্‌ ডাল
পাতা মেলে চৌচাল
যদি কলমি ফুল ফুটিবি
হাজার টেকার মুল ধরিবি।
(উঃ=মানকচু)

৮৬৫

হেটে আচ্‌মান্‌ উপরে সুরুয
গেঁজ মারে যে বুরুত্‌ বুরুত্‌।
(উঃ= তাঁতীর তাঁত।)

৮৬৬

হেনা হেনা হেনা
তপ্ত দুধের ফেনা
শিম ছটা ছটা
বেগুণ গোটা গোটা।
হর পার্বতী
লক্ষ্মী সরস্বতী
রামসীতার বিয়ে
সিঁথেয় সিঁন্দুর দিয়ে।
ও অলকা
নাক তেলকা
বুক ঝলকা।

৮৬৭

হেলেঞ্চা কলমী লক্‌ লক্‌ করে
রাজার বেটা পক্ষী মারে
মারেন পক্ষী শুকোয় বিল
সোণার কৌটা রূপোর খিল।
খিল খুলতে লাগল ছড়
আমার ভাই বাপ ধনে পুত্রে লক্ষেশ্বর
লক্ষী দিয়ে গেলেন বর
আমার ভাই বাপ ধনে পুত্রে লক্ষেশ্বর।

৮৬৮

হেঁচোড়া ঠাকরুন লো ক্যাচোঁড়া চুল
তাতে কি শোভে লো গাঁদা ফুল।
গাঁদা ফুলের দিলাম বিয়া
পাড়া পড়শী লো জয় জোকার দিয়া।
জয় দিব না জোকার দিব
সোণার যাদুধন কোলে তুলে নেব।

৮৬৯

হৈরে বাবুই হৈ রাঙা ধানের খৈ
খোকামণির বিয়ে দেবো পয়সা কড়ি কৈ ?
ফলার হবে সরা সরা খৈ আর দৈ
সারারাত খুঁজে মলাম গুড় হাঁড়িটা কৈ।

৮৭০

হ্যা দেখ্ লো কলমীলতা
জল শুকুলে থাক্‌বি কোথা
জল শুকুলে থাক্‌বো বনে।
বনে যে বাগ্‌দী ম'ল
চিড়ে দৈ খেতে হ'ল
দেয় না রাজা পথ খরচা
বাঁধবো তোর ঘর-দরজা।
আস্‌বে বাবু ভেয়ে
দেখবে চেয়ে চেয়ে
আর পড়'বে আছাড় খেয়ে।

৮৭১

হ্যাদের লা ফিরে চা
সোহাগ নাচন দেখে যা।

৮৭২

ছাদেরে[১] কল্‌মীলতা
এতকাল ছিলে কোথা ?
এতকাল ছিলাম[২] বনে,
বনেতে বাগ্‌দী মো'ল
আমারে যেতে হোল।
তুমি নেও কলসী কাঁকে[৩]
আমি নিই বন্দু হাতে[৪]
চল যাই রাজ পথে।
ছেলের মা গয়না গাঁথে
ছেলেটি তুড়ুক নাচে।

———

টীকা

১ চট্টগ্রাম—করিম। ২ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৩ চট্টগ্রাম—করিম। ৪ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৫-৬ খু-ছ। ৭ক রবীন্দ্রনাথ। ৭খ বর্ধমান—রায়১। ৮ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৯ খু-ছ—পাঠান্তর ১ 'অবু থবু', ২ 'গিরিসুতা', ৩ 'পুতা' বাঁকুড়া—রায় ২। ১০ খু-ছ। ১১ চট্টগ্রাম—করিম। ১২ বর্ধমান—রায়১ এবং খু-ছ। ১৩ খু-ছ। ১৪-৮ চট্টগ্রাম—করিম। ১৯ চট্টগ্রাম—করিম—পাঠান্তর১ অতিরিক্ত 'মোর'—চট্টগ্রাম—করিম। ২০ চট্টগ্রাম —করিম—পাঠান্তর১ অতিরিক্ত 'রে', ২ অতিরিক্ত 'নাচে, অলি ঘুম যাইতো'—চট্টগ্রাম—করিম। ২১ চট্টগ্রাম—করিম—পাঠান্তর১ 'কই'—চট্টগ্রাম—করিম। ২২ বর্ধমান—পাঠান্তর১ 'যত্নুর'—শ্রীসুকুমার সেন—হুগলিতেও ছড়াটি প্রচলিত। ২৩ বাঁকুড়া—রায়২। ২৪-৫ খু-ছ। ২৬-৭ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ২৮-ক রবীন্দ্রনাথ—পাঠান্তর১ 'মামার'—হুগলী—শ্রীভোলানাথ দত্ত। ২৮খ—ঘ রবীন্দ্রনাথ। ২৮ঙ রবীন্দ্রনাথ—পাঠান্তর১ ইহার পর পূর্ববর্তী ২৮গ সংখ্যক ছড়ার ৪র্থ ছত্রের পর হইতে পড়িতে হইবে। ২৮চ হুগলী—গুপ্ত। ২৮ছ খু-ছ। ২৮জ বর্ধমান—রায়১। ২৮ঝ আসানসোল—ম-বা। ২৯-৩০খ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৩১-৪ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৩৫ চট্টগ্রাম—করিম। ৩৬ক-খ সাঁওতাল পরগণা—স-প-প-১৩০২। ৩৭-৮ খু-ছ—হুগলী এবং বর্ধমানে ছড়াটি প্রচলিত। ৩৯ক বাঁকুড়া—রায়২। ৩৯খ হুগলী—সরস্বতী দে। ৪০ রবীন্দ্রনাথ এবং খু-ছ—বর্ধমানের একটি খেলার ছড়া—শ্রীসুকুমার সেন। ৪১-৪ খু-ছ। ৪৫ বর্ধমান—শ্রীমতী সুনীলা সেন, হুগলী—শ্রীমতী পূর্ণিমা দত্ত। ৪৬ চট্টগ্রাম—করিম। ৪৭ হুগলী—একটি মেয়েলী খেলা—শ্রীমতী পূর্ণিমা দত্ত—পাঠান্তর১ 'চলবে ঘোড়া', ২ 'ও বিবিয়া সরে দাঁড়া', ৩ এইখানেই বাঁকুড়া পাঠ শেষ—শ্রীফটিক গুঁই এবং শ্রীপ্রদীপ বাট। ৪৮-৫০ খু-ছ। ৫১ক বর্ধমান—শ্রীসুকুমার সেন—'মা কেন ভাত দেয় না' স্থলে 'বউ কেন ভাত দেয় না' পড়িতে হইবে। হুগলি পাঠে 'মা কেন ভাত দেয় না'—শ্রীভোলানাথ দত্ত। ৫১খ খু-ছ। ৫২-৩ স-প-প-১৩১২। ৫৪-৫ খু-ছ। ৫৬ রবীন্দ্রনাথ। ৫৭ খু-ছ। ৫৮-৯ চট্টগ্রাম—করিম। ৬০-২ খু-ছ। ৬৩ বাঁকুড়া—রায়২ এবং খু-ছ। ৬৪ক খু-ছ। ৬৪খ আসানসোল—ম-বা। ৬৫ খু-ছ। ৬৬ চণ্ডীমঙ্গল। ৬৭ খু-ছ। ৬৮ রবীন্দ্রনাথ। ৬৯-৭১ খু-ছ। ৭২ক সাঁওতাল পরগণা—স-প-প-১৩০২। ৭২খ আসানসোল—ম-বা। ৭৩-৪

চট্টগ্রাম—করিম। ৭৫ খু-ছ। ৮৩ হুগলী—সরস্বতী দে। ৭৭-৮৪ খু-ছ। ৮৫ হুগলী—গুপ্ত। প্রথম ছত্রটির হুগলী পাঠান্তর ‘কাণ ধরে দোলে’—শ্রীমতী পূর্ণিমা দত্ত। ৮৬ খু-ছ। ৮৭ক বর্ধমান—রায়১। ৮৭খ-৯০ খু-ছ। ৯১ খু-ছ এবং আসানসোল—ম-বা। ৯২-৫ খু-ছ। ৯৬ কলিকাতা—নবনলিনী সেন। ৯৭ রবীন্দ্রনাথ এবং খু-ছ। ৯৮ক বনবিষ্ণুপুর—রায়২। ৯৮খ খু-ছ। ৯৮গ বর্ধমান—রায়১। ৯৯ খু-ছ। ১০০-০১ক রবীন্দ্রনাথ। ১০১খ আসানসোল—ম-বা। ১০২ বনবিষ্ণুপুর—রায়২। ১০৩ বাঁকুড়া—রায়২। ১০৪-০৫ খু-ছ। ১০৬ আসানসোল—ম-বা। ১০৭ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ১০৮ খু-ছ। ১০৯ রবীন্দ্রনাথ—পাঠান্তর ১ ‘রূপের’, ২ ‘দিব্যি’—রবীন্দ্রনাথ। ১১০ক হুগলী—গুপ্ত। ১১০খ খু-ছ। ১১০গ রবীন্দ্রনাথ। ১১০ঘ বাঁকুড়া—শ্রীমতী শান্তিলতা সরকার, পূর্বাবাস বর্ধমান। ১১১ চট্টগ্রাম—করিম। ১১২ খু-ছ। ১১৩ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ১১৪ খু-ছ। ১১৫ চট্টগ্রাম—করিম। ১১৬ খু-ছ। ১১৭ মেদিনীপুর—রায়২। ১১৮ক হুগলী—গুপ্ত। ১১৮খ বর্ধমান—রায়১ —পাঠান্তর ১ ‘মেয়ে ছুটি’, ২ ‘ছোলা’—খু-ছ। ১১৯ বর্ধমান—রায়১। ১২০ খু-ছ। ১২১ক রবীন্দ্রনাথ এবং খু-ছ—পাঠান্তর ১ খুকুমণির ছড়ায় এই ছত্রটি নাই। ১২১খ বর্ধমান—রায়১। ১২১গ হুগলী—গুপ্ত। ১২১ঘ হুগলী—সরস্বতী দে। ১২২ক খু-ছ। ১২২খ-গ সাঁওতাল পরগণা—স-প-প-১৩০২। ১২৩ রবীন্দ্রনাথ। ১২৪-২৭ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ১২৮ক-৩০ চট্টগ্রাম—করিম। ১৩১ খু-ছ। ১৩২ চট্টগ্রাম—করিম। ১৩৩ খু-ছ—পাঠান্তর ১ ‘ভিজে গেছে চুল’ হুগলী শ্রীমতী সুকুমারী দত্ত। ১৩৪-৪১ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ১৪২ খু-ছ। ১৪৩ক খু-ছ। ১৪৩খ বাঁকুড়া—রায়২। ১৪৪ক বাঁকুড়া—রায়২ এবং খু-ছ। ১৪৪খ বর্ধমান—রায়১। ১৪৫ক বর্ধমান—রায়১। ১৪৫খ হুগলী—গুপ্ত। ১৪৫ গ-ঘ রবীন্দ্রনাথ। ১৪৬ চট্টগ্রাম—করিম। ১৪৭-৫০ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ১৫১ আসানসোল—ম-বা। ১৫২ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ১৫৩ হুগলী—শ্রীমতী সুকুমারী দত্ত—পাঠান্তর১ ‘একটি করে পয়সা দোব, মুড়িমুড়কি খাবি’ হুগলী—সরস্বতী দে। ১৫৪-৫৫ খু-ছ। ১৫৬ক বর্ধমান—শ্রীসুকুমার সেন এবং হুগলি—শ্রীভোলানাথ দত্ত। ১৫৬খ খু-ছ। ১৫৭ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ১৫৮ চট্টগ্রাম—করিম। ১৫৯-৬১ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ১৬২ চট্টগ্রাম—করিম। ১৬৩ বর্ধমান—রায়১। ১৬৪ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ১৬৫-৬৬ খু-ছ। ১৬৭-৬৮ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ১৬৯ খু-ছ। ১৭০ কলিকাতা—নবনলিনী সেন।

১৭১ হুগলী—সরস্বতী দে। ১৭২ খু-ছ। ১৭৩ রবীন্দ্রনাথ। ১৭৪ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ১৭৫-৮০ খু-ছ ১৭৯ সংখ্যক ছড়াটি বর্ধমান এবং হুগলীতে প্রচলিত। ১৮১ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ১৮২ খু-ছ। ১৮৩ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ১৮৪ খু-ছ। ১৮৫ চট্টগ্রাম—করিম। ১৮৬ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ১৮৭-৮৮ খু-ছ। ১৮৯ চট্টগ্রাম—করিম। ১৯০ খু-ছ। ১৯১ চট্টগ্রাম—করিম। ১৯২ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম—পাঠান্তর১ 'পুরী'—করিম। ১৯৩ রবীন্দ্রনাথ। ১৯৪ খু-ছ। ১৯৫ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ১৯৬ খু-ছ—একটি মেয়েলী খেলা। ১৯৭-৯৮ খু-ছ। ১৯৯ রবীন্দ্রনাথ—পাঠান্তর১ 'নকা'—খু-ছ। ২০০ চট্টগ্রাম—করিম। ২০১ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ২০২ খু-ছ। ২০৩ বর্ধমান—রায়[১]। ২০৪-০৮ খু-ছ। ২০৯ চট্টগ্রাম—করিম এবং খু-ছ। ২১০ খু-ছ। ২১১ রবীন্দ্রনাথ। ২১২-১৩ চট্টগ্রাম—করিম। ২১৪-১৫ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ২১৬-১৭ খু-ছ। ২১৮ক-খ চট্টগ্রাম—করিম। ২১৯ রবীন্দ্রনাথ। ২২০-২১ খু-ছ। ২২২ রবীন্দ্রনাথ। ২২৩-২৪ খু-ছ। ২২৫ রবীন্দ্রনাথ। ২২৬ খু-ছ। ২২৭-২৮ হুগলী—গুপ্ত। ২২৯-৩১ চট্টগ্রাম—করিম। ২৩২ খু-ছ। ২৩৩-৩৪ চট্টগ্রাম—করিম। ২৩৫ক চট্টগ্রাম—করিম। ২৩৫খ হুগলী—শ্রীমতী পূর্ণিমা দত্ত—১ শূন্যস্থানে—বিষ্ঠা ত্যাগ করিলি। ২৩৬-৩৭ চট্টগ্রাম—করিম। ২৩৮-৩৯ খু-ছ। ২৪০স-প-প-১৩১২। ২৪১ রবীন্দ্রনাথ এবং খু-ছ। ২৪২ রবীন্দ্রনাথ। ২৪৩ বর্ধমান—রায়[১] —পাঠান্তর১ আরও একটি বর্ধমান-পাঠে ইহার পর 'তোমরা কেউ করো না মানা' অতিরিক্ত পাওয়া যায়। ২৪৪-৪৫ খু-ছ। ২৪৬ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ২৪৭ বর্ধমান—শ্রীসুকুমার সেন—ছড়াটি হুগলীতেও পাওয়া যায়। ২৪৮ খু-ছ। ২৪৯ চট্টগ্রাম—করিম। ২৫০ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ২৫১ হুগলী—একটি মেয়েলী খেলা—শ্রীমতী পূর্ণিমা দত্ত। ২৫২ বাঁকুড়া—শ্রীমতী শান্তিলতা সরকার, পূর্বাবাস বর্ধমান। ২৫৩-৫৫ খু-ছ। ২৫৬ বর্ধমান—রায়[১] এবং খু-ছ। ২৫৭ চট্টগ্রাম—করিম। ২৫৮ কলিকাতা—পাঠান্তর১ 'বাটুম', ২ 'বরটি,' ৩ 'হরি'—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী। ২৫৯ বর্ধমান—শ্রীসুকুমার সেন। ২৬০ চট্টগ্রাম—করিম। ২৬১-৬২ খু-ছ। ২৬৩ক রবীন্দ্রনাথ। ২৬৩খ বর্ধমান—রায়[১] এবং খু-ছ। ২৬৪ খু-ছ। ২৬৫ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ২৬৬ খু-ছ। ২৬৭ হুগলী—একটি খেলা—শ্রীমতী পূর্ণিমা দত্ত। ২৬৮ খু-ছ। ২৬৯-৭০ চট্টগ্রাম—করিম। ২৭১ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ২৭২ খু-ছ। ২৭৩ কলিকাতা—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী। ২৭৪ খু-ছ। ২৭৫

স-প-প-১৩১২। ২৭৬ খু-ছ। ২৭৭-৮০ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ২৮১চট্টগ্রাম—করিম। ২৮২ খু-ছ। ২৮৩ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ২৮৪ রবীন্দ্রনাথ এবং খু-ছ। ২৮৫ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ২৮৬ চট্টগ্রাম—করিম। ২৮৭ স-প-প-১৩১২। ২৮৮ খু-ছ। ২৮৯ হুগলী—পাঠান্তর১ 'থেঁন্দি', ২ 'বড়বড়ানি'—শ্রীমতী পূর্ণিমা দত্ত। ২৯০ খু-ছ। ২৯১ স-প-প—১৩১২। ২৯২ক রবীন্দ্রনাথ। ২৯২খ খু-ছ। ২৯৩ খু-ছ। ২৯৫ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ২৯৫ রবীন্দ্রনাথ। ২৯৬-৩০০ খু-ছ। ৩০১ রবীন্দ্রনাথ। ৩০২ রবীন্দ্রনাথ এবং খু-ছ। ৩০৩ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৩০৪ খু-ছ। ৩০৫ বর্ধমান—রায়১। ৩০৬-০৮ খু-ছ। ৩০৯ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৩১০-১১ খু-ছ। ৩১২ বাঁকুড়া—রায়২। ৩১৩ খু-ছ। ৩১৪ চট্টগ্রাম—করিম। ৩১৫ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৩১৬-১৭ 'খু-ছ। ৩১৮ বনবিষ্ণুপুর—রায়২। ৩১৯ স-প-প—১৩১২। ৩২০ রবীন্দ্রনাথ। ৩২১-২৯ খু-ছ। ৩৩০ক বর্ধমান—রায়১। ৩৩০খ রবীন্দ্রনাথ। ৩৩০গ খু-ছ। ৩৩০ঘ আসানসোল—ম-বা। ৩৩১ বাঁকুড়া—শ্রীফটিক গুঁই ও শ্রীপ্রদীপ বাট। ৩৩২ আসানসোল—ম-বা। ৩৩৩ বাঁকুড়া—রায়২। ৩৩৪-৩৯ খু-ছ। ৩৪০ক খু-ছ। ৩৪০খ আসানসোল—ম-বা। ৩৪০গ বাঁকুড়া শ্রীমতী শশীমুখী চৌধুরী ও কুমারী অপর্ণা চৌধুরী। ৩৪১-৫০ খু-ছ। ৩৫১ রবীন্দ্রনাথ এবং খু-ছ। ৩৫২ আসানসোল—ম-বা। ৩৫৩ খু-ছ। ৩৫৪ খু-ছ—পাঠান্তর১ এইখানে রবীন্দ্রনাথ-পাঠ শেষ হইয়াছে। ৩৫৫-৫৬ খু-ছ। ৩৫৭ক রবীন্দ্রনাথ। ৩৫৭খ খু-ছ। ৩৫৮ রবীন্দ্রনাথ। ৩৫৯-৬০ খু-ছ। ৩৬১ক খু-ছ—পাঠান্তর১ 'বোলে', ২ 'এখন' বাঁকুড়া—শ্রীমতী শান্তিলতা সরকার, পূর্বাবাস বর্ধমান। ৩৬১খ আসানসোল—ম-বা। ৩৬২ রবীন্দ্রনাথ। ৩৬৩ খু-ছ। ৩৬৪ রবীন্দ্রনাথ। ৩৬৫ খু-ছ। ৩৬৬ রবীন্দ্রনাথ। ৩৬৭-৬৯ খু-ছ। ৩৭০ক রবীন্দ্রনাথ। ৩৭০খ খু-ছ। ৩৭১-৭৪ খু-ছ। ৩৭৫ আসানসোল—ম-বা। ৩৭৬-৭৮ খু-ছ। ৩৭৯-৮৬ রবীন্দ্রনাথ। ৩৮৭ রবীন্দ্রনাথ এবং খু-ছ। ৩৮৮-৯২ রবীন্দ্রনাথ। ৩৯৩ বর্ধমান—রায়১। ৩৯৪-৯৭ খু-ছ। ৩৯৮-৪০০ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৪০১-০৬ খু-ছ। ৪০৭-০৮ বর্ধমান—রায়১। ৪০৯ খু-ছ। ৪১০ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৪১১ রবীন্দ্রনাথ—পাঠান্তর১ এই ছড়ার ১৩শ ছত্রের পর৩ উড়ে গেল। কলসী গেল ভেসে, খোকার বৌ মলো হেসে' অংশটি খু-ছ পাঠে পাওয়া যায়। ৪১২ক রবীন্দ্রনাথ। ৪১২খ খু-ছ। ৪১২গ স-প-প-১৩১২। ৪১৩ক বর্ধমান—রায়১। ৪১৩খ স-প-প-১৩১২। ৪১৪ চট্টগ্রাম—করিম। ৪১৫-১৬ খু-ছ।

৪১৭ আসানসোল—ম-বা। ৪১৮ রবীন্দ্রনাথ—পাঠান্তর১ ইহার পর আমার সোণার ঠাকুর'—খু-ছ। ৪১৯ আসানসোল—ম-বা। ৪২০ ক-খ রবীন্দ্রনাথ। ৪২১ খু-ছ—পাঠান্তর১ 'ভাল', ২ 'দুঃখ'—আসানসোল—ম-বা। ৪২২ রবীন্দ্রনাথ। ৪২৩ক বর্ধমান—রায়১। ৪২৩খ বাঁকুড়া—রায়২। ৪২৪ক রবীন্দ্রনাথ—পাঠান্তর১ খু-ছ—পাঠে এই ছত্রটি নাই, ২ 'উড়কি'—খু-ছ। ৪২৪খ আসানসোল—ম-বা। ৪২৫ খু-ছ। ৪২৬-২৯ চট্টগ্রাম—করিম। ৪৩০ খু-ছ। ৪৩১ চট্টগ্রাম—করিম। ৪৩২-৩৩ খু-ছ। ৪৩৪ বর্ধমান—রায়১। ৪৩৫ স-প-প-১৩১২। ৪৩৬-৩৯ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৪৪০-৪৪ খু-ছ। ৪৪৫ চট্টগ্রাম—করিম। ৪৪৬-৪৭ক খু-ছ। ৪৪৭খ বর্ধমান—রায়১। ৪৪৮ রবীন্দ্রনাথ—পাঠান্তর১ খু-ছ—পাঠেশব্দটি নাই, ২ খু-ছ-পাঠে ৪র্থ ছত্রটি অতিরিক্ত, ৩ শব্দটি খু-ছ—পাঠে নাই, ৪ 'খোকন'—খু-ছ। ৪৪৯ মেদিনীপুর—রায়২ —পাঠান্তর১ 'শশী', ২ 'খোকন'—খু-ছ। ৪৫০ বর্ধমান—রায়১। ৪৫১ স-প-প-১৩১২। ৪৫২-৫৩ খু-ছ। ৪৫৪ চট্টগ্রাম ধাঁধা—করিম। ৪৫৫ বাঁকুড়া—শ্রীপ্রদীপ বাট ও শ্রীকটিক গুঁই। ৪৫৬ খু-ছ। ৪৫৭ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৪৫৮-৬২ খু-ছ। ৪৬৩ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৪৬৪ চট্টগ্রাম—করিম। ৪৬৫ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৪৬৬ খু-ছ। ৪৬৭-৭৩ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৪৭৪-৭৫ চট্টগ্রাম—করিম। ৪৭৬-৭৭ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৪৭৮-৭৯ চট্টগ্রাম—করিম। ৪৮০ খু-ছ। ৪৮১-৮৩ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৪৮৪ চট্টগ্রাম—করিম। ৪৮৫ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৪৮৬ চট্টগ্রাম—করিম। ৪৮৭ আসানসোল—ম-বা। ৪৮৮ চট্টগ্রাম—করিম। ৪৮৯ চট্টগ্রাম—একটি খেলা—করিম। ৪৯০ সাঁওতাল পরগণা—স-প-প—১৩০২। ৪৯১ হুগলী—গুপ্ত। ৪৯২ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৪৯৩ চট্টগ্রাম—করিম। ৪৯৪ খু-ছ। ৪৯৫-৯৬ চট্টগ্রাম—করিম। ৪৯৭-৯৮ খু-ছ। ৪৯৯-৫০০ চট্টগ্রাম—করিম। ৫০১ চট্টগ্রাম - পাঠান্তর১ 'বেঁকা' —করিম। ৫০২ চট্টগ্রাম—করিম। ৫০৩ রবীন্দ্রনাথ—পাঠান্তর১ 'অন্নপূর্ণা,' ২ এই ছত্রটি খু-ছ-পাঠে নাই, ৩ 'রেখে'—খু-ছ। ৫০৪ খু-ছ। ৫০৫ হুগলী—একটি মেয়েলী খেলা—পাঠান্তর১ 'রাইটিংএর,' ২ 'রাজ' ৩ 'মৌরি বাটা'—শ্রীমতী পূর্ণিমা দত্ত। ৫০৬ক হুগলী—গুপ্ত। ৫০৬খ বাঁকুড়া—শ্রীমতী শান্তিলতা সরকার, পূর্ব ধাস বর্ধমান। ৫০৬গ বর্ধমান—শ্রীমতী সুনীলা সেন। ৫০৭ খু-ছ। ৫০৮ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৫০৯ রবীন্দ্রনাথ। ৫১০-১১ চট্টগ্রাম —করিম। ৫১২ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৫১৩ খু-ছ। ৫১৪-১৬

চট্টগ্রাম—করিম। ৫১৭-২০ খু-ছ। ৫২১ চট্টগ্রাম—করিম। ৫২২ একটি খেলা—স-প-প-১৩১২। ৫২৩ক রবীন্দ্রনাথ। ৫২৩খ খু-ছ। ৫২৩গ হুগলী—গুপ্ত। ৫২৩ঘ বর্ধমান—রায়১। ৫২৪ক রবীন্দ্রনাথ। ৫২৪খ খু-ছ। ৫২৫ খু-ছ। ৫২৬ পশ্চিম দিনাজপুর শ্রীরাধাপদ সেন। ৫২৭ চট্টগ্রাম—করিম। ৫২৮ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৫২৯ক খু-ছ। ৫২৯খ মনসা-মঙ্গল—শ্রীসুকুমার সেন সম্পাদিত এবং এসিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত। ৫৩০-৩২ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৫৩৩-৩৪ খু-ছ। ৫৩৫ খু-ছ এবং বর্ধমান শ্রীসুকুমার সেন। ৫৩৬-৩৮ খু-ছ। ৫৩৯ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৫৪০ বাঁকুড়া—শ্রীমতী সন্ধ্যা সরকার ও শিখা সরকার। ৫৪১ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৫৪২-৪৩ খু-ছ। ৫৪৪ হুগলী—গুপ্ত। ৫৪৫-৪৮ খু-ছ। ৫৪৯-৫০ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৫৫১ খু-ছ। ৫৫২ স-প-প ১৩১২। ৫৫৩ চট্টগ্রাম—'ভুধা' নামক একটি খেলায় আবৃত্তি করা হয়—করিম। ৫৫৪ মেদিনীপুর—রায়২ এবং খু-ছ। ৫৫৫ খু-ছ। ৫৫৬ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৫৫৭ স-প-প-১৩১২। ৫৫৮ চট্টগ্রাম—করিম। ৫৫৯ হুগলী—গুপ্ত। ৫৬০ক খু-ছ। ৫৬০খ আসানসোল—ম-বা। ৫৬১-৬২ খু-ছ। ৫৬৩ বাঁকুড়া—রায়২। ৫৬৪ বর্ধমান—রায়১। ৫৬৫ রবীন্দ্রনাথ। ৫৬৬ খু-ছ। ৫৬৭ চট্টগ্রাম—পাঠান্তর১ প্রথম দুই ছত্রের 'দোলাত্ চড়ম দোলাত্ চড়ম, দোলার খুটি লড়ে'—চট্টগ্রাম—করিম। ৫৬৮ খু-ছ। ৫৬৯ বন-বিষ্ণুপুর—রায়২। ৫৭০ সাঁওতাল পরগণা—স-প-প-১৩০২ এবং খু-ছ। ৫৭১ সাঁওতাল পরগণা—স-প-প-১৩০২। ৫৭২ বনবিষ্ণুপুর—রায়২ —পাঠান্তর১ 'বনকে'—খু-ছ। ৫৭৩ বর্ধমান—রায়১। ৫৭৪ খু-ছ। ৫৭৫ক খু-ছ—পাঠান্তর১ প্রথম ৪ ছত্র লইয়া হুগুলী-পাঠ—গুপ্ত। ৫৭৫খ বর্ধমান—রায়১ —পাঠান্তর১ প্রথম ৩ ছত্র লইয়া আসানসোল-পাঠ—ম-বা। ৫৭৫গ-ঘ বাঁকুড়া—রায়২। ৫৭৫ঙ বাঁকুড়া—শ্রীমতী শশীমুখী চৌধুরী। ৫৭৫চ সাঁওতাল পরগণা—স-প-প-১৩০২। ৫৭৬ হুগলী—গুপ্ত। ৫৭৭ সাঁওতাল পরগণা—স-প-প-১৩০২। ৫৭৮ সাঁওতাল পরগণা—পাঠান্তর১ 'দেখ'—স-প-প ১৩০২। ৫৭৯-৮০ বর্ধমান—রায় ১। ৫৮১ রবীন্দ্রনাথ—পাঠান্তর১ 'থোপ'—খু-ছ। ৫৮২ক বনবিষ্ণুপুর—রায় ২। ৫৮২খ খু-ছ। ৫৮৩ রবীন্দ্রনাথ এবং খু-ছ। ৫৮৪-৮৫ চট্টগ্রাম—করিম। ৫৮৬ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৫৮৭-৮৯ চট্টগ্রাম—করিম। ৫৯০-৯৩ খু-ছ। ৫৯৪ক রবীন্দ্রনাথ—পাঠান্তর১ 'লেগেছে', ২ 'করি'—খু-ছ। ৫৯৪খ রবীন্দ্রনাথ। ৫৯৪গ

বর্ধমান—রায়১। ৫৯৫ রবীন্দ্রনাথ। ৫৯৬ আসানসোল—ম-বা। ৫৯৭ বনবিষ্ণুপুর—পাঠান্তর১ 'নেপুর'—রায়২। ৫৯৮ খু-ছ। ৫৯৯ চট্টগ্রাম—করিম। ৬০০-০৪ খু-ছ। ৬০৫ স-প-প-১৩১২। ৬০৬-০৭ চট্টগ্রাম—করিম। ৬০৮ক-খ চট্টগ্রাম—করিম। ৬০৮গ খু-ছ। ৬০৯ খু-ছ। ৬১০ রবীন্দ্রনাথ। ৬১১-১৫খ চট্টগ্রাম—করিম। (৬১৩ সংখ্যক ছড়ার পাঠান্তর১ 'মুসী')। ৬১৬ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৬১৭ স-প-প- ১৩১২। ৬১৮-২১ সাঁওতাল পরগণা স-প-প-১৩০২। ৬২২-২৩ খু-ছ। ৬২৪ বর্ধমান—রায়১ এবং হুগলী—শ্রীভোলানাথ দত্ত। ৬২৫ক রবীন্দ্রনাথ। ৬২৫খ খু-ছ। ৬২৬ খু-ছ। ৬২৭ বনবিষ্ণুপুর—রায়২ এবং পাঠান্তর১ 'লেগে', ২ 'দেব'—খু-ছ। ৬২৮ বাঁকুড়া—রায়২। ৬২৯ খু-ছ। ৬৩০ চট্টগ্রাম—করিম। ৬৩১ খু-ছ। ৬৩২ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৬৩৩-৩৪ খু-ছ। ৬৩৫ চট্টগ্রাম—করিম। ৬৩৬ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৬৩৭ স-প-প-১৩১২। ৬৩৮ক খু-ছ। ৬৩৮ খ-গ রবীন্দ্রনাথ। ৬৩৮ঘ কলিকাতা—স্বাহা ব্যানার্জী। ৬৩৯ স-প-প-১৩১২। ৬৪০ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৬৪১-৪২ক খু-ছ। ৬৪২খ চট্টগ্রাম—করিম। ৬৪৩ বাঁকুড়া—রায়২ এবং খু-ছ। ৬৪৪ বাঁকুড়া—রায়২। ৬৪৫ বাঁকুড়া—রায়২ এবং খু-ছ সব 'পুটু'গুলি 'পুঁটু' পড়িতে হইবে। ৬৪৬ বাঁকুড়া—রায়২। ৬৪৭ রবীন্দ্রনাথ এবং খু-ছ। ৬৪৮ক বাঁকুড়া—রায়২। ৬৪৮খ খু-ছ। ৬৪৯ বাঁকুড়া—রায়২। ৬৫০ খু-ছ। ৬৫১ সাঁওতাল পরগণা—স-প-প-১৩০২। ৬৫২ হুগলী—গুপ্ত। ৬৫৩ রবীন্দ্রনাথ এবং খু-ছ। ৬৫৪-৫৬ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৬৫৭-৫৮ চট্টগ্রাম—করিম। ৬৫৯ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৬৬০ চট্টগ্রাম—করিম। ৬৬১ খু-ছ। ৬৬২-৬৩ খু-ছ। ৬৬৪ স-প-প-১৩১২। ৬৬৫ খু-ছ। ৬৬৬ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৬৬৭-৬৮ চট্টগ্রাম—করিম। ৬৬৯ রবীন্দ্রনাথ। ৬৭০ বর্ধমান—রায়১। ৬৭১-৭৪ চট্টগ্রাম—করিম। ৬৭৫ খু-ছ। ৬৭৬ স-প-প-১৩১২। ৬৭৭—৭৯ চট্টগ্রাম—করিম। ৬৮০ বর্ধমান—রায়১। ৬৮১-৮২ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৬৮৩-৮৫ খু-ছ। ৬৮৬ স-প-প ১৩১২। ৬৮৭ খু-ছ। ৬৮৮ মেদিনীপুর—রায়২। ৬৮৯ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৬৯০ খু-ছ। ৬৯১ স-প-প-১৩১২। ৬৯২ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৬৯৩-৯৪ চট্টগ্রাম—করিম। ৬৯৫ বাঁকুড়া—রায়২। ৬৯৬-৯৮ খু-ছ। ৬৯৯ খু-ছ এবং ম-বা। ৭০০ চট্টগ্রাম—করিম। ৭০১-০৪ খু-ছ। ৭০৫ চট্টগ্রাম—করিম। ৭০৬ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৭০৭ক খু-ছ। ৭০৭খ হুগলী—শ্রীভোলানাথ দত্ত। ৭০৮—০৯ খু-ছ। ৭১০ চট্টগ্রাম—করিম। ৭১১ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—পাঠান্তর১

'ফকির'—করিম। ৭১২ চট্টগ্রাম—করিম। ৭১৩ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৭১৪ খু-ছ। ৭১৫ চট্টগ্রাম—করিম। ৭১৬ হুগলী—গুপ্ত। ৭১৭-১৯ খু-ছ। ৭২০ চট্টগ্রাম—করিম। ৭২১ চট্টগ্রাম—পাঠান্তর১ 'সুন্দর একগুআ বউঅর লাই'—করিম। ৭২২-২৩ চট্টগ্রাম—করিম। ৭২৪-২৫ খু-ছ। ৭২৬-২৯ চট্টগ্রাম—করিম। ৭৩০ খু-ছ। ৭৩১-৩২ চট্টগ্রাম—করিম। ৭৩৩ হুগলী—শ্রীমতী পূর্ণিমা দত্ত—শেষ ছত্রে 'লাগলো'র পর ১ 'বীঠা' লাগিল। ৭৩৪ খু-ছ। ৭৩৫ চট্টগ্রাম—করিম। ৭৩৬-৩৭ স-প-প-১৩১২। ৭৩৮ খু-ছ। ৭৩৯ বাঁকুড়া—রায়২। ৭৪০ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৭৪১ বর্ধমান—রায়১। ৭৪২-৪৪ খু-ছ। ৭৪৫ চট্টগ্রাম—করিম। ৭৪৬-৪৭ খু-ছ। ৭৪৮-৪৯খ রবীন্দ্রনাথ। ৭৪৯গ বর্ধমান—রায়১। ৭৪৯ঘ খু-ছ। ৭৫০ক রবীন্দ্রনাথ। ৭৫০খ-৫১ক খু-ছ। ৭৫১খ হুগলী—শ্রীভোলানাথ দত্ত—১ শূন্যস্থানে যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হয় তাহার নাম। ৭৫২ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৭৫৩-৫৮ খু-ছ। ৭৫৯ চট্টগ্রাম—করিম। ৭৬০-৬৬ খু-ছ। ৭৬৭ স-প-প-১৩১২। ৭৬৮-৭০ খু-ছ। ৭৭১ হুগলী—গুপ্ত। ৭৭২ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৭৭৩ হুগলী—একটি মেয়েলী খেলা—১ শূন্যস্থানে বিপক্ষের একটি বালিকার নাম করা হয়—শ্রীমতী পূর্ণিমা দত্ত। ৭৭৪-৭৯ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৭৮০ চট্টগ্রাম—করিম। ৭৮১-৯০ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৭৯১ রবীন্দ্রনাথ। ৭৯২ বর্ধমান—একটি খেলার ছড়া—শ্রীসুকুমার সেন—ছড়াটি হুগলীতেও প্রচলিত। ৭৯৩ খু-ছ। ৭৯৪ক-খ চট্টগ্রাম—করিম। ৭৯৫ বর্ধমান—রায়১। ৭৯৬ খু-ছ। ৭৯৭ক-খ চট্টগ্রাম—করিম। ৭৯৮-৮০০ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৮০১-০২ খু-ছ। ৮০৩ বাঁকুড়া—রায়২ এবং খু-ছ। ৮০৪ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৮০৫ খু-ছ। ৮০৬ রবীন্দ্রনাথ। ৮০৭ সাঁওতাল পরগণা—স-প-প-১৩১২। ৮০৮ চট্টগ্রাম—করিম। ৮০৯-১০ খু-ছ। ৮১১ চট্টগ্রাম—করিম। ৮১২ খু-ছ। ৮১৩ রবীন্দ্রনাথ। ৮১৪ খু-ছ। ৮১৫ তমলুক, মেদিনীপুর—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ জানা। ৮১৬ খু-ছ। ৮১৭ হুগলী—পাঠান্তর১ 'মণি'—সরস্বতী দে। ৮১৮-২০ চট্টগ্রাম—করিম। ৮২১ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৮২২ খু-ছ। ৮২৩-২৪ চট্টগ্রাম—করিম। ৮২৫ বর্ধমান—রায়১—পাঠান্তর১ 'বাতি'—খু-ছ। ৮২৬ খু-ছ। ৮২৭ রবীন্দ্রনাথ। ৮২৮ চট্টগ্রাম—করিম। ৮২৯-৩২ খু-ছ। ৮৩৩ খু-ছ এবং বাঁকুড়া—শ্রীমতী শান্তিলতা সরকার। ৮৩৪-৩৬ খু-ছ। ৮৩৭ বাঁকুড়া—একটি খেলার ছড়া—শ্রীপ্রদীপ বাট ও শ্রীফটিক গুঁই। ৮৩৮ খু-ছ। ৮৩৯ক রবীন্দ্রনাথ। ৮৩৯খ খু-ছ। ৮৪০

স-প-প-১৩১২। ৮৪১ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৮৪২ খু-ছ। ৮৪৩ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৮৪৪ স-প-প-১৩১২। ৮৪৫ চট্টগ্রাম—করিম। ৮৪৬ খু-ছ। ৮৪৭ বাঁকুড়া—একটি খেলার ছড়া—শ্রীপ্রদীপ বাট ও শ্রীস্ফটিক গুঁই। ৮৪৮ চট্টগ্রাম—করিম। ৮৪৯ খু-ছ। ৮৫০ চট্টগ্রাম—করিম। ৮৫১ স-প-প-১৩১২। ৮৫২ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৮৫৩—৫৪ খু-ছ। ৮৫৫ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৮৫৬ক-খ চট্টগ্রাম—করিম। ৮৫৭-৫৮ খু-ছ। ৮৫৯ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৮৬০ চট্টগ্রাম—করিম। ৮৬১ বাঁকুড়া—রায়২। ৮৬২ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৮৬৩ চট্টগ্রাম—করিম। ৮৬৪-৬৫ চট্টগ্রাম—ধাঁধা—করিম। ৮৬৬ হুগলী—একটি মেয়েলী খেলা—শ্রীমতী পূর্ণিমা দত্ত। ৮৬৭ খু-ছ। ৮৬৮ রবীন্দ্রনাথ। ৮৬৯-৭১ খু-ছ। ৮৭২ রবীন্দ্রনাথ—পাঠান্তর১ 'লো', ২ 'ছিলুম,' ৩ 'তুমি নেও বংশী হাতে', ৪ 'আমি নিই কলসী 'কাঁকে'—খু-ছ।

দুরূহ শব্দার্থ*

অক্ত—সময়, বেলা।

আইয়ম—আইসম্, আসি।

আইল্—আলি (ক্ষেত্রের, চতুর্দিকস্থ বাঁধ)।

আগকুলা—বিবাহকালে জামাই বা বরযাত্রীদিগকে 'আগ' বাড়াইয়া (আগু বারিয়া) আনা হয়। তৎকালে জনৈক ক্রীতদাস একখানা কুলাতে কিছু দূর্বা, একখণ্ড হলুদ, আম্রপল্লবযুক্ত একটি ঘট, একমুঠা ধান, কতকগুলি কাঠ গোটা ও একটি জ্বলন্ত প্রদীপ লইয়া পথে দাঁড়াইয়া থাকে। এরূপ ব্যাপারকে "আগকুলা" দিয়া বাড়াইয়া আনা বলা হয়।

আজিয়া—আজ।

আণ্ডি—আঁটি, থাকিতে পারি।

আণ্ঠু—হাঁটু।

আধার—মাছ বা পাখীর আহার।

আহল্যা—অগ্ন্যাধার।

আহিত্—আইত, আসিত।

আঁড়ু—হাঁটু।

আঁতরি—অন্ত্র, আঁত।

ইন্দি—এই-খান-দি।

উভা—উভা-দণ্ডায়মান বা খাড়া।

উন্দি—ঐ-খান-দি।

উন্দুর—ইন্দুর।

উপুরতল—দ্রব্যাদি রাখিবার জন্ত যে মাচা বাঁধা হয় তাহাকে 'উপুর' (উচ্চারণ উহর) বলা হয়।

উয়া—দ্রঃ উভা।

উয়াস—উপবাস।

উহুত—উভুত (?) নিম্নমুখ, উপুড়।

এক্কানা—একটু-খানা।

এক্কানা-ছাড়া—অতিক্ষুদ্র।

এণ্ডে (এডে)—এই ঠাঁই, এখানে।

কড়ই—যে মোরগীর ডিম পাড়িবার সময় হইয়াছে, কিন্তু এখনও পাড়ে নাই।

কণ্ডে (কোডে)—কোন্ ঠাঁই, কোথায়।

কল্লা—মাথা।

কহল—পাখী বিশেষ।

কাঁওড়ানী—কামড়ানী।

কিলাই—কি লাগি।

কুঙুর—কুকুর।

কুঙুরী—মোরগী।

কুড়া—মোরগ।

কুন্দী—কোন-খান-দি।

কুরগাল—পক্ষীবিশেষ।

কুস্থাল—ইক্ষু।

কুইলা—কোকিল।

কেরাক—একপ্রকার বেত্রবিশেষ।

কেঁঅন—কেমন।

কেঁঝা—আবর্জনা।

কেয়র—কাঁকড়া।

---

* শব্দার্থগুলি মৌলবী আবদুল করিমের।

কৈঁয়াইল—কাঁকালি।
কেয়ামল্যা—একপ্রকার মাছ।
কোড়ে—দিকে বা নিকটে।
কোরে—দিকে বা নিকটে।
কোঁচাস্থা—পরিষ্কার করিয়া।
কোঁয়রা—কুমড়া।
খর—টক।
খাউরি—মৃত্তিকা নির্মিত ক্ষুদ্র 'হাঁড়ি' বিশেষ।
খারাঝি—বিজুলী।
খিল—অনাবাদ।
খোরাইল্—(মাছের) আশ্রয় স্থান বিশেষ।
খোলা ইঁচা—ইঁচা মাছের ভাজা বিশেষ।
গরকী—বন্যা।
গাউর—গাভুর।
গাতর—গর্তের।
গিল—শিমগাছ বাহিয়া উঠিবার জন্য যে বংশাগ্র ভাগ পুঁতিয়া দেওয়া যায়; অপরার্থ গিলিয়া ফেলা।
গুরা—ছোট।
গুলগুল্যা—গোলাকার।
গুলা—গোটা; ফল।
গোএলাই—গোঁসাঞি।
গোরখ—গোরক্ষক।
ঘরলম্—প্রবেশ করি।
ঘন্যা—সরিষাবিশেষ।
চিতারা—চিত্রযুক্ত।
.চিতারা-মিতারা—চিত্রবিচিত্র।
চিড়ি—বেত লম্বালম্বি ভাবে দ্বিখণ্ডিত করিলে এক এক খণ্ডকে বলে।
ছুই—শিম।
ছাম্মান—সাম্পান নৌকা।
ছালুআ—ছাল ('বাকল' বিশেষ) যুক্ত।
ছুয়ান—(জাহাজের) সুখান।
জান—পুকুরের জল গমনাগমন পথ।
জায়ত—বেতবিশেষ।
জালা—ধান অঙ্কুরিত হওয়ার পর গাছ কতকটা বাড়িলে সেই গাছকে 'জালা' বলে। এই 'জালা'ই রোপন করা হয়।
জালালী কৈতর—একপ্রকার বৃহৎকায় পায়রা। ইহারা শ্রীহট্টর পীর সাহা জালাল হজরতের আনীত বা পালিত কবুতরের বংশ বলিয়া ওই নাম হইয়াছে। এগুলি কেহ প্রতিপালন করে না এবং ভয়ে খায় না।
জঁইর—বংশ নির্মিত আতপত্র বিশেষ; বর্ষাকালে বৃষ্টি নিবারণের জন্যই ইহার ব্যবহার হয়।
তুঃ বরিশালের 'জোমরা'।
জোন—জ্যোৎস্না
জোয়ার—জয়কার? হুলুধ্বনি।
ঝলি (ী)—আবরু রক্ষার জন্য বাড়ীতে বাঁশের তৈরী যে বেড়া দেওয়া হয়।
টিআ—নিতম্বদেশ।
টুউর—মাছবিশেষ।
টুগুর—মাছবিশেষ।
টেন্‌টেয়ালী—একপ্রকার পতঙ্গ।
টেঁয়রা—জমি ঘিরিবার বা 'খেত'

ঘিরিবার জন্ত বাঁশের যে বেড়া দেওয়া যায়।

টেঁয়া—টেঁকা—টাকা।

ঠাই—জলে নামিলে গলদেশ সমান এবং পা মাটি ছুঁইলে সেই অবস্থাকে 'ঠাই' পাওয়া বলে।

ঠাঠারী—যাহারা তামা পিতলের কাজ করে।

ঠেল্যা—জলের কলসী।

ডাউর—ডাবুর (?) মৃত্তিকা নির্মিত ক্ষুদ্র বোতল।

ডাগ্‌উয়া—ডগা, ডাল।

ডিঅলী—দীঘলী—দীর্ঘ, লম্বা।

ডেকা—গো বৎস।

ডেহরী—বাহির বাড়ী, দেউডী।

ঢুলন—দোলা।

তারা—একপ্রকার তরকারি।

তালত—ভ্রাতা বা ভগিনীর শ্বশুরকে 'তালই' বলে। সুতরাং তালইপত্র।

তেলইন্—মৃৎপাত্রবিশেষ।

তেল্যাচোরা—আরশুলা।

তোলন্তা—তোলনিআ (যে তোলে)।

থামসা—তামাসা।

থিয়া—স্থির হও বা দাঁড়াও।

দাঁওনা—একরকম কাঁটাগাছ।

দুধা—খেলার নাম।

ধাফাই—ধাবাই, দৌড়াইয়া দেওয়া।

ধেছুয়া—পাখীবিশেষ।

ধেয়ন—দুগ্ধবতী।

ন্থুনাইয়া—আদুরে।

নেহালি—রেজাই, লেপ।

পসরি—প্রহরী।

পাঙ্গলে—পাকিলে।

পাড়া—মরিচ পিসিবার পাথর।

পেয়লা—এক রকমের টক ফল।

পেরুআ (য়া)—মাটিয়ালেরা যাহাতে করিয়া মাটি উঠায়।

পোঅঁরি—পুকুর।

পোচ্ছরা—কীটভুক্তবৎ।

পোঁঝা—বোঝা।

বইট্যা—পাকানো সুতা যাহা দ্বারা কাঁথা প্রভৃতি সেলাই করা হয়।

বজা—ডিম্ব।

বড়কি—বড়শী।

বাঁইশ—মাছের ছানা।

বাঝি—বদ্ধ হইয়া।

বাডই—সূত্রধর।

বাড়িআ—বাঁশবিশেষ।

বাতি—পাকিবার পূর্বাবস্থা।

বাশলা—বাকল।

বাঁওন—ব্রাহ্মণ।

বিড়া—২০ গণ্ডা পানে এক বিড়া হয়।

বিলাই—বিড়াল।

বেটিবা—বেটিগা—বেটিটি—মেয়েটি (তুচ্ছার্থে)।

ভাডইয়া—একপ্রকার তৃণ বিশেষ যাহাকে পথের বন্ধু বলে। 'ভাডই' নামে পাখিও আছে।

ভিঁডি—ভিটি, ভিত্তি।

ভুতি—বোঁচকা।

ভোগ—ক্ষুধা।

মলা, মোলা—ভাজা চাউল দ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার মিঠাই।
মাইল—অমঙ্গল। গালি দেওয়ার সময় ইহার ব্যবহার হয়।
মাউ—মামু, মামা।
মাত—বাক্য-কথন।
মিডা—মিঠা।
মুড়া—পাহাড়।
মুঠা—ধানের 'জালার' বোঝাবিশেষ।
মেজা—আবর্জনা।
মেহেতারা—মৎস্যাসী পক্ষীবিশেষ।
যিন্দি—যেই-খান-দি।
'রাতা' কুড়া—বড় মোরগ।
লড়া—সম্ভবত 'লহর'।
লাই—বংশনির্মিত পাত্রবিশেষ, অপরার্থ লাগি।
লাত্‌উয়া—লাতুরিয়া, খোকা।
লাতুরি—ছোট কন্যা।
লৈল্যা ইঁচা—একপ্রকার ইঁচা মাছ বিশেষ।
সুর্কা—ঝোল।
হকুন—শকুন।
হাওলা—সাফলা।
হাজিলে—হারাইলে।
হাড়া—সাড়া।
হাতিন—গৃহের অংশবিশেষের নাম।
হাতুয়া—দুগ্ধদোহনের পাত্র।
হানক—শানকি, মেটে বাসন।
হাঙ্গা—সাঙ্গা, (মুসলমানের) নিকা।
হাঙ্গে—জলে।
হাম্‌ভুরি—হামাগুড়ি।
হাঁইছ—গৃহের বাহিরে চালের নিম্নস্থান।
হাঁচুরিত—সাঁচুরিতে, সাঁতারিতে।
হাঁড়িকুড়ুরী—পক্ষীবিশেষ।
হিন্দি—সেই-খান-দি।
হিয়া—বুক।
হিঁচে—সিঁচে।
হিঁডা, হুঁডা—নির্জীবপ্রায়; শুষ্কপ্রায়।
হুদ্দা—শুদ্ধ; কহ।
হেরে—ছিদ্রে।
হেলাইয়া—তৃণবিশেষ।
হৈল—শৈলমাছ, শোলমাছ।
হোয়াদ—স্বাদ।
হোঁতে—স্রোতে।

প্রথম ছত্রের সূচি

নির্ঘণ্ট

আদরের ডাক

কালাচাঁদ (পুং)
খকন (পুং)
খাঁদা (পুং)
খুকী (স্ত্রী)
খুকু (স্ত্রী)
খুকুনবালা (স্ত্রী)
খুকুমণি (স্ত্রী)
খুঁকুরাণী (স্ত্রী)
খেঁদি (স্ত্রী)
খোকন (পুং)
খোকনধনা (পুং)
খোকনমণি (পুং)
খোকনমোহন (পুং)
খোকা (পুং)
খোকাবাবু চৌধুরী (পুং)
খোকে (পুং)
খোকোমণি (পুং)
খোঁকণ (পুং)
গোপাল (পুং)
চাঁদমণি (স্ত্রী)
দুলাল (পুং)
ধন (পুং)
ধনমণি (পুং)
নন্দকিশোর (পুং)
নীলমণি (পুং)
পটল (পুং)
পুটু (স্ত্রী)
পুঁটুমণি (স্ত্রী)
বাপা (পুং)
বোঁচা (পুং)
যাদু (পুং)
যাদুধন (পুং)
যাদুবাছা (পুং)
যাদুমণি (পুং)
লাতুরি (চট্ট) ছোট মেয়ে

অশ্রুনিবারণ (পুং)
কালো সোনা (পুং)
গোলাপ সুন্দরী (স্ত্রী)
চাতকীর বাছা (পুং)
ভাঁড়ের ননী (পুং)
ষেটের বাছা (পুং)
সুন্দরী (স্ত্রী)
সোনামণি (স্ত্রী)
সোনামুখীর ছা (পুং)
হাঁড়ীখাকী (স্ত্রী)

প্রসাধন

কস্তুরী
কাজল
কাপড়, ঢাকাই—, তসর—
কুঙ্কুম
কোঁচা
গুগ্‌গুল
চন্দন, সোনার—
চামর
চুষিকাটি
ছড়ি, লাল—
ছাতি
জুতা, তুরকি—, লাল—
ঝোটন
টি, টুক
টোপর
ডালা, চিকণ—

তুলসীমালা
থান, মডমড়ে—, মলমলি—
দোশালা
ধড়ি, রাঙ্গা—
নাড়ু, সোনার—
পাগড়ী, লাল—
পিঁড়ি, সোনার—
ফোটা
বাঁশী, মোহনচূড়া—, সোনার—
বিঁড়ি, সোনার—
বেণী
ভাঁটা, সোনার—
মৃগনাভি
মোজা, লাল—
শাড়ী, ডুরে—, পাটের—
শাল
সিঁদুর

অলঙ্কার

আঙ্গুঠি
কাণবালা
কাঁটি, গলার—, সোনার—
কোমরপাটা
খাক, কাচ—, সুবর্ণের—
গেঁউসা
ঘাঁটা, সোনার—
ঘুঙুর, গুজরি—, সোনার—
ঝটকা
ঝাঁঝরী
ঝিঝেড়ী
ঝুমকো
টোপ, হীরের—
তক্তি,—মালা
থোপ
দানা
দুল, সোনার—

নথ
নূপুর
নোলক
পঞ্চকলিকা
পিপুলপাতা
বাউটি
বাজু, সোনার—
বালা, হীরের—
ভেড়ার টোপ
মটুক
মতির মালা
মদন কড়ি
মল
মাদুলী
মুক্তা
মোহর
শাঁখা, এয়ো—
সিংহাসন, সোনার—
সিঁথি, সোনার—
হার, গজমস্ত—
হাঁসলা
হীরে
হেলে

বাদ্য

কাড়া
কাঁকুড
গজঘণ্টা
ঘাঘর, ঘাগর, ঘেঘর
ঝাঁঝর
টুরি
ডুগডুগি
ডুমডুমি
ঢাক
ঢাঁই
ঢোল

ভেকুর
মিগাড়ি
মৃদং
মেকডা
শিঙ্গে

যানবাহন

আমনদোলা
চৌপল
ডুলি, ডুলকি,
ঢুলইন (চট্ট)
ঢুলান
দোলা
ধ্বজা
না, নৌকা
নাগর
পাল্‌কী
রথ

কয়েকটি ধানের নাম

উড়কি ধান, উল্‌কি—
ধন্নী ধান
নারেঙ্গাধান
বিন্নিধান
শালিধান

গাছপালা

অশথ
আতা
আমড়া
আম
আমরুল
উলু
কদম
কলকে
কলা
কালকাসন্দা
কাঁঠাল
কুল
কুসুম
খেজুর
চন্দন
ছাবনি
জন্তি
ডালিম
তাল
তিল
তুলসী, রাম—
তেঁতুল
দাঁওনা (চট্ট)
নল
নিম
নিসিন্দে
পাকড়ো
পিয়াল
পেয়ারা
বট
বাঁশ, ব্যার্গ্যা—(চট্ট), বাঁশনী—
বেত, জায়ত—(চট্ট)
বেনা
বেল
ভাডইয়া (চট্ট)
ভেরেণ্ডা
ভেল্লা
লংকা
শন, ছন
শাল
শিমুল
শেলিকর
শ্যাওড়া
সুপারি, সুয়ারি (চট্ট)
হিঙুল

হিজুলি
হেলাইয়া (চট্ট)

সাকশব্জি

আলু (পাতা)
কচু (শাক)
কল্মী (শাক)
ক্ষুদে মেতি
ঢেঁকী (শাক)
নটে (শাক)
পটল (এর শাক)
পাট (শাক)
পালঙ্গ (শাক)
পুঁই (শাক)
মানকচু (পাত)
শালুক (ডাঁটা), হালুক (
শেলেঙ্গা (পাতা)
সুশুনি (শাক)
হাওলা (পাতা)
হিঞ্চে শাক (শাক)

ফুল

আঁকড (ফুল)
কদম্বের (ফুল)
কলুদ (ফুল)
কেতকী (ফুল)
গ্যাদা (ফুল)
চাঁপা (ফুল), কনক—
ঝিঁঙ্গা (ফুল), ঝেঙা (চট্ট)
টগরের (ফুল)
বকুল (ফুল)
বৈচ (ফুল)
বৈল (ফুল) (চট্ট)
মাদারের (ফুল
শতদল
শিউলি (ফুল)
শিমুল (ফুল)
হলুদ (ফুল)

জীব জন্তু

ইঁদুর, উন্দুর, (চট্ট),
ঘুঙ্গ্যা উন্দুর (চট্ট)
উদ্বিড়াল, ভোঁদড়
কাঠবিড়ালি
কুকুর
কেঁছো
গজ
গরু, গরুআ
গাই, কপিলি—,
ধেয়ন— (চট্ট)
মেনা—
গাধা
ঘোড়া, কাল্যা—,
নীলে—
সাদা—
পক্ষীরাজ—
চোমরী
ছাগল, নৈ—
রাম—
ছুঁচো
জোঁক
পাঁঠা
পিঁপড়ে
ফেউয়ার মা
বলদ
বাঘ
বাছুর, ডেকা, (চট্ট)
ডেয়া (চট্ট)
নেয়াল—
বাঁদর
বিড়াল, হুনো—
বিলাই

ব্যাঙ, কোলা—
জাড়ি—
টুট্টুরে—
তুড়ি—
সুরু—
মাকড
মেড়া
মৈষ
শিয়াল, হিয়াল (চট্ট)
শূয়োর
সাপ, ঢোড়া—
হনুমান
হরিণ

পক্ষী ও পতঙ্গ

কহল (চট্ট)
কাক, কাউয়া (চট্ট)
কাকাতুয়া
কুর্গাল (চট্ট)
কুঁইলা (চট্ট), কোকিল
গুল্‌গুলি (চট্ট)
ঘুঘু
চকোরিণী
চড়ুই
চামচিকে
চিল
ঝিঁ ঝিঁ
টিয়া
টুনটুনি
টেন্‌টেয়ালি (চট্ট)
ডাউক (চট্ট)
ডোডো
দল পিঁ পিঁ
ধেছুয়া (চট্ট)
পাণকৌটি
পায়রা
ফিঙ্গে
বক
বাদুড
বুলবুলি
ভোঁয়র (চট্ট)
ময়না
ময়ূর
মশা
মাছি
মোরগ
মৌ
লটকুনা (চট্ট)
শালিক
হকুন : শকুন (চট্ট)
হাঁস
হুমো

মাছ

ইঁচা
কাতলা
কাঁকডা, কেঁয়ড়া (চট্ট)
কুঁচে
কেঁয়ামল্যা (চট্ট)
খলসে
খালুই (চট্ট)
গুগ্‌লি
চিংড়ি
চুনোচানা
চুঁচড়া
চ্যাং
ছুছুম (চট্ট)
ঝিনুক
টাঁই (চট্ট)
টুগুর (চট্ট)
ট্যাংরা
ডানকোনা

নয়না
পবা (চট্ট) : পাবদা
পাঁকাল
পুঁটি, দাইর্গ্যা—(চট্ট)
বোয়াল, রাঘব—
মাগুর
রুই
শুক্ল
শোল, তৈল (চট্ট)

কয়েকটি বিকৃতরূপ প্রাণী

উকুণ বিবি
একানোড়ে
কটকটে
কাণকাটার মা
গড়গড়ের মা
গালফুলো গোবিন্দর মা
গুঁতে
চারিচোকোর মা
জুজুমানা
ড্যামরাচোখো
নরুণদাঁতি
নাটাচোখো
প্যাখনা বিবি
পিরভূ
ফটিং টিং
হাকাকাণা
হুতুমথুমো
হুলো পাঁদারু

ব্যক্তি নাম

অকা ('র মা)
অনুপমা
অন্নপূর্ণা
অলকমণি
উপেন
এলামবাবু : আলম বাবু
কমলা
কানাই
কালু রায়
কুঞ্জলতা
কুঞ্জলাল
কেবলা
কোলে রাজা
গঙ্গারাম
গুয়া সেন, গুহ সেন
গোরাংরাজা
চণ্ডীচরণ
চন্দ্রকলা
চন্দ্রবালা
চাঁদ (সওদাগর)
চাঁপকলিতে : চম্পকলতা
জগন্নাথ
তারা
তুলারাম
দামুদর
দুষার সেন
দুর্গা
দুর্গাগতি
দুর্গাচরণ
দ্রবময়ী
নকে
নিমাই সরকার
নীলমণি
ফটিকচাঁদ
ফুলমালা
বলরাম
বিপিন
বিশে
বোদে ('র মা)
ভোম রায়
লক্ষ্মীমণি

স্থাননাম

কয়েকটি বিশেষ জায়গা

আকবাড়ী
আমতলা
কদমতলা
কলাতলা
কাচনিপাড়া (চট্ট)
কাছারি
খাল
খিড়্‌কিদুয়ার
ক্ষীর নদীর কুল, ক্ষীর নদীর বিল
গোয়াল, গৈল (চট্ট)
ঘর
চালতাতলা
ছাইকুড়
ছাঁদলাতলা
টাঁকশাল
তালতলা
তেলিমেলিদের পাড়া
দরবার
নাছদুয়ার
পইর (চট্ট) : পুকুর
পদ্মাদীঘি
পাঠশাল
বকুলতলা
বট্‌তলা
বাঁশতলা
বিল
ভাংলো নদীর বিল
মাছবাড়ী
শানবাঁধানো ঘাট
শিশিরপাড়া
শ্বশুরবাড়ী
ষষ্ঠীতলা
সাগর দীঘি
সোণাকুড়
হট্টমালার দেশ, হপ্তমালার দেশ
হলদিগুড়ির মাঠ
হস্তীরাজার দেশে
হিচল তলা
হেঁসেল

বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ

কলু
কামার
কাহার
কুটনী
কুমোর
কৃষক
গাউর (চট্ট) : গাভুর = চাকর
চোর
চৌকিদারো
ছুতর
ঠক
ডাকাত
ঢাই (চট্ট) : ঢাকী
ঢালী
তাঁতি
তেলি
ধুপুনি, ধোপা
নাচনি
নায়ের
পসরি (চট্ট) : প্রহরী
পাঙ্‌খা-করণী
পেয়াদা
ফকির, নেড়া—
বর্গী
বাজন্দার
বাড়ই (চট্ট) : সূত্রধর
বাস্থা (চট্ট) : স্বর্ণকার
বামন, বাঁত্তন (চট্ট)
বাঁদি
বিবি

বেয়ারা
বেয়ারি (চট্ট) : বেপারী
ভৃত্ত
মজুর, হাল্যা—(চট্ট)
ময়রা (বুড়ো)
মালী
রাখাল
শাঁখিনী
সওদাগর
সারথি
সাহেব
সেকরা

সম্পর্ক নির্ধারক শব্দ

আই
কনে
কাকী
খুড়ো
খোকা, লাতউয়া (চট্ট) <লাতুরিয়া
চাকর
ছা, ছাওয়াল (চট্ট)
জামাই, জামাল
ঝি, দাসী
ঠাকুমা
ঠাকুরদাদা
দাদাভাই
দিদি
দেয়র
ননদ
নন্দাই
নানা
পাড়াপড়শী
পিসী
পুত্ত, পোআ (চট্ট)
বর
বরযাত্রী
বঁধু
বাপ
বিবি
বোন, বৈন (চট্ট)
বৌ
ভাই
ভাগিনাবউ
ভাজ
ভাতার
ভাশুর
মা
মাউ (র) (চট্ট) : মামু
মামাশ্বশুর
মামী
মাষ্টার
মাসি
শালা, হালা (চট্ট)
শাশুড়ী
শ্বশুর
সতীন
সোয়ামি

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ

আঁতরি (চট্ট)
কপাল
কাণ
কাঁক
কাঁধ, কান্ধা (চট্ট)
কৈলজা (চট্ট)
কোমর, কৈঁয়াইল (চট্ট)
কোল
গলা, গল্লা (চট্ট)
গা
গাল
গোঁপ
ঘাড়

চরণ
চোখ
চাম
চুমা
চুল
জুলপী
ঠেং
ঠোঁট
থোপনা
দাড়ি
দাঁত
নজর
নাক
পেট
মাথা

লাল
লো
হাড
হাত
হাসি
হেঁটো, আণ্ড (চট্ট), আঁড় (চট্ট)

সাংসারিক দ্রব্য

আলনা
আল্পিন্
আহল্যা (চট্ট) : অগ্ন্যাধার
আঁকড়া
আঁকশি
ইস্ক্রুপ্
উয়ালা (চট্ট) : সুতার উয়ালা নামক যন্ত্রবিশেষ
কড়াই
কড়ি
কলম
কাটারি
কাঠ
কাপড
কাঁথা
কুলো
কোদাল
কোপনি
কোশাকুশী
খাউডী (চট্ট) : মাটির ছোট হাঁড়ি।
খাট
খাঁচা
খুরো
খেড় (চট্ট) : খড়
খ্যাংরা
গাড়ু
গামছা
গোবর
ঘটী
ঘাগরী
চইল চালনী (চট্ট)
চেলা-কাঠ
চুলা
চৌকি পিঁড়ে
ছালা
ছিক্কা দডী (চট্ট)
ছুরি
জামা
ঝলি (চট্ট) : বেডা
ঝাঞ্জি (চট্ট)
ঝাড-লণ্ঠন
ঝারি
ঝাঁকা
ঝাঁটা
ঝুলি
টিকে
টেঁয়রা (চট্ট)
ঠ্যাঙ্গা

ডাউর (চট্ট) : মৃত্তিকা নির্মিত ক্ষুদ্র বোতল
ডেস্‌ক
ডোল
ঢাঅনি (চট্ট)
ঢেঁকী
তক্তাপোষ
তবলা
তামুক
তেলইন (চট্ট) : মৃৎপাত্র বিশেষ
থাল
দাঁড়
দো'ত
ধামা
ধুতি
নরুণ
নলউয়া (চট্ট) : হুকার নল
নাইল (চট্ট)
নেহালি (চট্ট) : লেপ
নোড়া
পাততাড়ি
পাথর
পিঁজরা
পিঁড়ি
পেটারী
পেরুয়া (চট্ট) : মাটিয়ালেরা যাহাতে করিয়া মাটি উঠায়।
প্রদীপ
ফাবুড়ি
বড়কি (চট্ট) : বঁড়শী
বঁটি
বাক্‌স
বাটা
বাটি
বাড়া (চট্ট)—ঢেঁকি
বেড়ী
ভাড়টাঠি
ভাতকাঠি
ভাঁড়
মটকা
মাকু
মাচা
মাদুর
মালসা
মেজা (চট্ট) : আবর্জনা
মৈ
যতুক
রসি
লাঙ্গল
লাদ
শরা
শিকল
শিকে
শিল
শীতলপাটি
শেজ
সাটনা
সাড়ী
সিন্দুক
হাতা
হাঁড়া
হাঁড়িকুড়ি
হুড়কো

তরী তরকারী এবং খাবারের নাম

অম্বল
আদা
আম
আমানি
আলু, মাটিআ—(চট্ট)
আলুরদম

কচু
কচুরি
করঞ্চা
কর্পূর
কলা
কলাইভাজা
কাঁচকলা
কুমড়ো, কোঁয়রা (চট্ট)
কুঁড়ো
কুস্তাল (চট্ট) : ইক্ষু
কেলে জিরে
খই
খএর
খিলিপান
খেজুর, খাজুর (চট্ট)
খেজুর রস
গুড়
গুয়া
গোলমরিচ
ঘি
চচ্চড়ি
চাল-কড়াই ভাজা
চালকুমড়া
চালছোলা
চালতা
চালদামুস্থরী
চালভাজা
চিড়ে
চিঁড়েদই
চুয়া
চুণ
চোকা
ছাতু
ছেঁচকি
ছোলাভাজা
ঝমক কলাই (চট্ট), ঝম্মট—(চট্ট)
ঝিঙ্গা
ঝোল
ডাইল (চট্ট)
ডুমোর
তরকারী
তাল
তেল
থোড়
দুধপান্ত
ধনে
লাড়ু
নুন
নোনা
পটল
পান্তাভাত
পাঁউরুটী
পাঁপড়
পিটে, আস্কে—
পেয়লা (চট্ট) : টক ফলবিশেষ।
ফলার
বড়ি
বরই (চট্ট) : কুল
বাঙ্গী
বিস্কুট
বুট
বেগুন, বাইঅন (চট্ট)
বেগুনভাজা
বেঞ্জন
ভাত
ময়দা
মরীচবাটা
মাছপাতরি
মাছভাজা
মুড়িমুড়কি
মুসুরের ড্যাল
মূলো

রস্থন
লুচি
শশা
সরিষা
হলুদ

মিষ্টান্ন

ক্ষীর
খণ্ড
খাজা
ঘোল
চাঁচি
চিনি-কর্পূর
চিনিরপানা
ছানা
জিলিপী,—রসকরা
দই, কাগ্‌মারি—
দুগ্ধ
দুধরপুলি (চট্ট)
দুধের ফেণী
নবনী, ননী (চট্ট)
নাড়ু, রসকরা—
ফুলবাতাসা
ফেণী
মণ্ডা
মনোহরা
মিছরি
মিঠাই
মুড়কি
মোলা (চট্ট) : মোআ
মৌ
সর
সরের নাড়ু

গ্রহ-নক্ষত্র

চান্দ
চাঁদামামা
চাঁদের গাছ
চাঁদের কোণা
পূর্ণমাসীর চান (চট্ট)
সূয্যি
সূয্যিমামা